আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার পঞ্চাশৎ গ্রন্থ

সুরেশের শিক্ষা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্, এ,

চৈত্র, ১৩২৬
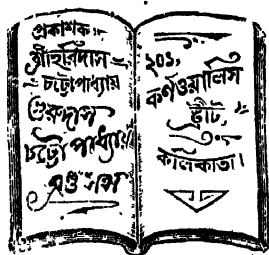
PRINTED BY ABINASH CHANDRA MANDAL,
AT THE SIDDHESWAR PRESS,
11, Jadunath Sen's Lane, Calcutta.

উৎসর্গ

আমার পূজনীয় জ্যেষ্ঠাগ্রজ

শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এম্ বি ই,

মহাশয়ের শ্রীচরণে ভক্তি ও প্রীতির

চিহ্ন-স্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।

কলিকাতা,
ফাল্গুন, ১৩২৬। } গ্রন্থকার

সুরেশের শিক্ষা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্ষুদ্র বৃন্দাবনপুর গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাটীতে খুব আনন্দের রোল পড়িয়া গিয়াছিল। বৈকালে তারের খবর আসিয়াছে যে, নগেন্দ্রবাবুর বড় ছেলে সুরেশ প্রথম-বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। টেলিগ্রাফ-পিয়ন যখন খবর আনিল, তখন সুরেশ বেড়াইতে গিয়াছে। নগেন্দ্রবাবু বৈঠকখানার সংলগ্ন বাগানের বেগুনগাছগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন। পিয়নকে হঠাৎ দেখিয়া প্রথমে তিনি কিছু সঙ্কিত হইয়াছিলেন। সংবাদ পাঠ করিয়া তাঁহার আকৃতি প্রসন্ন হইল। তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে গিয়া তিনি এই সংবাদ দিলেন। মেয়েরা ঠাকুর-দেবতাদিগকে প্রণাম করিলেন। ছেলেমেয়েরা উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল। পিয়নকে জলখাবার খাওয়াইয়া, বখ্‌শিশ দিয়া বিদায় করা হইল। সকলে সুরেশের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার কিছু পরে সুরেশ বাটীতে ফিরিল। তাহার ছোট

ছোট ভাই বোন্‌গুলি ছুটিয়া আসিয়া সুরেশকে আনন্দ-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। সুরেশ পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে প্রণাম করিল। সেদিন সুরেশের ছোট ভাই ও বোন্ ঘুমাইবার সময় পর্য্যন্ত সুরেশের সঙ্গ ছাড়ে নাই।

কয়দিন বেশ কাটিয়া গেল। গ্রামের সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে পূজা দেওয়া হইল। একদিন সকলে মিলিয়া গিয়া অদূরবর্ত্তী গ্রামের নন্দিকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে 'মানসিকের' পূজা দিয়া আসিল। আর একদিন গ্রামের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতৃপ্তিসহকারে ভোজন করান হইল। এই সব গোলমাল কাটিয়া যাইবার পর, সুরেশের পড়িতে যাইবার কথা উঠিল।

স্থির হইল যে, সুরেশ কলিকাতার কলেজে গিয়া পড়িবে এবং হিন্দু-হোষ্টেলে থাকিবে। হিন্দু-হোষ্টেলে থাকিবার কথায় সুরেশ যথেষ্ট গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিল। তাহার এক পিস্‌তুত ভাই হোষ্টেলে থাকিত। তাহার নিকট সুরেশ হোষ্টেলের অনেক গল্প শুনিয়াছিল এবং মনে মনে সেখানকার উদ্দাম-আনন্দপূর্ণ জীবনের বহু লোভনীয় চিত্র অঙ্কিত করিত। সুরেশ ভাবিল, এতদিন পরে সে ঐ গৌরবের অধিকারী হইতে চলিল। সুরেশ কলিকাতা রওনা হইবার দিনের জন্য অধীর হইয়া উঠিল।

ক্রমে সুরেশের বহু আকাঙ্ক্ষিত যাইবার দিন অতিশয় সন্নিকটবর্ত্তী হইল। আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভাবিয়া সুরেশের পিতা চিন্তিত হইলেন, সুরেশের মাতা আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইলেন, সুরেশের ছোট ছোট ভাই বোন্‌গুলিরও কষ্ট মুখের ভাবে প্রকাশ পাইতে

ছিল। এই সুরেশের প্রথম বিদেশ যাত্রা। গ্রামে একটী এণ্ট্রান্স স্কুল ছিল, সেখানেই সে এতদিন পড়িয়া আসিয়াছে।

গ্রামের পাশ দিয়া একটী ছোট খাল গিয়াছে। নৌকা করিয়া এই খাল দিয়া পদ্মায় পড়িতে হয় এবং সেখানে ষ্টীমার ধরিয়া গোয়ালন্দে গিয়া ট্রেণে উঠিতে হয়। সুরেশের পিতা নগেন্দ্রবাবু নৌকা করিয়া সুরেশের সহিত গিয়া তাহাকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া আসিবেন। কলিকাতায় গিয়া সুরেশ আপাততঃ এক আত্মীয়ের বাসায় উঠিবে। সেখান হইতে হোষ্টেলে যাইবে। এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

একটী বাক্সের মধ্যে সুরেশের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি রাখা হইল। কলিকাতায় যাইয়া কি কি জিনিষ প্রয়োজন হইতে পারে, সকলে তাহাই ভাবিতে লাগিল। ছোট ছোট ভাই বোন্‌গুলি পর্য্যন্ত কেহ মুখ ধুইবার গুঁড়ি, কেহ ছুঁচ সুতা, কেহ দেশলাই, কেহ পানের মসলা, কেহ আচার আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল। বাক্সে আর জিনিষ ধরে না। সুরেশ বলিল, সে আর কিছু লইতে পারিবে না। এই বলিয়া বাক্সর ডালা ফেলিয়া, ডালার উপর বসিয়া অতি কষ্টে বন্ধ করিল।

শুভদিন ও শুভক্ষণ দেখিয়া সুরেশ পিতার সহিত যাত্রা করিল। সুরেশের মাতা চক্ষু মুছিতেছিলেন। সেই দূর বিদেশে কে তাঁহার পুত্রের যত্ন করিবে, অসুখের সময় কে সেবা করিবে— তাঁহার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে শত-আশঙ্কার উদয় হইল। সুরেশের ছোট ছোট ভাই বোন্‌গুলি বেদনাতুর মুখে নিকটে দাঁড়াইয়াছিল।

সকলের মনে কষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাহার নিজের কোনও কষ্ট নাই ইহা ভাবিয়া সুরেশ মনে মনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইল। ভাই বোন্‌গুলি সঙ্গে সঙ্গে নৌকার ঘাট পর্য্যন্ত চলিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। সুরেশ নৌকা হইতে দেখিতেছিল, ভাই বোনগুলি ছলছল-চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। নৌকা বহুদূর চলিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ বা গৃহের ব্যবধানে তাহা-দিগকে দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু ব্যবধান সরিয়া গেলে আবার দেখা যাইতেছিল,—তাহারা সেই ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। এতক্ষণে সুরেশের মন বাড়ীর কথা ভাবিয়া একটু চঞ্চল হইল। আর তাহাদিগকে দেখা গেল না। সুরেশ ভাবিতে লাগিল, হয় ত এখনও তাহারা দাঁড়াইয়া আছে, যখন তাহারা বাড়ী ফিরিয়া যাইবে, তখন তাহাদের হৃদয় কিরূপ বেদনাপূর্ণ থাকিবে।

ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া নৌকা চলিল। কদাচিৎ দুই একটী গ্রাম দেখা যাইতেছিল। সুরেশ বিষণ্ণ-হৃদয়ে চাহিয়াছিল, ও মধ্যে মধ্যে তাহার পিতার উপদেশ শুনিতেছিল। অবশেষে নৌকা পদ্মায় আসিয়া পড়িল। তীরের কাছ দিয়া নৌকা চলিল। নদী অতিশয় বিস্তৃত। পরপার দেখা যায় না। প্রায় দুই ঘণ্টা পদ্মা দিয়া গিয়া তাহারা ষ্টীমার-ঘাটে আসিল; তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রাতে ষ্টীমার আসিবে। নৌকা তীরে লাগাইয়া আহার শেষ করিয়া তাহারা নৌকাতেই ঘুমাইল।

পরদিন প্রাতে ষ্টীমার আসিলে সুরেশের পিতা সুরেশকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিলেন; এবং সুরেশকে শরীর রক্ষা ও পাঠে

মনোযোগ দেওয়া সম্বন্ধে শেষ উপদেশ দিয়া ষ্টীমার হইতে নামিয়া পড়িলেন। ষ্টীমার বংশীধ্বনি করিল। খালাসীরা সিঁড়ি তুলিয়া লইল। ঘোররবে নদী-জল আলোড়িত করিয়া ষ্টীমার অগ্রসর হইল।

এইবার সুরেশ একা চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের প্রকাণ্ড ফাটকের মধ্য দিয়া সুরেশ উৎসুক-হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছিল। ছুটির পর হোষ্টেল তখন সবেমাত্র খুলিয়াছে। দুই চারি জন করিয়া ছেলেরা আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই বিশাল অট্টালিকার অধিকাংশ ঘরই খালি।

সুরেশ আফিস-ঘরে গেল। সেখানে টাকা জমা দিয়া তাহার ঘর দেখিতে গেল। সে দোতালায় একটী ঘর লইয়াছিল। সে ঘরে আরও দুই জনের স্থান ছিল।

বৈকালে সুরেশ গাড়ী করিয়া তাহার আত্মীয়ের বাসা হইতে বিছানা ও বাক্স আনিল। সুরেশ গাড়ী হইতে নামিয়াই বীরেনকে দেখিতে পাইল। বীরেন তাহাদের গ্রামের স্কুলে কিছুদিন পড়িয়া-ছিল। সুরেশ ও বীরেন এক শ্রেণীতেই পড়িত। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা হইয়াছিল। কিছু দিন পরে বীরেন তাহার পিতার কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল। প্রথম প্রথম সুরেশ ও বীরেনের পত্র ব্যবহার হইত। কিছু দিন পরে পত্র বিরল হইয়া অবশেষে বন্ধ

হইয়া গেল। কেহ কাহারও খবর পায় নাই। বীরেনের পিতা এখন বিহারে মুন্সেফ ছিলেন। বীরেন হোষ্টেলে থাকিয়া স্কুলে পড়িত এবং এখান হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছিল। সুরেশ পরীক্ষার ফলের কাগজে বীরেনের নাম দেখিয়াছিল, কিন্তু বীরেন কলিকাতায় পড়িত কি না জানিত না, সেই জন্য স্থির করিতে পারে নাই, তাহার বন্ধু পরীক্ষা পাশ করিয়াছে কি না।

সুরেশকে দেখিয়া বীরেন বলিল, "বাঃ সুরেশ যে!"

সুরেশও বীরেনকে দেখিয়া খুব আনন্দিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কতদিন কলিকাতা এসেছ?"

বীরেন। আমি অনেকদিন কলিকাতায় আছি। এখান থেকেই পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি কবে এলে? আফিসে নাম লিখিয়েছ?

সুরেশ। আমি আজ সকালে এসেছি। একটু আগে আফিসে টাকা জমা দিয়ে নাম লিখিয়ে এসেছি।

বীরেন। কোন্ ঘরে তোমার "সীট্" হয়েছে?

সুরেশ। ৩৪ নম্বর ঘরে।

বীরেন। 'ওয়ার্ড টু'তে। আমি 'ওয়ার্ড ফাইভ্'এ থাকি।* —আপাততঃ তোমার জিনিষগুলি নামান প্রয়োজন হয়েছে।

---

* হোষ্টেলের পুরাতন বাটীর একতালা এবং দোতালাকে ওয়ার্ড ওয়ান্ ও টু বলা হয়; এবং নূতন বাটীর তিনটী তালাকে যথাক্রমে ওয়ার্ড থ্রি, ফোর এবং ফাইভ্ বলা হয়।

অদূরে দারোয়ান্ বসিয়া সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল। বীরেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "পর্‌ভু কাঁহা হ্যায় ?"

দারোয়ান্ উঠিয়া গিয়া মোটা গলায় ডাকিল, "পর্‌ভুয়া, এ পর্‌ভুয়া।"

কিছুক্ষণ পরে একজন হিন্দুস্থানী যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে অপর্য্যাপ্ত মাকিন বস্ত্র। মাথায় একটী মাকিন পাগড়ী।

বীরেন তাহাকে বলিল, "দেখো, এই সব চীজ্ ৩৪ নম্বর ঘর্‌মে পৌছা দেও।"

জিনিষগুলি নামান হইলে, সুরেশ গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিল। অতঃপর উভয়ে সোপানাবলি আরোহণ করিয়া দোতালায় উঠিল এবং সুদীর্ঘ বারাণ্ডা অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘর অভিমুখে চলিল। যাইতে যাইতে তাহারা দেখিতে পাইল, ঘরগুলি প্রায় খালি। কোনও কোনও ঘরে ২।১টি বাক্স বা বিছানা রহিয়াছে। বিছানা এখনও খোলা হয় নাই--বোঝা যাইতেছে যে ছেলেরা সবেমাত্র আসিয়া পৌছিয়াছে।

বীরেন বলিল, "আর ২।৩ দিনের মধ্যেই হোষ্টেলের চেহারা ফিরে যাবে। সব ঘর ভর্ত্তি হয়ে যাবে, তখন বেশ জমে উঠ্‌বে।"

একটা ঘরের সাম্‌নে দিয়ে যাইতে যাইতে বীরেন হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বলিল, "কি রে মণি, তুই কখন এলি ?"

খুব প্রবল রকমের তেড়িকাটা বখা-ধরণের একজন ছোক্‌রা বাহির হইয়া আসিল এবং বলিল, "এই এসে পড়া গেল। বাবা

বল্‌লে, 'কি রে মণি, লেখাপড়া করতে যাবি, না বাড়ীতে দিন রাত্রি পড়ে পড়ে ঘুমাবি ?' আমি বল্‌লাম, 'আচ্ছা বাবা, Good Bye'। বাবা ভাব্‌ল, ছেলে আমার পড়তে চল্‌ল। পড়া যে কতদূর হবে, তা ছেলেই জানে। আর জন্মে মা সরস্বতীর কাছে বাবা টাকা ধার করেছিল, এ জন্মে তাই শোধ দিচ্চে।"

বীরেন। আর তুমি বাপকে ঋণজাল থেকে উদ্ধার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছ। এই ত উপযুক্ত পুত্রের কাজ।

এই বলিয়া সে সুরেশের সঙ্গে আগাইয়া চলিল। সুরেশের ঘরে গিয়া দেখিল, জিনিষ পত্র সব আসিয়াছে। জানালার দিকের খাটের উপরে সুরেশের বিছানা রাখিয়া বীরেন বলিল, "অতঃপর কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করা যাউক। কি বল ?" এই বলিয়া সে ঘরের বাহিরে গিয়া হাঁকিল, "বনমালী, ৩৪ নম্বর ঘরে দুটো খাবার পাঠিয়ে দাও। মাংস দিবে।" যে হিন্দুস্থানী যুবক জিনিষ-পত্র লইয়া আসিয়াছিল, সে পয়সা লইয়া চলিয়া যাইতেছিল, বীরেন তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "এই, দীনুকো ই ঘর্‌মে ভেজ্ দেও।"

দীনু হোষ্টেলের এই অংশের ভৃত্য। দীনু আসিলে, বীরেন তাহাকে বলিল, "বিছানা খুলে পেতে দিবি।" তাহার পর সুরেশের দিকে ফিরিয়া বলিল, "সুরেশ তুমি আলনা সঙ্গে আন নাই। দীনুকে পয়সা দাও। ও আলনা এনে টাঙ্গিয়ে দিবে।" সুরেশ বলিল, "আর একটা জলের কুঁজো আন্‌তে হবে।" বীরেন বলিল, "ওকে পয়সা দাও, ও সব ঠিককরে দিবে।"

ততক্ষণ বনমালীর লোক খাবার লইয়া আসিল। এক এক

খণ্ড কলাপাতের উপর খান-আষ্টেক লুচি, আলুর তরকারী, একটি করিয়া রসগোল্লা এবং ছোট মাটির ভাঁড়ে করিয়া দুই ভাঁড় মাংস টেবিলের উপর নামাইয়া দিল। বীরেন বলিল, "আর কি মিষ্টি আছে ?"

"পানতোয়া, মিহিদানা—"

বীরেন। দুটো করে মিহিদানা দিয়ে যাও। আর ডিম টাটকা আছে ?

"হ্যাঁ বাবু।"

"ডিমও দিয়ে যাবে।"

সুরেশ হাসিয়া কহিল, "রসগোল্লা, মিহিদানা, মাংস, ডিম, একদিনে যে সব বরাত করে ফেললে।"

বীরেন। "না হে, বনমালীর ডিম—বেশ জিনিষ। আর ঐ একটা জিনিষ, যাতে ভেজাল চলে না।—ঐ টুলটা টেনে নিয়ে এস দেখি। আমি ততক্ষণ দেখি, কোনও ঘর থেকে এক গেলাস জল সংগ্রহ করে আনি।"

বীরেন বাহির হইয়া গেল। সুরেশের জানালার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। রাস্তার ওপারে কয়েকটী খোলার বাড়ী।* ২।৪ জন মুসলমান ফুটপাথের উপর একটা খাটিয়া পাতিয়া বসিয়া আছে। গলির মোড়ে দুইজন স্ত্রীলোক ঝগড়া করিতেছে।

---

* আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় Presidency College এর Science Building হয় নাই। সেখানে বস্তি ছিল।

কিছুক্ষণ পরে বীরেন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এস হে, আরম্ভ করা যাক্।"

তখন দুই যুবকে পাশাপাশি বসিয়া গল্প করিতে করিতে আগার্য্য দ্রব্যসমূহের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিল। আহারান্তে বীরেন বলিল, "সুপারি টুপারি সঙ্গে আছে? এখানে ঐ একটা কষ্ট—পানের সুবিধা নাই—তবু মেডিক্যাল কলেজ * কাছে বলিয়া রক্ষা।" বীরেন বলিল, "সুপারি আছে।" এই বলিয়া বাক্স খুলিয়া একটা কৌটা বাহির করিল। কৌটাটি সরু করিয়া কাটা সুপারি, মৌরী, ধনের চাল, এলাইচ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ছিল। বীরেনের হাতে সুপারি দিতে দিতে সুরেশের মনে পড়িল, তাহার ছোট বোন্ এই মসলার কৌটাটি হাতে করিয়া আনিয়া সসঙ্কোচে বলিয়াছিল, "দাদা, এটি তোমার বাক্সে ধরবে?" সুরেশ বলিয়াছিল, "কি এনেচিস্?" ভগ্নী বলিল, "এতে সুপারি আছে।" সুরেশ রূঢ়ভাবে বলিয়াছিল, "কল্‌কাতায় আর আমি সুপারি পাব না, তাই ইনি নিয়ে এসেচেন। আমার বাক্সে আর জায়গা নাই। নিয়ে যা। ধমক্ খাইয়া ভগ্নী ছলছল-চক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন সুরেশ একটু কোমল হইয়া বলিল, "আচ্ছা দিয়ে যা। আর কিছু আনিস্ না কিন্তু বল্‌চি।" মুহূর্ত্তের জন্য সুরেশের এই সব কথা মনে হইল। বীরেনের কথা শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল, বীরেন বলিল, "চল আমাদের ওয়ার্ডে বেড়াইয়া আসিবে।"

---

* মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে যে পান বিক্রয় হইত, তাহা সে সময় প্রসিদ্ধ ছিল।

বারাণ্ডা অতিক্রম করিয়া কাঠের 'ব্রীজ্' দিয়া তাহারা নূতন দালানে উপস্থিত হইল। নূতন দালানে সিঁড়ির নিকট বনমালী পর্য্যাপ্ত পরিমাণের বিবিধ লোভনীয় খাদ্যদ্রব্য লইয়া বসিয়াছিল, এবং তাহার ভৃত্যদের হাতে খাবার তুলিয়া দিয়া কোন্ ঘরে দিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতে ছিল। সুরেশ ও বীরেন সিঁড়ি দিয়া তেতালায় উঠিয়া গেল। তেতালায় উঠিয়াই বামদিকে একটী সরু পথ, তাহার দুই পার্শ্বে কাঠের দেয়াল দিয়া ঘেরা ছোট ছোট ঘর। বীরেন সেই পথে অগ্রসর হইল, সুরেশ তাহার পশ্চাতে চলিল। বাম পাশের একটী দরজায় Millerএর তালা খুলিয়া বীরেন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল—সুরেশও সঙ্গে গেল।

প্রবেশ করিয়া সুরেশ দেখিল, একটী ছোট ঘর। তাহার তিন পাশে হল্‌দে রং করা কাঠের দেয়াল দিয়া ঘেরা, পূর্ব্বধারে পাকা দেয়াল, তাহাতে বড় একটী জানালা। এক কোণে শেল্‌ফের উপর বহি, তাহার নীচে টুলের উপর জলের কুঁজো, তাহার মুখে গেলাস ঢাকা। টেবিলের উপরে একটী টাইমপীস্ ঘড়ি, কতকগুলি বই, দোয়াত কলম প্রভৃতি সাজান রহিয়াছে। টেবিলের সম্মুখে একটী কাঠের চেয়ার ও ঘরের এক পাশে একটী ডেক্ চেয়ার রহিয়াছে।

সুরেশ উৎসাহসহকারে বলিয়া উঠিল, "বাঃ বেশ সুন্দর ছোট্ট ঘরটি ত। কারও সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই। আমাকে এই রকম একটী যোগাড় করে দিতে পার না?"

বীরেন বলিল, "এ window side cubical. একেবারে

এখানে আস্‌তে পার্‌বে না। আগে Veranda side cubicalএ থাক্‌তে হবে, তার পর window side খালি হ'লে পাবে।"

সুরেশ। সে আবার কি?

বীরেন। এখানে আস্‌বার সময় বামে ও ডাইনে ৮ সারিই ঘর দেখ্‌লে না? বামের ঘরগুলি window side—প্রত্যেকটিতে একটী করে জানালা আছে। ডাইনের ঘরগুলি Veranda side, ঘরগুলির ওপাশে বারাণ্ডা আছে। ও-ঘরগুলিতে জানালা নাই, এক একটী দরজা। তুমি দরজা খুলে রাখ্‌লে বারাণ্ডা দিয়া যে যাবে, সেই তোমায় ঘরের মধ্যে দেখে যাবে। দরজা বন্ধ কর্‌লে অন্ধকার।

সুরেশ। ও-পাশে বারাণ্ডার ত কোনও দরকার দেখ্‌ছি না। মধ্যের passage একটু প্রশস্ত করে ও-পাশের বারাণ্ডা তুলে দিলেই ভাল হোত।

বীরেন। তুমি যা' বল্‌ছ তা' বোধ হয় ঠিক। কিন্তু আপাততঃ এই বন্দোবস্ত ত মেনে নিতে হবে।

সুরেশ জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। নীচের দিকে চাহিয়া দেখিল, অসংখ্য ছোট ছোট খোলার ঘর।* অদূরে সিনেট্‌ হাউসের প্রকাণ্ড অট্টালিকা। তাহার পাশ দিয়া গোলদীঘির মৃদু-বায়ু-বিকম্পিত কৃষ্ণ-বারিরাশি দেখা যাইতেছিল।

সুরেশ বলিল, "ভারি চমৎকার।"

---

* আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও দারভাঙ্গা বিল্‌ডিং নির্ম্মাণ হয় নাই। Hostelএর নূতন block ও Senate houseএর মধ্যে বস্তি ছিল।

বীরেন বলিল, "চল আমাদের তেতালার Three seated room গুলি দেখে আস্‌বে চল।"

তাহারা উভয়ে বাহির হইল। বীরেন ঘরের তালা বন্ধ করিল। যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া তাহারা মুক্ত বারাণ্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুচ্চ লোহার রেলিং দিয়া বারাণ্ডাটি ঘেরা। নীচে হোষ্টেলের মধ্যবর্ত্তী সবুজ মাঠ দেখা যাইতেছে। ডান পাশের ঘরগুলি দেখিতে দেখিতে তাহারা বারাণ্ডার উত্তর-প্রান্তে উপস্থিত হইল।

তখন সূর্য্যদেব অস্ত যাইবার উপক্রম করিতে ছিলেন। পশ্চিম-গগন-প্রান্তে কয়েকখণ্ড মেঘ উজ্জ্বল নীল আকাশের গায়ে লাল গোলাপী সোনালি প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণ ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছিল। উত্তরে, পশ্চিমে, যতদূর দৃষ্টি যায়—অনন্ত সৌধ-শ্রেণী—ছোট বড়, উচ্চনীচ, নানা আকারের ছাতগুলি বিস্তীর্ণ। দূরে দুই একটী চিম্‌নি হইতে ধূম উদ্গত হইয়া নীল আকাশে মিশাইয়া যাইতেছিল। আকাশে দুই এক ঝাঁক পাখী উড়িয়া যাইতেছিল। সূর্য্যাস্তের এই সুন্দর ছবি অন্যমনস্ক ব্যক্তিকেও আকৃষ্ট করিত। সুরেশের সকল মনোবৃত্তিগুলি নূতন বেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া সম্পূর্ণ উন্মুখ হইয়াছিল। এই দৃশ্য তাহার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইল। সে বীরেনকে বলিল, "ভাই, এই তেতালার যে কোনও ঘরে কি আমার এখন আর আসা চলে না?"

সুরেশ বলিল, "কেন চল্‌বে না? চল আমি বন্দোবস্ত করে দিচ্চি। Three seated ঘরে এখনও অনেক seat খালি আছে।"

সেই দিন সন্ধ্যার মধ্যেই সুরেশ word fiveএর member হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুরেশ নূতন ঘরে আসিয়া জিনিষপত্র গুছাইতেছে, এমন সময় বীরেন আসিয়া বলিল, "চল হে খাইয়া আসা যাক্।"

অল্পক্ষণ মধ্যে বীরেন ও সুরেশ বাহির হইল। রেলিংয়ে হাত দিয়া সুরেশ ধীরে ধীরে কাঠের সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিল। এক-তালায় নামিয়া আসিয়া তাহারা মাঠের মধ্য দিয়া খাইবার ঘরের দিকে চলিল। দক্ষিণে ও পশ্চাতে কক্ষে কক্ষে আলোকমালা জ্বলিতেছিল। মাঠ পার হইয়া তাহারা খাইবার ঘরের নিকট উপস্থিত হইল। দুইটি বড় বড় খাইবার ঘর পাশাপাশি রহিয়াছে। প্রথমটি দেখাইয়া বীরেন বলিল, "এটি কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির ঘর। ঐ ঘর ব্রাহ্মণদের।" এই বলিয়া সুরেশ ও বীরেন ব্রাহ্মণদের ঘরের দরজার নিকট চটিজুতা রাখিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘরের মধ্যে তিন চারি সারি কুশাসন পাতা ছিল। এখনও ছেলে বেশী হয় নাই বলিয়া অনেক অংশ খালি পড়িয়াছিল। প্রতি আসনের সম্মুখে এক গেলাস করিয়া জল, তাহার উপরে থালা ঢাকা রহিয়াছে। একটি সারির এক প্রান্তে গিয়া বীরেন ও সুরেশ আসন গ্রহণ করিল। থালা নামাইয়া লইয়া বীরেন সজোরে ডাকিল, "কেষ্ট-ঠাকুর, এ দিকে।"

ঘরের এক পাশে একজন পাচক ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়াছিল। সে হাঁকিয়া বলিল, "মদন, এদিকে ভাত আন।" এই বলিয়া বীরেনের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "এই যে বীরেনবাবু, কবে এলেন, ভাল আছেন?"

বীরেন বলিল, "হ্যা, আজ এসেছি। তোমাদের খবর সব ভাল?"

কেষ্ট বলিল, "আজ্ঞে হঁ্যা।"

একজন ঠাকুর ভাত দিয়া গেল। আর একজন ছুটিয়া ডাল ও তরকারি লইয়া আসিল। বীরেন থালার এক পাশে ভাত দিয়া ঘেরিয়া ডালের যায়গা করিল। সুরেশও তাহার দেখাদেখি সেইরূপ করিল। অনতিদূরে উপবিষ্ট একটী ছেলেকে লক্ষ্য করিয়া বীরেন কহিল, "কি হে পার্ব্বতী, এতদিন রাজভোগ খেয়ে আবার হোষ্টেলের আল্‌গা ঝোল কেমন লাগ্‌ছে?"

উদ্দিষ্ট যুবক কহিল, "বাঙ্গালীর রাজবাড়ী ও আমলা বাড়ীর ভাত খাওয়ার বোধ হয় বিশেষ প্রভেদ নাই। সেই ডাল ভাত ঝোল চচ্চড়ি। কিন্তু বাড়ীর খাওয়া যতই ভাল হোক্, হোষ্টেলে আসিয়া প্রথম প্রথম হোষ্টেলের রান্না বেশ লাগে, যতদিন না এক-ঘেয়ে হইয়া যায়।"

বীরেন সুরেশকে অনুচ্চস্বরে কহিল, "এটি হচ্চে মহেশপুরের রাজার জামাই—ছুটিতে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল।"

সুরেশ ও বীরেন খাইয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে অনেক-গুলি কল ছিল। হাত ধুইয়া, পান লইয়া, তাহারা ঘরে ফিরিল।

তেতলাতে উঠিয়া সিঁড়ির সম্মুখে বেঞ্চে বসিয়া তাহারা কিছুক্ষণ গল্প করিল। তাহার পর নিজ নিজ ঘরে উঠিয়া গেল।

নূতন বেষ্টনীর প্রভাবে সুরেশের মন অভিভূত হইয়াছিল। শয্যা আশ্রয় করিবার অল্পক্ষণ পরে সে ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভোর বেলা আবর্জ্জনাবাহী গাড়ীগুলা অত্যন্ত শব্দ করিতে করিতে রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, সেই কর্কশ শব্দে সুরেশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সুরেশ বাড়ীর স্বপ্ন দেখিতেছিল, কোথায় ঘুম ভাঙ্গিল, প্রথমে স্থির করিতে পারিল না। ক্ষণকাল পরে মনে পড়িল, সে হোষ্টেলে আসিয়াছে। তখনও ভাল করিয়া সকাল হয় নাই। একটু আলস্য কাটাইয়া সুরেশ বাহিরে আসিল।

কলিকাতার সৌধাবলির বিচিত্র দৃশ্য তখনও তাহার চক্ষে পুরাতন হয় নাই। সে কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। চাকর, কুঁজো করিয়া জল রাখিয়া গেল। সুরেশ গেলাসে করিয়া জল লইয়া মুখ ধুইয়া ফেলিল। তাহার পর কাপড় ছাড়িয়া বীরেনের ঘরের দিকে চলিল।

বীরেন সেই মাত্র দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেছিল। সুরেশকে দেখিয়া বলিল, "খুব সকালে উঠেছ ত? মুখ টুখ ধোয়া হয়েছে?"

সুরেশ বলিল, সে মুখ ধুইয়াছে।

বীরেন বলিল, "তুমি একটু বস। আমি এখনই আসিতেছি।"

একটু পরে বীরেন ফিরিয়া আসিল। চাকর চা' দিয়া গেল। বীরেন বলিল, "আর এক 'কপ্' নিয়ে আয়।"

সুরেশ বলিল, আমি চা' খাই না।

বীরেন বলিল, "আজ এক 'কপ্' খাও। পরে না-খাও, না-খাবে।"

চা' খাওয়া হইলে উভয়ে বারাণ্ডার বেঞ্চের উপর বসিল। সম্মুখের মাঠের উপর হোষ্টেলের দীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে। গেটের ধারে কলের তলায় বসিয়া দারোয়ান্ স্নান করিতেছে। আরও দুই তিনজন যুবক আসিল। কেহ বেঞ্চের উপর বসিল, কেহ পাশে রেলিংয়ের উপর বসিল। তাহারা বসিয়া আছে, এমন সময় বিছানা বাক্স প্রভৃতি লইয়া একজন যুবক উপরে উঠিল। বীরেন বলিল, "কি হে অমরেন্দ্র, সব খবর ভাল ত?" আর একজন বলিল, "মালদহে এবার কি রকম আম হয়েছে?" অমরেন্দ্র উত্তর দিবার পূর্ব্বে আর একজন বলিয়া উঠিল, "ঐ ত আমের ঝুড়ি।" এই কথা শুনিবামাত্র ৩.৪ জন যুবক ছুটিয়া গিয়া কুলির মাথা হইতে ঝুড়ি নামাইল। একজন ছুরি আনিতে ছুটিল। সে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই অন্য ছেলেরা দড়ি ছিঁড়িয়া ঝুড়ি খুলিয়া ফেলিল, এবং সকলে এক একটা আম তুলিয়া লইল। অমরেন্দ্র দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। বীরেন নিজে একটী আম লইল এবং সুরেশের জন্য আর একটী আম আনিল। সুরেশকে আম লইতে অনিচ্ছুক দেখিয়া বীরেন বলিল, "ওহে অমরেন্দ্র, এই একটী ভদ্রলোক তোমার সহিত পরিচয় নাই বলিয়া তোমার আম খাইতেছেন না।"

অমরেন্দ্র বলিল, "বিলক্ষণ! তোমরা পাঁচটি ভূতে লুটিয়া খাইতেছ। আর ইনি একটি ভদ্রলোক খাইবেন, ইহা ত সুখের কথা।" এই বলিয়া সে সুরেশের হাতে আম তুলিয়া দিল। বীরেন বলিল, "আমের ঝুড়িটা এখানে ফেলে রাখা ঠিক হচ্চে না। আহা বেচারা এত কষ্ট করে এনেছে।" এই বলিয়া সে আমের ঝুড়ি অমরেন্দ্রের ঘরে রাখিয়া আসিল।

বীরেন সুরেশকে বলিল, "চল হে স্নান করিয়া আসা যাক্।" সুরেশ গামছা লইয়া বীরেনের ঘরে গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "তেল কোথায় পাওয়া যাবে?" বীরেন বলিল, "নীচে স্নানের ঘরে পাবে।" এই বলিয়া সাবান ও তোয়ালে লইয়া বাহিরে আসিয়া ঘর বন্ধ করিল। সিঁড়ির কাছে আসিয়া সুরেশ বীরেনকে বলিল, "তুমি একটু দাঁড়াও। আমি গামছাটা রাখিয়া তোয়ালে আনি।" বীরেন হাসিয়া বলিল, "না হে, তোমার গামছা দেখে কেউ হাত-তালি দিবে না। এখানে অনেকেই গামছা নিয়ে স্নান করে।" সুরেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বীরেনের সহিত নামিয়া চলিল।

হোষ্টেলের পুরাতন ও নূতন দালানের মাঝখানে স্নানের ঘর। উপরে টিনের ছাদ। মধ্যস্থলে মাটি হইতে প্রায় তিন হাত উপরে জলের মোটা নল এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নলের উভয় পার্শ্বে ৮।১০টি কল (tap) রহিয়াছে। একটি টিনের পাত্রে তেল ছিল। "এই কলটায় সব চেয়ে বেশী জল পড়ে" বলিয়া বীরেন সুরেশের গামছা সেই কলের উপর রাখিল। স্নান

হইয়া গেলে উভয়ে ভিজা কাপড়ে উপরে উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া ভাত খাইয়া আসিল।

সুরেশ আজ কলেজে ভর্ত্তি হইবে। রেশমের কোট ও রেশমের চাদর গায়ে দিয়া সে সুসজ্জিতভাবে বীরেনের ঘরে চলিল। বীরেন একবার ভাবিল, তাহাকে সাদা জামা গায়ে দিতে বলিবে, কিন্তু সুরেশ পাছে অপ্রস্তুত হয়, এজন্য কিছু বলিল না। নিজে টুইলের সার্টের উপর রেশমের চাদর গায়ে দিয়া চলিল।

হোষ্টেল হইতে আরও অনেক ছেলে যাইতেছিল। তাহারা যখন কলেজ পৌঁছিল, তখন কলেজেও অনেক ছেলে আসিয়াছে। দোতালার বারাণ্ডায় এবং প্রশস্ত সোপানাবলীতে ছেলেরা ঘোরা-ঘুরি করিতেছে, ওঠানামা করিতেছে। সুরেশ বিস্মিত হইয়া এই জনসমাগম এবং কলেজের বৃহৎ আয়তন, বড় বড় স্তম্ভ এবং প্রকাণ্ড সিঁড়ি দেখিতেছিল। আফিস-ঘরের সম্মুখেই বেশী ভীড়। অসংখ্য ছেলে ভর্ত্তি হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে তাহারা টাকা জমা দিয়া রসিদ লইয়া ভীড় হইতে বাহির হইল।

কিছুক্ষণ তাহারা বারাণ্ডায় বেড়াইল। অনেক পরিচিত ছেলের সহিত বীরেনের দেখা হইল। বীরেন মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া তাহাদের সহিত কথা বলিতেছিল। কখনও দুই একজন ইংরেজ বা বাঙ্গালী প্রফেসর যাতায়াত করিতেছিলেন। হঠাৎ ছেলেদের গোলমাল থামিয়া গেল। ছেলেরা সন্ত্রস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ইংরেজী-পোযাক পরিয়া দীর্ঘাকার কে এক-জন চলিয়া গেল, তাঁহার মস্ত বড় বড় চোখগুলি স্থির-দৃষ্টিতে সম্মুখে

চাহিয়াছিল, মুখের ভাব অসাধারণ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ—যেন তিনি এই জগতের বহু উর্দ্ধে বিচরণ করিতেছেন। তিনি চলিয়া গেলে, সুরেশ বীরেনকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে?" বীরেন বলিল, "পার্সিভেল সাহেব"। সুরেশ বলিল, "সাহেবের মত ত দেখিতে নয়।" বীরেন বলিল, "বোধ হয় ফিরিঙ্গি। কিন্তু তা হোলে কি হয়, পার্সিভেল সাহেবকে ছেলেরা যেমন ভয় করে, কোনও সাহেব-প্রফেসরকে ছেলেরা তেমন ভয় করে না। প্রিন্সিপালকেও নয়।"

অপরাহ্ণে সুরেশ ও বীরেন হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিল। সিঁড়িতে উঠিবার সময় বীরেন বনমালীকে বলিল, "বনমালী ৬৫ নম্বরে * সুরেশবাবুর ও আমার খাবার পাঠিয়ে দিবে।"

বনমালী জিজ্ঞাসা করিল "মাংস?"

বীরেন বলিল "আজ আর নয়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুরেশের আর একটী বন্ধু হইয়াছিল, নাম বিনোদ। বিনোদ এণ্ট্রান্সে বৃত্তি পাইয়াছিল। তাহার বাড়ী শ্রীরামপুরে। প্রায় প্রতি শনিবার বাড়ী যায়। সে 'ওয়ার্ড টু'তে + থাকিত।

---

* সুরেশের ঘরের নম্বর।

\+ পুরাতন দালানের দোতালা।

সুরেশ, বীরেন ও বিনোদ তিনজনে প্রায়ই একসঙ্গে থাকিত। ইহারা একসঙ্গে কলেজ যাইত, কলেজে পাশাপাশি বসিত, একসঙ্গে ফুটবল খেলিতে যাইত, সকালে ও সন্ধ্যাবেলা একস্থানে বসিয়া গল্প করিত। গল্পের আড্ডা প্রায় বীরেনের ঘরেই চলিত, কারণ, সে ঘরে আর কেহ থাকিত না।

সুরেশের দিনগুলি আজকাল খুব আমোদে কাটিয়া যাইতেছিল। সকালে উঠিয়া সে বীরেনের ঘরে যাইত। চাকর তাহাকে সেখানে চা' দিয়া আসিত। সুরেশ বাড়ীতে চা' খাইত না, কিন্তু এখানে আসিয়া অন্য ছেলেদের দেখিয়া চা' খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। একটু পরে বিনোদ আসিয়া উপস্থিত হইত। অনেকক্ষণ গল্প চলিত। বিনোদ একটু কবি ছিল। সে কোন দিন রবিবাবুর নূতন কবিতা পড়িয়া শোনাইত। কোন দিন বা তাহার স্বরচিত কবিতা শোনাইত। কোনদিন বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করিত। একদিন বিনোদ, হেমবাবু ও রবিবাবুর কবিত্বের মূলগত পার্থক্য বোঝাইতেছিল। বিনোদের বক্তব্য শেষ হইলে বীরেন বলিল, "যাই বল বাবু, কবি ত বিষ্ণুশর্ম্মা! এমন কবি আর কখনও হইবে না। পায়রাগুলি ব্যাধের জাল লইয়া উড়িয়া গেল, ইহা দেখিয়া কবি প্রতিভা কি সুন্দরভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল!

সংহতৈাব হরন্ত্যেতে জালং মম বিহঙ্গমাঃ।
যদা তু নিপতিষ্যন্তি বশমেষ্যন্তি মে তদা॥

কি গভীর ভাব! কি চমৎকার ভাষা!

বীরেনের এই কবিত্ব ব্যাখ্যায় সুরেশ ও বিনোদ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

একটু বেলা হইলে তিনজনে স্নান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া যাইত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্নানের ঘরে অনেকগুলি করিয়া কল (tap) আছে। কিন্তু ইহারা সেখানে স্নান করা পচ্ছন্দ করিত না। কারণ, সেখানের কলে খুব বেশী জল পড়ে না। হোষ্টেলে প্রবেশ করিয়াই ফটকের দুই পাশে দুইটি কল আছে, সেখানে জলের পরিমাণ বেশী, বেগও বেশী। ইহারা এইখানে স্নান করিত। এখানে স্নান করিবার প্রার্থী অনেকগুলি, সেজন্য এখানে স্নান করিতে হইলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। ইহাতে তাহাদের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। কলের নিকট তোয়ালে, সাবান ও টুথপাউডার রাখিয়া ইহারা মাঠের উপর ফুটবল খেলা আরম্ভ করিত। দম্‌দম্‌ শব্দে হোষ্টেল নিনাদিত হইত। কখনও ফুটবলটি হোষ্টেলের দ্বিতল বারাণ্ডায় প্রবেশ করিয়া দরজার উপর সজোরে আঘাত করিত। দরজার কাঁচগুলি ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠিত, বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া যাহারা খেলা দেখিত, তাহাদের মধ্যে হাস্য-কলরব পড়িয়া যাইত। কিছুক্ষণ খেলিবার পর ইহারা কলের নিকট গিয়া টুথপাউডার লইয়া দাঁত মাজিতে আরম্ভ করিত। বলা বাহুল্য, সুরেশ বাড়ীতে দাঁত মাজিয়া মুখ ধুইবার পূর্ব্বে কখনও কিছু খাইত না। কিন্তু এখানে আসিয়া অন্য ছেলের দেখিয়া, এবং সুবিধাজনক মনে হওয়ায়, সে সকালে চা' মোহনভোগ খাইবার পর স্নান করিবার সময় দাঁত মাজিতে আরম্ভ

করিয়াছে। যথাসময়ে ইহাদের স্নান করিবার পালা আসিত। সুরেশ আজকাল তৈলের পরিবর্তে গায়ে সাবান মাখে, গামছার পরিবর্তে তোয়ালে ব্যবহার করে। স্নান করিয়া তাহারা নিজ নিজ ঘরে যায় এবং শুষ্ক বস্ত্র পরিয়া কেশ বিন্যাস করিয়া খাইবার ঘরে যায়। সুরেশ আজকাল খাইবার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। ভাত দিতে দেরী হইলে থালা মেজের উপর সজোরে আছড়াইতে থাকে, তাহাব ঘন ঘন "কেষ্ট-ঠাকুর" "মদন—এদিকে"—প্রভৃতি চীৎকারে খাইবার ঘর মুখরিত হইতে থাকে। খাইবার ঘরের পাশে বসিয়া যে চাকর পান সাজিত, সে আজকাল সুরেশকে দুইটি মাত্র পান দিতে সাহস করে না, সুরেশকে দেখিলে একেবারে চারিটী পান তুলিয়া দেয়। খাইবার পর সুরেশ ও বীরেন পুরাতন দালানের দোতালা দিয়া ফিরিয়া যায়, বিনোদের ঘরে বসিয়া কিছুক্ষণ গল্প করে, চলিতে চলিতে অন্যান্য পরিচিত ছেলেদের সহিত দুই একটা সম্ভাষণ হয়। ঘরে ফিরিয়া জুতা পায়ে দিয়া, টুইল-সার্টের বুক-পকেটে রুমাল ও পেন্সিল লইয়া, রুটিন দেখিয়া তদনুসারে খাতা ও বহি লইয়া তিনজনে কলেজ যায়।

কলেজে প্রফেসর Lecture দেন, ইহারাও খাতা পেন্সিল লইয়া কখনও কখনও note টুকিয়া লয়। কিন্তু ইহা তাহাদের পক্ষে অবান্তর প্রসঙ্গ। তাহাদের বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল কতকগুলি স্বতন্ত্র-বিষয়ে। Lecture room খালি হইবামাত্র ছুটিয়া, বেঞ্চ ও টেবিলের উপর লাফাইয়া, সামনের seat গ্রহণ

করা, নিরীহ প্রফেসর পড়াইবার সময় টেবিলের তলায় জুতা দিয়া নানাপ্রকার শব্দ করা, Dark room'এ বিবিধ জানোয়ারের অনুকরণে চীৎকার করা—এই সব বিষয়ে ইহারা কথঞ্চিৎ আমোদ পাইত, এবং এই সব উপায় না থাকিলে ইহাদের পক্ষে সময় কাটান অতি দুরূহ হইত। কোনও দিন হয়ত বিনোদ কলেজ যাইত না—একটী উপন্যাসের বহি লইয়া হোষ্টেলে থাকিয়া পড়িত—সেদিন কলেজে বিনোদের নাম ডাকা হইলে বীরেনকে Yes, Sir বা Present, Sir বলিতে হইত। সম্প্রতি সুরেশও proxy করিতে সাহস পাইয়াছিল। একদিন ভারি মুস্কিল হইয়াছিল। বীরেন ভুলিয়া গিয়াছিল যে সুরেশ বিনোদের হইয়া উত্তর দিবে; বিনোদের নাম ডাকা হইতে সুরেশ ও বীরেন এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল Present Sir. প্রফেসর জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনোদ কাহার নাম। সুরেশের বুক দুর দুর করিতেছিল। সে দেখিল, বীরেন দাঁড়াইয়া উঠিল। প্রফেসর কিছু বলিলেন না।

কলেজ হইতে ফিরিয়া হোষ্টেলের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে ইহারা বনমালীকে খাবার পাঠাইতে বলিত। খাবার খাওয়া হইলেই ফুটবল খেলিতে নামিত। বীরেন বেশ ভাল খেলিতে পারে। সে College elevenএর মধ্যে একজন, অর্থাৎ ম্যাচে খেলিতে পায়। সুরেশের জীবনে যদি কোনও উচ্চ আশা থাকিত, তাহা হইলে সে এই যে একদিন সেও ম্যাচে খেলিবার যোগ্য হইবে। যেদিন ম্যাচ্ হইত, গড়ের মাঠে কলেজের groundটি ছেলেতে ভরিয়া যাইত, কলেজের team (দল) খেলিতে নামিত,

তাহাদের পরিধানে কাহারও half pant, কাহারও ধুতি, কিন্তু জামা সকলের এক রকমের,—অর্দ্ধেক নীল, অর্দ্ধেক সাদা কামিজ—সুরেশের হৃদয়ে তখন বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হইত, তখন একবার হাততালি দেওয়া হইত, তাহার পর কলেজের কেহ ভাল খেলিলে, হাততালি, well done প্রভৃতি শব্দে বায়ু ভরিয়া যাইত। মাঠের ভাল খেলোয়াড় ইহাদের নিকট রণজয়ী বীরের ন্যায় সম্মাননীয়।

খেলার পর সন্ধ্যাবেলা তেতালার বারাণ্ডার বেঞ্চে বসিয়া গল্প হইত। ম্যাচ্ খেলা হইলে, তাহারই ঘটনা-সম্বন্ধে আলোচনা হইত। কাহার কোন্ খেলাটা ভাল হইয়াছে, কে আজ সব চেয়ে ভাল খেলিয়াছে, কাহার জন্য খেলায় জিত হইল,—এই সকল বিষয়ে মত প্রকাশ হইত। যেদিন তাহারা Elliot Shield * পাইল, সেদিন হোষ্টেলে মহাধূম—হাওয়াই, তুবড়ি ছাড়া হইতেছে, বড় বড় খবরের কাগজ জ্বালাইয়া উপরের তালা হইতে মাঠের মধ্যে ছুড়িয়া ফেলা হইতেছে, ঘন ঘন হিপ্ হিপ্ হুররে ধ্বনিতে হোষ্টেল মুখরিত হইতেছে। ইহাদের চীৎকার শুনিয়া মেডিক্যাল কলেজের ফিরিঙ্গি ছাত্রাবাসের ছেলেরাও চীৎকার করিতেছে। সুরেশের পক্ষে সেদিন এক স্মরণীয় দিন।

* সব কলেজের মধ্যে যে কলেজের ছেলেরা জিতে, তাহারা এই Shield পায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে কয়মাস কাটিয়া গেল। ভাদ্রমাস পড়িয়াছে। সন্ধ্যাবেলা হাওয়া বন্ধ হইয়া এমন একটা গুমট্ হয় যে, ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকা দুষ্কর হয়; ছেলেরা অনেকে বারাণ্ডায় সতরঞ্চ পাতিয়া শুইতে আরম্ভ করিয়াছে। একে গরম, তাহাতে এতগুলি ছেলে একত্র হইয়াছে, সুতরাং নিদ্রা অনেক বিলম্বে হইত।

রাত্রি-ভোজন শেষ করিয়া ছেলেরা বারাণ্ডায় বসিয়াছে। চাকরেরা বারাণ্ডায় বিছানা করিতেছে। প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল নামক ছাত্রকে সকলে ধরিয়া বসিল, তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইবে।

প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডলকে সকলে ডাক্তার মণ্ডল বলিয়া ডাকিত। তিনি প্রসিদ্ধ বাগ্মীদের অনুকরণে বক্তৃতা, যাত্রার অভিনয়ের বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ, হাস্য-সঙ্গীত প্রভৃতিতে নিপুণ ছিলেন, এবং যতটা পারিতেন, তদপেক্ষা বেশী বাহাদুর বলিয়া নিজেকে মনে করিতেন। ছেলেরা তাঁহার অভিনয় শুনিতে ভাল বাসিত, এবং তাঁহাকে লইয়া কিছু মজাও করিত।

ডাক্তার মণ্ডল প্রথমে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুকরণে বক্তৃতা করিলেন। বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া, হাত পা নাড়িয়া, বিবিধ ভঙ্গিসহকারে বক্তৃতা হইল। তাহার পর যাত্রার অভিনয়ের অনুকরণ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের সহিত রাক্ষস বিনাশ করিবার জন্য বনে যাইতেছেন। পথশ্রমে তাঁহার ক্ষুধা পাইয়াছে। অত্যন্ত করুণ মিহি সুরে তিনি বলিতেছেন—"মুনে,

মুখে—আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে” বিশ্বামিত্র দেখেন মহা-মুস্কিল, রাজপুত্র বুঝি তাঁহার কিছু পয়সা খসান। অত্যন্ত মোটা গলা করিয়া ডাক্তার মণ্ডল বিশ্বামিত্রের উত্তরের অনুকরণ করিয়া কহিলেন, “অহো, যার নামে ভব-ক্ষুধা দুর হয়, তার আবার ক্ষুধা।” ছেলেরা হাসিয়া অস্থির।

আরও কয়েকটী যাত্রার অভিনয় অনুকরণ করা হইল। ছেলেরা ডাক্তার মণ্ডলকে গান গাহিতে বলিল। ডাক্তার মণ্ডল কয়েকটী থিয়েটারের গান গাহিলেন। এইবারে ডাক্তার মণ্ডলের মুদ্রা দোষগুলি ধরা পড়িল। তাঁহার মাথা নাড়া, অস্বাভাবিক ভাবে গলা কাঁপান প্রভৃতিতে ছেলেরা অতিকষ্টে হাস্য সম্বরণ করিল। তাঁহার কয়েকটী গান গাওয়া হইলে বীরেন বলিল, “ডাক্তার মণ্ডল, শুধু গান গাহিলে হইবে না। আপনাকে একটু নাচিতে হইবে। Dancing একটা উচ্চ অঙ্গের fine art. আমরা শুনিয়াছি, আপনি উহাতে বিশেষ রকমের পারদর্শী।”

ডাক্তার মণ্ডল বলিলেন, “ভাত খাইয়া কি নাচা যায়, অসম্ভব।”

ছেলেরা বুঝিল, ডাক্তার মণ্ডলের নাচিবার ইচ্ছা আছে, আর একটু জোর করিয়া ধরিলেই তিনি নাচিবেন। তখন সকলে মিলিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অগত্যা ডাক্তার মণ্ডল কাপড় মালকোছা করিয়া পরিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দেশী নৃত্য, বিলাতী নৃত্য, থিয়েটারের নৃত্য—তিনি সকল রকম নৃত্য দেখাইলেন। নৃত্যের সহিত গানও চলিতেছিল। ছেলেরা

উৎসাহের সহিত বাহবা ও এন্‌কোর (encore) দিতে লাগিল। তাহারা অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিল।

এই সময় বাহিরে গোলমাল শুনিয়া ওয়ার্ডের মণিটর (monitor) আসিলেন। তাঁহার নাম নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত। তিনি এবার বি, এ পাশ করিয়াছেন। সকলে তাঁহাকে নলিন দা' বলিয়া ডাকিত। তাঁহাকে দেখিয়া ছেলেরা সকলে বলিয়া উঠিল, "নলিন-দা' আপনি ডাক্তার মণ্ডলের dancing (নৃত্য) দেখেন নাই। ভারি চমৎকার। ডাক্তার মণ্ডল, আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করুন।"

নলিন-দা' হাসিয়া বেঞ্চের উপর বসিলেন। ডাক্তার মণ্ডল পুনরায় গোড়ার থেকে আরম্ভ করিলেন। মুহুর্মুহু encore হইতে লাগিল। নলিন-দা' কিছুক্ষণ আমোদ উপভোগ করিয়া বলিলেন, "বাঃ, ডাক্তার মণ্ডল দেখিতেছি, সব বিষয়েই Expert (বিচক্ষণ)। কিন্তু আর না। অনেক রাত্রি হইয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিরক্ত হইবেন। এইবার সকলে ঘুমাও।"

সে রাত্রির মত নৃত্য-গীত বন্ধ রহিল।

আশ্বিন মাস আসিল। প্রভাতে সোনার রৌদ্রে পৃথিবী প্লাবিত হইল। আসন্ন উৎসবের প্রতীক্ষায় সকলের হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার হইল। ভিখারীরা আগমনী গান গাহিয়া মন আরও চঞ্চল করিয়া দিল। হোষ্টেলের ছেলেরা বাড়ী যাইবার আশায় উৎফুল্ল হইল। বীরেন, ভাই বোনদের জন্য খেলনা, ছবির বহি প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেছিল। একটী কৃত্তিবাসের রামায়ণ

কিনিয়াছিল। বহিখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া তাহার খুব ভাল লাগিল। সে পূর্ব্বে কখনও আদ্যোপান্ত পড়ে নাই। ইহা যে এত চিত্তাকর্ষক হইবে, তাহা তাহার পূর্ব্বে জানা ছিল না। অবশেষে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। ঘরে ঘরে বিছানা বাঁধা, বাক্স গোছানর ধুম পড়িয়া গেল। গাড়ী ডাকিয়া, বিছানা বাক্স তুলিয়া বন্ধুদের নিকট বিদায় লইয়া একে একে সকলে চলিয়া যাইতে লাগিল। যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, তাহারা কুলির মাথায় বিছানা তুলিয়া পদব্রজে শিয়ালদহ বা হাওড়া চলিল। রাত্রে সুরেশের ট্রেণ। বীরেন তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিল। বীরেন পরদিন আরা যাইবে। তাহার পিতা এখন আরার সবজজ।

অনেক দিন পরে সুরেশ বাড়ী ফিরিল। পিতামাতা, ভাইবোন, দাস-দাসী সকলেই সুরেশকে দেখিয়া খুব আহ্লাদ করিলেন। মাতার স্নেহশীল চক্ষে মনে হইল, সুরেশ বুঝি একটু রোগা হইয়াছে। ভাই-বোনেরা কয়দিন মহা উৎসাহে দাদার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাতে আবার দাদা তাহাদের জন্য খেলনা, ছবির বহি আনিয়াছে, তাহাদের আনন্দ দেখে কে?

পূজার কয়দিন বড় আনন্দে কাটিল। সুরেশ পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া প্রতিমা দেখিয়া বেড়াইল। কত পরিচিত বাল্যবন্ধু ও বাল্যসখীর সহিত তাহার দেখা হইল। তাহারা সহাস্য অভ্যর্থনায় এবং কুশল প্রশ্নে সুরেশকে আপ্যায়িত করিল। বিজয়ার দিন বাদ্য করিয়া প্রতিমাগুলি নদীতীরে সমবেত করা হইল। তাহার

পর নৌকার উপর প্রতিমা তুলিয়া সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত নৌবিহার করা হইল। সুরেশও বন্ধুদের সহিত নৌকা করিয়া বাচ্ খেলিয়া সন্ধ্যার পর ঘরে ঘরে গিয়া বিজয়ার প্রণাম ও কোলাকুলি করিতে বাহির হইল।

পূজা শেষ হইলে পর সুরেশ তাহার মা ও ভাইবোন্‌দের নিকট হোষ্টেলের গল্প করিত। তাহার ভাইবোন্‌রা বিস্মিত হইয়া শুনিত যে, সুরেশ যে দালানে থাকে, তাহাতে ১৫০ ছেলে থাকে, সুরেশ তেতালার উপর থাকে। আর একটা দালানে ১০০ ছেলে থাকে। রোজ ২৫০ ছেলের জন্য রান্না হয়। তাহার পর কলিকাতার গল্প হইত। রাস্তার দুই পাশে সারি সারি চারতালা পাঁচতালা বাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, মোটরকার, ট্রাম।

সুরেশের ছোট বোন্ জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, টেরেম্ কিসে চলে? ঘোড়ায় টানে না?

সুরেশ বলিল, "না, ঘোড়ায় টানিবে কেন? বিদ্যুতে চলে।"

তাহার বোন্ বলিল, "বিদ্যুৎ ত আকাশে থাকে?"

সুরেশ বলিল, "মাটির উপরেও বিদ্যুৎ তৈরি করা চলে। সেই বিদ্যুতে গাড়ীর চাকা ঘুরায়। তাহাতেই গাড়ী চলে।"

সুরেশের ভগ্নী কিছু বুঝিল কি না বলা যায় না। অবাক্ হইয়া প্রশংসমান-দৃষ্টিতে দাদার দিকে চাহিয়া রহিল।

* * * *

দেখিতে দেখিতে পূজার ছুটি কাটিয়া গেল। আবার জিনিষ-পত্র বাঁধা হইল, আবার ভাই বোন্‌গুলি বিষন্ন-বদনে দাদার চারি-

পাশে ঘুরিয়া বেড়াইল, সজল-চক্ষে মাতা আশীর্ব্বাদ করিলেন, সুরেশ নৌকায় উঠিল, ভাইবোন্‌রা তীরে দাঁড়াইয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল,—সুরেশের নৌকা ছাড়িয়া দিল।

* * * ৬

সুরেশ যখন হোষ্টেল প্রবেশ করিতেছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। তেতালার বারাণ্ডায় বসিয়া কয়েকটি ছেলে মিলিত-কণ্ঠে গান গাহিতেছিল।

ছুটি যে ফুরায়ে যায়, পড়া ত হল না হায়,
অবোধ পরীক্ষা-পথযাত্রী।
কে তোমারে ভুলাইল কপট পাশায় ?

সুরেশ উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, "বাঃ বাঃ বেশ হচ্ছে। Encore."—যে ছেলেগুলি গান গাহিতেছিল, তাহারা পূজার ছুটিতে বাড়ী যায় নাই, হোষ্টেলেই ছিল। এই বৎসর তাহাদের পরীক্ষা হইবে, বাড়ী গেলে পড়ার ব্যাঘাত হইতে পারে বলিয়া যায় নাই, অথচ হোষ্টেলে থাকিয়াও কিছু পড়া হয় নাই, এই গানে সেই আক্ষেপটি প্রকাশ করিতেছিল।

গান চলিল,—

চাকরি সম্বল বাঙ্গালীর প্রাণ,
ডেপুটি হইবার সুযোগ মহান্‌,
সে যে তুমি পাইতে
হেলাতে হারাইলে—

সুরেশ তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল, গান আর শোনা গেল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নূতন শীত পড়িতেছে। উত্তর-পবন সবেমাত্র জাগিয়া উঠিয়াছে। সেই পবনের স্পর্শে নগরবাসার মন পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। লোকজন বিবিধ বর্ণের গাত্রবস্ত্র গায়ে দিয়া রাস্তায় বেড়াইতেছে। সন্ধ্যাবেলা আকাশ ধূমে মলিন হইয়া যায়।

শনিবার। অপরাহ্নে সুরেশ ও বীরেন বিনোদের ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিল। এমন সময় দুইটি ভদ্রলোক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করিয়া বিনোদ বলিল, "ছোট-কাকা, আসুন।" এই বলিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। বিনোদের কাকা বিনোদকে বলিল, "ইঁহাকেও নমস্কার কর।" বিনোদ একটু সলজ্জভাবে অপর ভদ্রলোকটিকে নমস্কার করিল। তিনি বলিলেন, "বেঁচে থাক বাবা। সুখী হও।"

ইঁহাদের দেখিয়া বীরেন ও সুরেশ উঠিয়া যাইতেছিল। অপরিচিত ভদ্রলোকটি বলিলেন, "তোমরা চলে যাচ্চ কেন বাবা? ব'স। তোমরা তিনজনেই বুঝি এক সঙ্গে পড়?"

বীরেন বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

অতঃপর তিনি ইহাদের নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আমরা যখন কলিকাতায় পড়িতে আসি, তখন হোষ্টেলের এই বাড়ীখানি সবেমাত্র তৈরি হইয়াছে। তখন হোষ্টেলে সব কলেজের ছেলেরা থাকিতে পাইত। আমরা Presidency কলেজেই পড়িতাম। আমাদের একজন নূতন প্রোফেসার আসিয়া-

ছিলেন, তিনি প্রায় ভারতবর্ষের নিন্দা করিতেন। একদিন তিনি খুব জব্দ হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, ভারতবর্ষের লোকেরা সভ্যভাবে কাপড় চোপড় পরিতে জানে না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, হ্যাট্, কোট, টাই না পরিলে সভ্যভাবে পোষাক পরা হয় না। তিনি এই সব বলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় ক্লাসের একটী ছেলে উঠিয়া বলিল, স্যার (Sir), যীশুখৃষ্ট বোধ হয় খুব অসভ্য ছিলেন, তিনি ত হ্যাট্ কোট টাই পরিতেন না? আমরা ক্লাসশুদ্ধ ছেলে হাসিয়া উঠিলাম। সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তাহার পর হইতে তিনি আর কখনও ভারতবাসীর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নিন্দা করেন নাই।"

তাহার পর তিনি ফুটবল খেলার গল্প করিলেন। তিনি একজন ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। খেলিতে খেলিতে কয়েকবার সাহেবদের সঙ্গে মারামারি হইয়াছিল, তাহার গল্প বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কেহ খেলনা?"

সুরেশ বলিল, "বীরেন খুব ভাল ফুটবল খেলিতে পারে। ও আমাদের কলেজ Elevenএর * মধ্যে একজন। এবার আমরা Elliot Shield পাইয়াছি।

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "বেশ, বেশ।" তারপর বিনোদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি খেলনা, বাবাজি?"

বীরেন বলিল, "আজ্ঞে না। ও কবিতা লেখে।"

বিনোদ, বীরেনের দিকে কুপিতভাবে চাহিল।

* কলেজের ১১ জন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।

ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন, "কবিতা ? তা খুব ভাল। কিন্তু খেলাও চাই। শুধু কবিতা হইলে চলিবে না। দৌড়ান, ধাক্কা দেওয়া, ধাক্কা খাওয়া—এ সব চাই। পথে ঘাটে কত কাজে লাগিবে।"

ভদ্রলোকটি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিনোদের কাকাও উঠিলেন। বিনোদের কাকা বিনোদকে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। ভদ্রলোকটি বীরেন ও সুরেশকে বলিলেন, "তোমরা কখনও বর্দ্ধমান গিয়েছ ?"

তাহারা বলিল যে, যায় নাই।

তিনি বলিলেন, "চল না, রবিবার বেড়িয়ে আসবে। সকালে ৭টার ট্রেনে যাবে, ৯॥০টার সময় বর্দ্ধমান পৌঁছবে। আমি ষ্টেশনে থাক্‌ব। রাজবাড়ী, দেলখোস্, রাণীসায়র প্রভৃতি দেখে বৈকালে ৫টার ট্রেনে ফিরে আস্‌তে পার্‌বে। বিনোদও যাবে। কেমন যাবে ত ?"

সুরেশ ও বীরেন রাজি হইল। ইতিমধ্যে বিনোদের কাকা ঘরে আসিলেন।

ভদ্রলোক দুইটি চলিয়া যাইবার পর সুরেশ বলিল, "কি হে বিনোদ, ব্যাপারখানাটা কি বল দেখি ?"

বীরেন কহিল, "ব্যাপারখানা বিশেষ সুবিধার বলেই ত মনে হচ্চে। তাই বলি, বিনোদের কবিত্ব আজকাল কিছু বাড়াবাড়ি দেখিতেছি কেন ? 'জীবন দেবতা' 'অর্ঘ্য' 'মাল্যদান' এই সব ধরণের কবিতায় খাতা প্রায় ভরিয়া চলিল। আর বোধ হয় বেশী দিন কাল্পনিক প্রেয়সীর উদ্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে না।"

বিনোদ শুধু হাসিল।

বীরেন বলিল. "কাল তা হোলে ক'নে দেখিতে যাইতেছ ?"

বিনোদ বলিল, "কাল নয়। পরের রবিবার।"

সুরেশ বীরেনকে বলিল, "তোমার আগ্রহ যে বরের চেয়ে বেশী বলে মনে হচ্চে ?"

বীরেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "উনি বল্লেন না 'এই রবিবার' ?"

সুরেশ বলিল, "উনি শুধু রবিবার বলিলেন। 'এই রবিবার' বলেন নাই।"

নির্দ্দিষ্ট দিবসে বিনোদ, সুরেশ ও বীরেন রেলে করিয়া বর্দ্ধমান বেড়াইয়া আসিল পূর্ব্বপরিচিত ভদ্রলোকটি ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেশনের বাহিরে জুড়ি গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, যুবকেরা গাড়ীতে উঠিল। বলা বাহুল্য, যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনায় যুবকেরা আপ্যায়িত হইল। আহারান্তে তাহারা গাড়ী করিয়া রাজবাড়ী, দেলখোস্, রাণীসায়র ও কৃষ্ণসায়র দেখিয়া আসিল। বৈকালে জলযোগের পর একটী সুসজ্জিত কিশোরী বালিকার সুন্দর সলজ্জ মুখচ্ছবি দেখিয়া তাহারা সহর্ষচিত্তে কলিকাতা ফিরিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হোষ্টেলে বরযাত্র এক স্মরণীয় ব্যাপার। দৈনিক ছাত্র-জীবনের মধ্যে ইহা এক অভিনব পরিবর্ত্তন আনয়ন করে এবং বলা বাহুল্য, ইহা ছাত্রগণ প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিয়া থাকে

বিনোদের বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। কলিকাতা হইতে বিনোদের বন্ধুগণ ষ্টীমারে করিয়া শ্রীরামপুর যাইবে, সেখান হইতে রেলে করিয়া বর্দ্ধমান যাইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। কলিকাতা হইতে বাহিরে বেড়াইতে গেলেই প্রচুর আমোদ পাওয়া যায়; তাহার উপর এতগুলি বন্ধু একত্র যাইতেছে, উপলক্ষ—বন্ধুর বিবাহ! সুতরাং আমোদের মাত্রা প্রায় পরিপূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। হাস্য-কৌতুক ও আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে ছেলেরা গিয়া ষ্টীমারে উঠিল। নদী, ঘাট, মন্দির, বাগানবাড়ী দেখিতে দেখিতে তাহারা শ্রীরামপুরে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে কিঞ্চিৎ জলযোগ এবং প্রচুর গোলযোগের পর তাহারা ষ্টেশনে গিয়া ট্রেনে উঠিল। বীরেন, বিনোদের দিকে চাহিয়া তাহাকে যেন এখানে প্রত্যাশা করে নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া বলিল, "এই যে বিনোদও এসেছ দেখ্‌চি। তুমি কোথায় যাচ্চ? বেশ হয়েছে, একসঙ্গে যাওয়া যাবে এখন।"

বন্ধুগণ সকলে হাসিয়া উঠিল। বিনোদ কহিল, "আমাকে আজ যেতে দেখে, বীরেন বড় আশ্চর্য্য হয়েছে। বীরেন হোলে বিবাহের পাঁচদিন আগে থেকে শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে বসে থাক্‌ত।"

আবার হাসির রোল পড়িয়া গেল।

বিনোদের শ্বশুর বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ উকীল। যথেষ্ট ধূমধাম হইয়াছিল। বরযাত্রগণ যাইয়াই প্রচুর পরিমাণে চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় আহার করিলেন। আহারের পর সভায় ফিরিয়া আসিয়া তাহারা দেখিল, বিনোদ বিবাহ করিতে উঠিয়া গিয়াছে। তখন তাহারা বিবাহ দেখিতে চাহিল। কন্যাপক্ষীয়গণ বলিলেন, অন্দর-মহলে বিবাহ হইতেছে, সেখানে সকলে কি করিয়া যাইবেন? এই সূত্র একটু গোলযোগেরও সূচনা হইতেছিল। সুরেশ ও বীরেনের পূর্ব্বপরিচিত ভদ্রলোকের (ইনি কন্যার মাতুল হন) মধ্যস্থতায় একটা মীমাংসা হইল। তিনি বলিলেন, "স্ত্রী-আচার হইয়া যাক্। আমি আপনাদের দেখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আপনারা বিবাহ দেখিবেন বই কি? আমরা যখন ছেলেবেলায় বরযাত্র যাইতাম, বিবাহ না দেখিতে পাইলে হুলস্থুল কাণ্ড বাধাইয়া দিতাম।" যুবকেরা সকলে মাতুলের ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সেই হইতে তিনি Universal* মামা হইয়া গেলেন।

বিবাহ হইয়া যাইবার পর অধিক রাত্রে যুবকেরা শুইতে গেল। একটা প্রকাণ্ড 'হল' (Hall) ঘরে ঢালাও বিছানা হইয়াছিল। কিছুক্ষণ কোলাহলের পর নিদ্রার চেষ্টায় সকলে যখন নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে সময় বীরেন ডাকিল, "ডাক্তার মণ্ডল, ঘুমালেন না কি?"

ডাক্তার মণ্ডল বাস্তবিকই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার

---

* সর্ব্বসাধারণের।

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। তখন বীরেন, ডাক্তার মণ্ডলকে ঠেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার মণ্ডল, আপনার বেশ ঘুম হচ্ছে ত ?"

ডাক্তার মণ্ডলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ, এত রাত্রি হোল, এখন আবার জ্বালাতন কর্‌ছ কেন ?"

বীরেন গম্ভীরভাবে বলিল, "আপনার পাছে ঘুমাবার কোন অসুবিধা হয়, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম।"

ডাক্তার মণ্ডল বলিলেন, তাঁহার কোন অসুবিধা হইতেছে না। এই বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে বীরেন তাঁহাকে জাগাইয়া পুনরায় বলিল, "দেখুন, লেপ নাই ব'লে আপনার নিশ্চয় অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের র‍্যাপার (Wrapper) গুলি পেতে দিই, আপনি আরাম পাবেন।" ডাক্তার মণ্ডল প্রথমে বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কতকটা বীরেনের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কতকটা আরাম করিয়া শুইবার প্রলোভনে সম্মত হইলেন। অনেকগুলি র‍্যাপারের উপর শুইয়া দিব্য আরামে তিনি সবেমাত্র ঘুমাইয়াছেন, এমন সময়ে বীরেন কোথা হইতে এক পাশ-বালিশ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পুনরায় তাঁহাকে তুলিল। ডাক্তার মণ্ডলের অধ্যবসায় অসাধারণ। তিনি বীরেনের উপর বিরক্ত হইলেন বটে, কিন্তু পাশ-বালিশের উপর পা রাখিয়া দেখিলেন, বেশ আরাম হইতেছে এবং ক্ষণকালমধ্যে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। বীরেন দেখিল, এ ঠিক্ হইতেছে না। সে সটান মামাবাবুর নিকট গিয়া

একটা বড় রকমের পাখা চাহিয়া আনিল এবং সেই মাঘ-মাসের শীতের রাত্রে হঠাৎ এরূপ প্রবলভাবে ডাক্তার মণ্ডলকে বীজন করিতে আরম্ভ করিল যে, ডাক্তার মণ্ডলের নাসিকা-ধ্বনি সহসা থামিয়া গেল এবং তিনি শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলেন। এইরূপ উপর্য্যুপরি অতিরিক্ত তত্ত্বাবধান করিয়া বীরেন যখন ডাক্তার মণ্ডলকে কিছুতেই ঘুমাইতে দিল না, তখন ডাক্তার মণ্ডল নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "বীরেন, তুমি কি আমাকে কিছুতেই ঘুমাতে দিবে না?" বীরেন বলিল, "এই যাঃ! আপনি ঠিক্ ধরে ফেলেচেন। কি প্রখর বুদ্ধি! দেখুন ডাক্তার মণ্ডল, ঘুমান ত রোজই হয়। আজ বিনোদের বিয়ে, আজও যদি ঘুমান, তা হোলে আজকার দিনের একটা বিশেষত্ব থাকে না। আর দেখুন, বিনোদ বেচারা এখন বাসর-ঘরে। শালী, শালাজ প্রভৃতি মিলে বেচারাকে নিশ্চয় ঘুমাতে দিচ্ছে না। এ সময় আমরা এখানে অকাতরে ঘুমালে হৃদয়-হীনতার পরিচয় দেওয়া হয় না কি? তার চেয়ে আসুন—আপনি কয়েকটা বাসর-ঘরের গান এবং বাছা বাছা নৃত্য করুন। আমরা সকলে মিলে আশীর্ব্বাদ করব, বছর ঘুরতে না ঘুরতে আপনার বিয়ে হবে।" অগত্যা আলো উজ্জ্বল করিয়া দেওয়া হইল, ডাক্তার মণ্ডল সময়োপযোগী নৃত্য-গীত আরম্ভ করিলেন। যে দুই একজন দুঃসাহসী যুবক এরূপ অবস্থাতেও নিদ্রার দুরাশায় শয়ন করিয়াছিল, ডাক্তার মণ্ডল নৃত্যের উৎসাহে দৈবাৎ পদস্খলন করিয়া ঠিক তাহাদের উপর বার বার পড়িয়া যাইতে ছিলেন। সুতরাং ঘুম কাহারও হইল না।

প্রত্যুষে যুবকেরা ষ্টেশন চলিল। তখন সবেমাত্র ফর্সা হইয়াছে; নগরবাসীগণ কেহ উঠে নাই। ঊষার শীতল বাতাসে যুবকদের জাগরণক্লিষ্ট মস্তক শীতল হইল। তাহারা ট্রেনে উঠিয়া শীত-প্রভাতের সূর্য্যালোকপ্রবোধিত গ্রামগুলি দেখিতে দেখিতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

নবম পরিচ্ছেদ

আজ সুরেশ প্রথম ইলিয়ট্ শীল্ড্ (Elliot Shield) এর ম্যাচ্ খেলিবে। ইহা তাহার জীবনের এক উচ্চ আশা ছিল। যাহারা ম্যাচ্ খেলিত, তাহাদিগকে সুরেশ এক উচ্চ শ্রেণীর জীব বলিয়া কল্পনা করিত। সে নিজেও একদিন এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইবে, ইহাই যেন তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই ম্যাচ্ খেলিতে পাওয়া সে এত উচ্চ-সম্মান বলিয়া বিবেচনা করিত যে, সে যে একদিন সত্য সত্যই এই সম্মানের অধিকারী হইবে, ইহা কল্পনা করা তাহার পক্ষে অতিশয় কঠিন ছিল। কলেজশুদ্ধ ছেলে মাঠের ধারে দাঁড়াইয়া তাহার খেলা দেখিবে, হাততালি দিয়া মুহুর্মুহু Well played, well done প্রভৃতি চীৎকার করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিবে, তাহার পর খেলা হইলে সে যখন ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে বরফ-লেমনেড্ খাইবে, তখন তাহার চারিদিকে বন্ধুরা দাঁড়াইয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিবে, তাহার খেলার প্রশংসা করিবে—সুরেশ কতবার মনে মনে এই

সব কল্পনা করিত এবং ভাবিত, সত্যই কি ইহা সম্ভব হইবে? আজ তাহার এই সকল কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইতে চলিল। তাহার শরীর স্বভাবতঃই বলিষ্ঠ ছিল। ক্ষিপ্রভাবে অঙ্গ সঞ্চালনেও সে তৎপর ছিল। সুতরাং কিছুদিন প্রাণপণ চেষ্টা করিবার ফলে তাহার খেলা এতদূর উন্নতি লাভ করিল যে, সে সহজেই একজন উৎকৃষ্ট খেলোয়াড় বলিয়া বিবেচিত হইল।

সুতরাং একদিন অপরাহ্ণে হাফ্ প্যাণ্ট (Half pant) এবং অর্দ্ধেক সাদা অর্দ্ধেক নীল রংয়ের ফ্ল্যানেলের জামা গায়ে দিয়া সুরেশচন্দ্র সেইরূপ পোষাক-পরিহিত অন্য সব খেলোয়াড়ের সহিত গড়ের মাঠে তাহাদের Play groundএ (খেলিবার স্থানে) অবতীর্ণ হইল। বীরেন সর্ব্বাগ্রে ছিল। তাহার হাতে একটী ফুট্‌বল ছিল। সে মাঠে নামিয়াই সশব্দে ফুট্‌বলটি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিল। চারিদিকে তাহাদের কলেজের ছেলেরা হাততালি দিয়া হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল। ক্ষণকালমধ্যে বিপক্ষের খেলোয়াড়গণ সেইরূপ কলরবের মধ্যে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইল। খেলোয়াড়গণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইল। বাঁশী মুখে করিয়া রেফ্‌রি * মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। সুরেশ Left wingএ খেলিতেছিল। উত্তেজনায় তাহার বক্ষ সশব্দে প্রবলভাবে স্পন্দিত হইতেছিল। অবশেষে রেফ্‌রি বংশীধ্বনি করিলেন। তাহাদের পক্ষের খেলোয়াড় বল লইয়া সম্মুখে ছুটিয়া চলিল।

---

* মধ্যস্থ। ইনি খেলা পরিচালন করেন এবং কোন্ পক্ষের জয় হইল তাহা মীমাংসা করিয়া দেন।

বল লইয়া কখনও সুরেশদের দল, কখনও বিপক্ষে অগ্রসর হইতেছিল। কোনও খেলোয়াড় বহুসংখ্যক বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ফাঁকি দিয়া বল লইয়া ছুটিয়া চলিল, কেহ বা সবেগে বলটি Kick করিল, প্রবল শব্দে বায়ু কাঁপিয়া উঠিল, বল ঊর্দ্ধে উঠিয়া বহুদূরে অবতীর্ণ হইল। যে পক্ষের ছেলেরা ভাল খেলিতেছিল, তাহাদের কলেজের ছেলেরা মাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া উৎসাহসূচক হর্ষধ্বনি করিতেছিল এবং হাততালি দিতেছিল। প্রথম দুইবার সুরেশ যখন বল পাইয়াছিল, অতিরিক্ত আগ্রহবশতঃ তাহার খেলা নষ্ট হইয়া গেল। ইহাতে সে নিরতিশয় লজ্জিত হইল এবং তাহার জিদ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। সে জানে, সে ইহার চেয়ে অনেক ভাল খেলিতে পারে। ম্যাচ্ খেলিতে নামিয়া তাহার ভাল খেলা দেখাইতে পারিতেছে না কেন? ইহার পর সুরেশ যেবার বল পাইল, সেবার তাহার খেলা বেশ সুন্দর হইল, তাহার কলেজের ছেলেরা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। সুরেশ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। আকাশে অনেকক্ষণ হইতে মেঘ করিয়াছিল। এইবার ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কিন্তু খেলোয়াড়দের উৎসাহ কিছুমাত্র কমিল না। মাঠের উপর কাদা হইল। জোরে দৌড়ান কঠিন হইল। দুই একজন খেলোয়াড় পড়িয়া গিয়া সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দমাক্ত হইয়া শোভা পাইল।

হাফ্ টাইম্ * হইয়া গিয়াছে। সুরেশদের পক্ষ একটা 'গোল'

---

* Half time—খেলিবার অর্দ্ধেক পরিমাণ সময়।

হারিয়াছে। 'গোল' শোধ দিবার জন্য তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। আর বেশী সময় নাই। সুরেশ একবার বল পাইল। একজন, দুইজন, তিনজন বিপক্ষ খেলোয়াড়কে পশ্চাতে ফেলিয়া সুরেশ অগ্রসর হইল। Goalkeeper ব্যতীত আর কেহ সুরেশের সম্মুখে নাই। তাহার কলেজের ছেলেরা বারবার হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল এবং আবেগে অধীর হইয়া ছুটিতে লাগিল। Well played, well done, Suresh প্রভৃতি শব্দে মাঠের বায়ু ভরিয়া উঠিল। ভয়ানক কাদা, পা পিছলাইয়া যাইতেছে, সুরেশ ভাল ছুটিতে পারিতেছে না। আর একটু আগাইয়া গিয়া সুরেশ Shoot * করিবে, কারণ বল ভিজিয়া ভারি হইয়াছে, এতদূর হইতে তেমন জোরে Shoot করিতে পারা যাইবে না। পশ্চাৎ হইতে বিপক্ষের খেলোয়াড় প্রাণপণে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহাদের পায়ের শব্দ এবং প্রবল নিশ্বাস সুরেশ শুনিতে পাইতেছিল। Take care, man behind † প্রভৃতি চীৎকার করিয়া তাহার কলেজের ছেলেরা তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতেছিল। এইবার সুরেশ Shoot করিবে। এমন সময় পশ্চাৎ দিক হইতে প্রবল ধাক্কা পাইল। কাদার উপর সুরেশের পা পিছলাইয়া গেল। সে মাটির উপর পড়িল, বিপক্ষ খেলোয়াড়ও তাহার উপরেই পড়িল। Foul, foul বলিয়া সুরেশের স্বপক্ষের খেলোয়াড় এবং তাহাদের

---

* 'গোল' অভিমুখে বল প্রেরণ।

† সাবধান হও, পশ্চাতে লোক।

কলেজের ছেলেরা চীৎকার করিয়া উঠিল। রেফ্‌রি (Referee) বাঁশী বাজাইলেন। খেলা থামিয়া গেল। বিপক্ষের যে খেলোয়াড় সুরেশের উপর পড়িয়াছিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সুরেশ উঠিল না। সকলে গিয়া সুরেশকে ধরিয়া তুলিল। তাহার মাথায় আঘাত লাগায় অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে ধরিয়া মাঠের বাহিরে আনা হইল। কিছুক্ষণ বরফ দিবার পর তাহার জ্ঞান হইল। খেলা চলিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

মিঃ কনক সেন

হোষ্টেলের নূতন দালানের তেতালায় উঠিয়া বামদিকে দুই ধারে One seated room গুলির মধ্য দিয়া যে সঙ্কীর্ণ পথ আছে, সেই পথ দিয়া কিছুদূর যাইলে বামদিকে একটী দরজার উপর একখণ্ড কাগজে ইংরাজিতে লেখা দেখা যাইত, "মিষ্টার কনক সেন"। বলা বাহুল্য, এই ঘরের মধ্যেই মিষ্টার কনক সেন বাস করিতেন। ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে যাইলে দেখা যাইত, ঘরটি সুচারুরূপে সজ্জিত। জানালার উপর পর্দ্দা, একটা বড় আয়না, সোফা, টেবিলের উপর Cigaretee case, চুরুটের ছাই, ফেলিবার পাত্র। মিঃ কনক সেন অত্যন্ত সাহেব ছিলেন। দেশী কথা, দেশী পোষাক এবং দেশী খাদ্যকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি কখনও ধুতি পরিতেন না। কলেজ যাইবার এবং বেড়াইতে

যাইবার সময় তিনি সর্ব্বদা সাহেবী পোষাক পরিতেন। হোষ্টেলে থাকিবার সময় ইজের বা কখনও লুঙ্গি পরিতেন। হোষ্টেলের নাপিতের চুল ছাঁটাতে তিনি কখনও সন্তুষ্ট হইতেন না, তিনি বরাবর বৌবাজারে Hair cutting salloon * হইতে চুল কাটাইয়া আসিতেন। হোষ্টেলের ডাল ভাত অবশ্য তাঁহাকে খাইতে হইত। কিন্তু তিনি সকলের সঙ্গে খাইবার ঘরে গিয়া মেঝের উপর বসিয়া ভাত খাইতে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। মাসের মধ্যে ১৫।২০ দিন তাঁহার ভাত ঘরে আসিত, ইহার জন্য তিনি হোষ্টেলের ঠাকুরকে কিছু বখ্‌শিশ দিতেন। একজন চাচা কেক্, বিস্কুট্, পাঁউরুটি প্রভৃতি ফিরি করিতে আসিত, মিঃ কনক সেন তাহাকে খুব Patronize † করিতেন। তাঁহাকে কনক বা কনকবাবু বলিয়া ডাকিবে ইহা তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন। তাঁহাকে মিষ্টার সেন বা অন্ততঃ শুধু সেন বলিয়া ডাকিবে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। হোষ্টেলের চাকরেরা তাঁহাকে সেন-সাহেব না বলিলে তিনি তাহাদিগকে অত্যন্ত ভৎ‍র্সনা করিতেন। এমন কি, একবার একজন চাকর এজন্য তাঁহার নিকট প্রহার খাইয়াছিল।

মিঃ কনক সেন অর্থ-নীতি শাস্ত্রে অনার্স্ পড়িতেন। ঐ শাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত জ্ঞানের

---

* সাহেবী চুল কাটিবার দোকান।

† পৃষ্ঠপোষকতা করা।

অভাবে সাধারণ লোক নানা বিষয়ে ভ্রান্ত মত পোষণ করে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাইবে। . দরিদ্র নিরন্নকে দান করা পুণ্য-কর্ম্ম বলিয়া সাধারণ লোকের বিশ্বাস আছে কিন্তু মিঃ সেন বলিতেন, যদি পাপপুণ্য বলিয়া কিছু থাকে, (তিনি অবশ্য এ সকল অন্ধ কুসংস্কার মানিতেন না) তাহা হইলে দরিদ্রকে দান করিলে পাপই হইবে, পুণ্য হইবে না। কারণ, দরিদ্রকে দান করিলে কুঁড়েমি, বদ্‌মাইসি প্রভৃতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অন্ধ যদিও চোখে দেখিতে পায় না, তথাপি এমন অনেক কাজ আছে, যাহা চোখে না দেখিয়াও করা যায়, অন্ধ সেই সব কাজ করুক। খঞ্জের উপযুক্ত কাজও আছে, খঞ্জের ভিক্ষা না করিয়া সেই সব কাজ করা উচিত। যদি কেহ বলিত, কে তাহাদিগকে ঐ সব কাজ শিখাইবে, তাহা হইলে তিনি বলিতেন, "উহাদের যদি ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহারা শিখিতে পারিত। Political Economyর Law অনুসারে কোন জিনিষের demand হইলেই তাহার supply আসিয়া পড়ে। আমাদের দেশের অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতির যদি বাস্তবিক আত্ম-নির্ভরোপযোগী শিল্প প্রভৃতি শিখিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে সেইরূপ বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইত।" মিঃ সেন যখন তখন বলিতেন, ভারতবর্ষের অধঃপতনের দুই কারণ—ব্রাহ্মণদের অত্যাচার এবং Indiscriminate charity (অর্থাৎ নির্ব্বিচারে যাকে তাকে দান করা)। মিঃ সেন বলিতেন, প্রচলিত আর এক ভুল মত এই যে, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিলে দেশের উপকার হয়। তাঁহার মত ছিল, সুলভ ও

পছন্দসই দ্রব্য যেখানেই প্রস্তুত হইবে, তাহাই ব্যবহার করা উচিত। তিনি বলিতেন,—বিদেশী বস্ত্র আমদানি হইতে দিব না, দেশের চাল ধান বিদেশে যাইতে দিব না, এ সকল সঙ্কীর্ণ ভাবের দিন আজকাল আর নাই। আজকাল উদার বিশ্বজনীন ভাব আসিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী আমাদের দেশ, পৃথিবীর সকল দেশের লোক আমাদের ভাই। Free trade * না হইলে কোন দেশ ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন স্বদেশী আন্দোলন প্রবলভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, হোষ্টেলের অধিকাংশ ছাত্রই ঘোরতর স্বদেশী, কেহ বিলাতী জিনিষ কিনিয়াছে শুনিলে তাহারা ভয়ানক হাঙ্গামা বাধাইত, কেহ কেহ বিলাতী জিনিষগুলি কাড়িয়া লইয়া পুড়াইয়া ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিত। মিঃ সেন এই সব দেখিয়া বলিতেন, Barbarous. † প্রথম প্রথম তিনিও বিলাতী জিনিষ কিনিবার দরুণ এই সকল অসভ্য অজ্ঞ ছাত্রদের হাতে বহু নিগ্রহ সহিয়া ছিলেন। এজন্য পরিশেষে তিনি লুকাইয়া বিলাতী জিনিষ ক্রয় করিতেন, কারণ তিনি তাঁহার Principle sacrifice ‡ করিয়া পছন্দসই সৌখীন বিলাতী জিনিষ ছাড়িয়া Coarse § দেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে পারিতেন না।

---

* বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধে বাণিজ্যস্থাপন।

† অসভ্য।

‡ মূল নীতি পরিত্যাগ করিয়া।

§ মোটা।

যাঁহারা স্বদেশীর প্রচার করিতেছিলেন, তাঁহারা যে অর্থ-নীতি-শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহা তিনি বেশ বুঝাইয়া দিতেন। স্বদেশী প্রচারকেরা বলিতেন, যে সকল দ্রব্য বিদেশে প্রস্তুত হয়, দেশে প্রস্তুত হয় না, সম্ভব পক্ষে ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার না করাই উচিত। এই ভাবে চলিলে আমাদের অভাব অনেক কমাইতে হয়। কিন্তু অর্থনীতি-শাস্ত্রের একটী মূল তত্ত্ব এই যে, যে জাতি যত বেশী সভ্য, তাহাদের তত বেশী রকমের অভাব। মানুষ যখন অসভ্য থাকে, তখন তাহার অভাব শুধু খাদ্য। যত বেশী সভ্য হয়, তত তাহার আশ্রয়, বস্ত্র, পোষাক পরিচ্ছদ, সাবান, পুস্তক, নাট্যশালা প্রভৃতির অভাব বোধ হয়। অতএব অভাব কমানর অর্থ অসভ্যতার দিকে ফিরিয়া যাওয়া। মিঃ সেন অবশ্য এই মূর্খ নীতি অনুসরণ করিতেন না। তিনি তাঁহার অভাব যতদূর সম্ভব বাড়াইয়া চলিতেন। দামী পোষাক পরা, বিলাতী চুরুট খাওয়া, এসেন্স্, সাবান, পমেটম্ প্রভৃতি ব্যবহার করা এবং সর্ব্ববিধ উপায়ে সৌখীনভাবে জীবন যাপন করা তিনি জাতীয় উন্নতির সহায়ক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। শুধু অভাব বাড়াইলেই হইল, সে অভাব বাড়াইয়া চরিত্র উন্নত ও সবল হয়, না অবনত ও দুর্ব্বল হয়, তাহা তিনি দেখিতেন না। মিঃ সেন একদিন জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন। পণ্ডিতটি বলিলেন, ভারতবর্ষের জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ এই যে, ভারতবাসীরা গোমাংস ব্যবহার করে না। যে সকল জাতি আজকাল স্বাধীন ও শক্তিশালী, তাহারা সকলেই গোমাংস ব্যবহার করে। গোমাংসের ন্যায় সুলভ

অথচ পুষ্টিকর মাংস নাই। গোজাতির উন্নতির জন্যও গোমাংস ব্যবহার করা উচিত। কারণ, দেখা গিয়াছে, যে সকল জাতি গোমাংস ব্যবহার করে, তাহারা গোজাতির সমধিক যত্ন করে, এজন্য গোজাতিরও উন্নতি হয়। এই বক্তৃতা শুনিয়া কিছুদিন মিঃ সেনের মনে গভীর আন্দোলন হইয়াছিল। যে সকল অন্ধ কুসংস্কার ভারতবর্ষকে জাতীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছে না, ইংরাজি হোষ্টেলে গিয়া তাহাদের মধ্যে একটী প্রধান কুসংস্কারের উচ্ছেদ করিবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে বদ্ধ-পরিকর হইয়া উঠিতেন। পাশ্চাত্য-শিক্ষায় তাঁহার হৃদয় আলোকিত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল কুসংস্কার উচ্ছেদ করা-সম্বন্ধে তাঁহার একটা মহৎ দায়িত্ব ছিল বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

মিষ্টার কনক সেন বা সেন-সাহেবের অত্যন্ত পীড়া হইয়াছিল। তিনি আজ প্রায় ২০ দিন শয্যাগত। পেটে এমন একটা ব্যথা হয় যে, রাত্রে প্রায় ঘুমাইতে পারেন না। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার ফলে তাঁহার এই পীড়া হইয়াছে। হোষ্টেলের ছেলেরা রাত্রি জাগিয়া তাঁহার সেবা করে। তাঁহার বাড়ীতেও সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

একদিন বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া সুরেশ ও বীরেন কনকের ঘরে গিয়া দেখিল, একজন প্রবীণ পল্লীগ্রামবাসী ভদ্রলোক কনকের বিছানার উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে একটী ময়লা ধুতি, গায়ে একটী লংক্লথের পিরাণ এবং পায়ে এক-জোড়া ক্যাম্বিসের জুতা। সুরেশ ও বীরেন বসিবার পর ভদ্র-

লোকটি বীরেনকে বলিলেন, "ডাক্তারবাবু দু'পরে এসে ওষুধ লিখে দিয়েছেন। দুইটার সময় আমি এক দাগ ওষুধ দিয়েছি। দেখুন ত আবার কখন ওষুধ দিতে হবে।"

বীরেন বলিল, "তিন ঘণ্টা ছাড়া ওষুধ দিতে হবে লেখা আছে। এখন ওষুধ দিবার সময় হয়েছে। কিন্তু আগে একবার গায়ের তাপ দেখ্‌তে হবে। জ্বর ছেড়ে গেলে আর ওষুধ দিতে হবে না।"

এই বলিয়া বীরেন থার্ম্মমিটার নামাইয়া কনকের জ্বর দেখিতে দিল। এই ভদ্রলোকটি কনকের কেহ হন কিনা জানিবার জন্য সুরেশের কৌতূহল হইয়াছিল। ভদ্রলোকটি ইংরাজি জানেন না দেখিয়া সুরেশ কনককে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিল, "Who is this gentleman ?" *

কনক সংক্ষেপে উত্তর করিল, "Comes from the same village." †

থার্ম্মমিটার দেখা হইলে বীরেন কনককে আর এক দাগ ঔষধ দিল। অতঃপর অল্পক্ষণ পরে তাহারা উভয়ে উঠিয়া আসিতেছিল, অপরিচিত ভদ্রলোকটিও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ডাক্তারের কথা আমি ত ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। আপনারা ত অনেকদিন থেকে দেখ্‌ছেন। ডাক্তারেরা কিরূপ বলেন, আমাকে বলুন।"

---

* "এই ভদ্রলোকটি কে ?"

† "এক গ্রামের লোক।"

বীরেন বলিল, "এখন আর বিশেষ ভয় নাই। পেটের ভিতর এক জায়গা ফুলেছিল, সেই জন্যই জ্বর। এক সময় ডাক্তারেরা খুব ভয় পেয়েছিলেন, ভেবেছিলেন, পেটের ভিতর অস্ত্র কর্‌তে হবে। এখন পেটের ভিতর ফোলা কমে যাচ্চে। আর অস্ত্র কর্‌তে হবে না। ঔষধ খেতে খেতেই শীঘ্র সেরে যাবে।"

ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, "কনক নিজে কেমন বোধ কর্‌ছে? আমাকে সে সব কথা তেমন ভাল ক'রে বল্‌ল না। (সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া) আপনাকে ইংরাজীতে কি বল্‌ল?"

সুরেশ বলিল, "কনকেরও পেটের ব্যথা আগের চেয়ে অনেক কমেছে। আগে ঘুমাতে পার্‌ত না। আজকাল বেশ ঘুমায়। তবে আজ এখন সে সম্বন্ধে কোন কথা হয় নাই; আমি আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, সে বল্‌ল আপনি তাহার গ্রামের লোক।"

এই কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি রাগে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিলেন, "কি, হতভাগার এতদূর অধঃপাত হয়েছে, আমাকে পিতা ব'লে পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করে? ছিঃ ছিঃ! ওরে কুলাঙ্গার, তোকে লেখাপড়া শিখিয়ে এই ফল হোল। তুই শেষে এক বিলাতী বাঁদর হইলি! আমি পাড়াগেঁয়ে লোক বলে আমাকে বাপ বলে স্বীকার কর্‌তেও লজ্জা বোধ করিস্? এই জন্যই আমি রোদ বৃষ্টিতে মাঠে মাঠে ঘুরে প্রাণপাত ক'রে তোকে মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্চি। আমি আজই দেশে ফিরে যাব। তোর সঙ্গে সম্বন্ধ আমার এই পর্য্যন্ত। তোকে আমি ত্যাজ্য-পুত্র কর্‌ব। দেখি কোন বাপ তোর এই সাহেবী-ঠাট্ বজায় রাখে।"

ভদ্রলোকটির এই উচ্ছ্বাস দেখিয়া সুরেশ ও বীরেন স্তম্ভিত হইল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, ভদ্রলোকটি কনকের কোনও আত্মীয় হইবেন, কনক সে আত্মীয়তা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু নিজের পিতাকে অস্বীকার করিবে, ইহা তাহারা কল্পনা করিতে পারে নাই। সুরেশের কথাতে ভদ্রলোকটি ইহা জানিতে পারিয়াছেন বলিয়া সুরেশ বড়ই অনুতপ্ত হইল। সুরেশ ও বীরেন অনেক অনুনয় করিয়া ভদ্রলোককে ঠাণ্ডা করিল। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে কনকের ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কিছুদিন হইতে সুরেশ থিয়েটার যাইবে ভাবিতেছিল। আজ যাইবে স্থির করিয়াছে। বীরেন ও বিনোদও যাইবে। বীরেন ও বিনোদ কলিকাতার থিয়েটার পূর্ব্বে দেখিয়াছিল, কিন্তু সুরেশ এই প্রথম দেখিবে। তাহাদের ভাত ঘরে পাঠাইতে বলিয়া তাহারা সন্ধ্যাবেলায় হোষ্টেল হইতে বাহির হইল। সেদিন মিনার্ভা থিয়েটারে রাণাপ্রতাপ অভিনয় হইবে। থিয়েটারে ভয়ানক ভীড়। তাহারা শীঘ্র গিয়াছিল বলিয়া ভাল জায়গা পাইল। নচেৎ থিয়েটার শোনা কঠিন হইত।

কিছুক্ষণ কনসার্ট্ বাজিবার পর ড্রপ্ সীন্ (যবনিকা) উত্তোলিত হইল। থিয়েটারের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সুরেশ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া রহিল। বীরেন ও বিনোদ মাঝে মাঝে অভিনয়ের

প্রশংসা করিতেছিল, কিন্তু সুরেশ কোন কথা বলিল না, তাহার মনে যে ভাব হইতেছিল, বাক্য দ্বারা তাহা সে প্রকাশ করিতে পারিল না। উজ্জ্বল আলোক, বিচিত্র বহুমূল্য বেশভূষা, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সুশিক্ষিত পটুত্ব, গীত ও বাদ্যধ্বনি—সব মিলিয়া সুরেশের মনে এক অপূর্ব্ব রাজ্যের সৃষ্টি করিল। নাটকের ভাব সহজেই উদ্দীপনাপূর্ণ; তাহার উপর দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্ছ্বসিত ভাষা। ইরার সূর্য্যাস্ত দর্শন, ইরার মৃত্যুশয্যা, দৌলৎ-উন্নেসার উপেক্ষিত প্রেম, মেহের উন্নেসার স্বার্থ বিসর্জ্জন—সুরেশের মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল। হাস্য, করুণ, মধুর রসের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সুরেশের মন সম্পূর্ণ মুগ্ধ হইয়া গেল। নাটকটি সে পূর্ব্বে কখনও পড়ে নাই। এজন্য আখ্যানভাগের নূতনত্ব তাহার নিকট সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল। বাঙ্গলা ভাষায় যে এত সুন্দর নাটক আছে, তাহার ধারণা ছিল না।

অভিনয় সমাপ্ত হইল। নিদ্রাচ্ছন্ন কলিকাতা-নগরীর নিস্তব্ধ রাজপথ দিয়া তাহারা হোষ্টেলে ফিরিল। যে পথ সর্ব্বদা গাড়ী ঘোড়া ট্রামের শব্দে মুখরিত এবং অসংখ্য লোকজনে পরিপূর্ণ থাকে, তাহার বিজন নীরবতা তাহাদের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বোধ হইল।

বীরেন সুরেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে সুরেশ, তুমি যে কথা কও না? কেমন দেখ্‌লে বল।"

সুরেশ বলিল, "থিয়েটার দেখ্‌তে খুব ভাল লাগ্‌বে আশা কর্‌তাম। কিন্তু এত ভাল লাগ্‌বে তাহা ভাবি নাই।"

বিনোদ কহিল, "Actressদের * দেখিয়া সুরেশ মোহিত হয়ে গেছে।"

সুরেশ বলিল, "তা'ত হয়েছি-ই। কিন্তু শুধু Actress নহে। Actor, Actress, Scene, † গান, কনসার্ট্‌ এবং সর্ব্বাপেক্ষা এই উৎকৃষ্ট নাটকটির আখ্যানবস্তু এবং রচনা-নৈপুণ্যে আমি আকৃষ্ট হইয়াছি। তোমাদের কি ভাল লাগে নাই ?"

বীরেন বলিল, "রাণাপ্রতাপ আমার চার বার দেখা হোল। প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও অভিনয় দেখ্‌তে ভাল লাগে।"

সুরেশ বলিল, "রাণাপ্রতাপের মত ভাল নাটক আর আছে ?"

বীরেন বলিল, "ডি, এল্‌, রায়ের দুর্গাদাস, সাজাহানও খুব ভাল। তা' ছাড়া পদ্মিনী, রিজিয়া, প্রফুল্ল প্রভৃতিরও খুব নাম আছে। বঙ্কিমবাবুর অনেকগুলি উপন্যাস বেশ সুন্দর dramatize করা হয়েছে। ষ্টারে 'চন্দ্রশেখর' একেবারে A one ‡।"

সুরেশ বলিল, "এবারে যেদিন চন্দ্রশেখর হইবে, দেখিতে যাওয়া যাইবে। কেমন ?"

বীরেন ও বিনোদ সম্মত হইল।

হোষ্টেলের দরজা বন্ধ হইয়াছিল। অনেক ডাকাডাকির পর

---

* নটী।

† নট, নটী, দৃশ্য।

‡ প্রথম শ্রেণীর প্রথম।

দারোয়ান উঠিয়া দরজার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র প্রবেশ-পথের অর্গল মোচন করিয়া দিল। ঘরে ভাত ঢাকা ছিল। ভাতগুলি শুকাইয়া গিয়াছিল। তরকারী অতিশয় শীতল হইয়া গিয়াছিল। তাহাই কিছু পরিমাণে উদরস্থ করিয়া সুরেশ শয্যাগ্রহণ করিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় তাহার ঘরের একটী ছেলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার মুখে সুরেশ যে কথা শুনিল, তাহাতে সুরেশের বক্ষের রক্ত শীতল হইয়া গেল। সেই ছেলেটি বলিল যে, সুরেশরা থিয়েটার দেখিতে যাইবার একটু পরেই সুরেশের বাবা আসিয়াছিলেন। হোষ্টেলের চাকরের নিকট তিনি শুনিয়াছেন যে, সুরেশ থিয়েটার দেখিতে গিয়াছে। তিনি হোষ্টেল হইতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু হোষ্টেলের অধ্যক্ষ (Superintendent) তাঁহার আসিবার কথা শুনিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া যত্নপূর্ব্বক আহারাদি করাইয়াছেন এবং আফিস-ঘরেই তাঁহার শয্যা করিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া সুরেশের নিদ্রা হইল না। কলিকাতা আসিবার সময় তাহার পিতা বলিয়া দিয়াছিলেন, বি, এ পাশ করিবার পূর্ব্বে সে যেন থিয়েটার দেখিতে না যায়। এতদিন সুরেশ এজন্যই থিয়েটার দেখে নাই। আর এতদিন পরে আজ যেদিন প্রথম পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া থিয়েটার দেখিতে গিয়াছে, ঠিক সেই দিনই তাহার পিতা পূর্ব্বে খবর না দিয়া হঠাৎ কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত। তাহার পিতা নিশ্চয়ই মনে করিয়াছেন, সুরেশ প্রায়ই থিয়েটার দেখিতে যায়। সুরেশ কি করিয়া তাঁহাকে বুঝাইবে, সে এই প্রথম থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল। সে মনে

মনে প্রতিজ্ঞা করিল, বি, এ পাশ করিবার পূর্ব্বে সে আর কখনও থিয়েটার দেখিতে যাইবে না। কিন্তু তাহার এ সংকল্পে কি ফল হইবে? সুরেশের মনে যে গভীর অনুতাপ হইয়াছে, তাহা তাহার পিতা কিছুই জানিতে পারিবেন না। বিনিদ্র রজনী কোনরূপে কাটাইয়া সুরেশ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিয়া পিতার নিকট গেল। তিনি ইতিপূর্ব্বেই উঠিয়াছিলেন। সুরেশ অত্যন্ত সঙ্কুচিত-ভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তাহার পিতা গম্ভীর-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল কত রাত্রে ফির্‌লে?"

তাহাদের ফিরিতে দেড়টা বাজিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সুরেশের তাহা বলিতে সাহস কুলাইল না। সে ধীরে ধীরে বলিল, "প্রায় বারটা বাজিয়াছিল।"

পিতা পুনরায় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এই ভাবে শরীর নষ্ট করা হচ্ছে?"

সুরেশ লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

ক্ষণকাল পরে তাহার পিতা কহিলেন, "চল, তোমার ঘরে যাওয়া যাক্।"

সুরেশ পিতার সহিত তাহার ঘরে আসিল। আসিতে আসিতেই তিনি সহজভাবে সুরেশের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ডায়মণ্ডহারবারে তাঁহার এক বন্ধুর কঠিন পীড়া হইয়াছে। টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি দেখিতে যাইতেছেন। ডায়মণ্ড-হারবারের ট্রেণ কখন ছাড়িবে, তিনি জানেন না। সুরেশ জানিত প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডলের বাটী ডায়মণ্ডহারবারে। সে প্রাণকৃষ্ণর নিকট

ট্রেণের সময় জানিতে গেল। গিয়া শুনিল, প্রাণকৃষ্ণ সেদিন ১১টার ট্রেণে ডায়মণ্ডহারবার যাইবে। প্রাণকৃষ্ণ আসিয়া সুরেশের পিতার সহিত দেখা করিল। ঠিক হইল, সুরেশের পিতা ও প্রাণকৃষ্ণ একসঙ্গেই ডায়মণ্ডহারবার যাইবেন। সুরেশের পিতার বন্ধুকে প্রাণকৃষ্ণ খুবই চেনে। এক রকম প্রতিবেশী।

যথাসময়ে সুরেশের পিতা, সুরেশ ও প্রাণকৃষ্ণ গাড়ী করিয়া বেলেঘাটা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। ট্রেণ ছাড়িবার সময় সুরেশ ভাল করিয়া পিতার দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনি এখনও বেশী বিরক্ত আছেন কি না। না, তাঁহার মুখে বিরক্তির কোন চিহ্নই দেখা গেল না। শুধু পীড়িত বন্ধুর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ পাইতেছে।

ব্যাপারটা যে এত সহজে কাটিয়া যাইবে, সুরেশ তাহা মনে করে নাই। সুতরাং তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিবার জন্য তাহাকে বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই; এবং বলিতে লজ্জা করে, বি, এ পাশ করিবার পূর্ব্বে ইহাই সুরেশের শেষ থিয়েটার দেখা হইল না। তাহার গভীর অনুতাপ এবং সুদৃঢ় সঙ্কল্প উভয়ই সে বিস্মৃত হইল। কিছুদিনের মধ্যে ভাল ভাল থিয়েটার সবগুলি সুরেশের দেখা হইল। কতকগুলি থিয়েটার একাধিকবারও দেখা হইল। কোন্ কোন্ অভিনেত্রীর অভিনয় ভাল, ভাল অভিনেত্রীদের মধ্যে কে কোন্ বিষয়ে দক্ষতর—সুরেশ সে বিষয়ে উৎসাহের সহিত আলোচনা করিত।

এই সময়ে খেলা এবং থিয়েটার দেখা ইহাই সুরেশ প্রভৃতির সর্ব্বপ্রধান বিষয় হইল। বলা বাহুল্য, লেখাপড়ায় তাহাদের মন

বিশেষ রকম আকৃষ্ট হইত না। লেখাপড়াকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া এই সকল আমোদ উপভোগ করিবার জন্যই যেন তাহাদের কলিকাতায় থাকা। কেবল পরীক্ষা যখন অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইত, তখন Note-Book, Sketch প্রভৃতি অত্যধিক মাত্রায় কণ্ঠস্থ করিতে আরম্ভ করিত। কেহ কেহ রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত পড়িত, আবার ভোর বেলা চারটা হইতে উঠিয়া আলো জ্বালাইয়া পড়িতে বসিত। এই ভাবে শরীরের উপর যথেষ্ট অত্যাচার চলিত। হঠাৎ অতিরিক্ত পরিমাণের নীরস পাঠ্য-বস্তুর চাপে মনও নিরতিশয় পীড়িত হইত। এই ভাবে শরীর ও মন উভয়ের যুগপৎ পীড়ন রূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা চলিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সরস্বতী পূজার সময় হোষ্টেলে থিয়েটার হইবে। থিয়েটার-সংক্রান্ত সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য একটী কার্য্যকরী সমিতি (Executive Committee) গঠিত হইয়াছে। স্থির হইল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দুর্গাদাস অভিনয় হইবে। প্রধান ভূমিকাগুলি কাহারা লইবে, তাহা এক প্রকার স্থির করাই ছিল। সুরেশদের ওয়ার্ডের মণিটার নলিন-দা' দুর্গাদাসের ভূমিকা লইবেন, বিনোদ ঔরঙ্গজেবের ভূমিকা লইবে, মণি * গুল্‌নেয়ার সাজিবে, একজন নূতন

* দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই বালকের সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

ছেলে রাজিয়া সাজিবে, সে বয়সে ছোট এবং বেশ গাহিতে পারে। সুরেশকে সমরসিংহের ভূমিকা দেওয়া হইল। ইহা প্রধানতম ভূমিকা গুলির মধ্যে একটি না হইলেও ইহার মর্য্যাদা নেহাৎ কম ছিল না, এজন্য সুরেশ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। বিশেষ করিয়া সমরসিংহের তেজোদৃপ্ত চরিত্র তাহার অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের সভায় দাঁড়াইয়া সমরসিংহ সম্রাট্‌কে যে সকল অসমসাহসিক কথা শোনাইয়াছিল, তাহা কি চমৎকার। সুরেশ নিরতিশয় উৎসাহের সহিত তাহার ভূমিকা কণ্ঠস্থ করিতে আরম্ভ করিল। অভিনয়ে বিনোদের বেশ দক্ষতা ছিল, তাহার সাহায্য পাইয়া সুরেশ অল্পদিনের মধ্যে বেশ উন্নতিলাভ করিল। সন্ধ্যার পর তাহাদের Rehearsal হইত। Rehearsal শেষ হইতে কোন কোন দিন অনেক রাত্রি হইয়া যাইত। সুরেশের সমগ্র ভূমিকাখানি বেশ মুখস্থ হইয়া গেল। সে উৎসুক-হৃদয়ে অভিনয়ের দিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সরস্বতী পূজার আর মাত্র চারিদিন বাকী আছে। কলিকাতায় এ সময় খুব বসন্ত হইতেছিল। হোষ্টেলের দুই চারিটি ছেলের পাণি-বসন্ত হইয়াছিল। একদিন বৈকালে বেড়াইয়া ফিরিবার পর সুরেশের গা হাত পা বড় ব্যথা করিতে লাগিল। তথাপি সে rehearsalএ গিয়া তাহার ভূমিকা আবৃত্তি করিল। তাহার বড় মাথা ব্যথা করিতেছিল। সেদিন আর কিছু খাইল না। শীঘ্র শীঘ্র শয্যা গ্রহণ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে উঠিয়া দেখিল, বেশ জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার আসিলেন। তিনি বলিলেন,

"জামা খোল ত।" গায়ের স্থানে স্থানে লোহিতবিন্দু দেখা যাইতেছিল। ডাক্তার বলিলেন, "পাণি-বসন্তই হইয়াছে।" ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর হোষ্টেলের চাকর আসিল। সুরেশকে Sick ward*এ যাইতে হইবে। চাকর সুরেশের বিছানা লইয়া চলিল। সুরেশ বীরেনকে ধরিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিল।

Sick ward একটি স্বতন্ত্র দোতালা বাড়ী। দোতালায় একটি বড় 'হল' (hall) তাহাতে দূরে দূরে কয়েকটি খাট পাতা, একটি খাটের উপর সুরেশের বিছানা পাতা হইয়াছিল, সুরেশ শ্রান্তভাবে তাহাতে শুইয়া পড়িল। ঘরে আরও দুইটি রোগী ছিল। সুরেশ পথ্য গ্রহণ করিবার পর বীরেন চলিয়া গেল।

দুই তিন দিনের মধ্যে সুরেশের সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পাণি-বসন্ত বাহির হইল। তাহার খুব যন্ত্রণা হইতে লাগিল। বীরেন ও বিনোদ প্রায়ই তাহার নিকট আসিত ও তাহার সঙ্গে গল্প করিত।

সরস্বতী পূজার দিন বাহিরে খুব সমারোহ হইতেছিল, সুরেশ রোগশয্যায় শয়ন করিয়া অস্পষ্ট কোলাহল শুনিতে পাইতেছিল। সন্ধ্যা হইল। অভিনয়ের বাদ্য বাজিতে লাগিল। কিছু পরে সব চুপ হইল। সুরেশ বুঝিল, অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। রঙ্গভূমি (Stage) Sick ward হইতে বেশী দূরে ছিল না। সুরেশ অভিনয়ের কোন কোন অংশ শুনিতে পাইতেছিল। সমরসিংহের

---

* পীড়িতদের থাকিবার স্বতন্ত্র বাড়ী।

ভূমিকা প্রায় সমস্তই সে মনে মনে অনুসরণ করিতে পারিতেছিল। সুরেশের অসুখ হইবার পর তাড়াতাড়ি একজনকে সমরসিংহ সাজান হইয়াছিল। ভূমিকার সমস্ত অংশ তাহার ভালরূপ কণ্ঠস্থ হয় নাই; সুরেশের মনে হইল সে ইহার চেয়ে কত ভাল করিয়া অভিনয় করিতে পারিত। তাহার এতদিনের সঞ্চিত আশা সব নষ্ট হইয়া গেল। আর পাঁচদিন পরে অসুখ করিলে তাহার এরূপ দুর্ভাগ্য হইত না। অভিনয় চলিতে লাগিল। সুরেশের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক কখন নিদ্রার বিস্মৃতিতে নিমগ্ন হইল।

দিন দশ পরে সুরেশের গায়ের ঘা শুকাইয়া গেল। তখনও চার পাঁচ দিন সুরেশকে সেখানেই থাকিতে হইল। ডাক্তার আশঙ্কা করিলেন বাহিরে গেলে তাহার সংস্পর্শে অন্য ছেলের অসুখ করিতে পারে। এই সময়টাই সুরেশের পক্ষে বেশী পীড়া-দায়ক হইল। সে নিজে অনুভব করিতেছে যে, সে সুস্থ হইয়াছে, তথাপি সে বাহিরে যাইতে পারিতেছে না। সে প্রায়ই উঠিয়া গিয়া দোতালার বারাণ্ডার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিত। Sick wardএর পাশেই রান্নাঘর। সকাল হইতে সেখানে তরকারি কোটা বাসন মাজার ধুম পড়িয়া যাইত—রাশি রাশি তরকারি, গাদা গাদা বাসন। কিছু বেলা হইলে খাইবার ঘণ্টা পড়িত। ছেলেরা দলে দলে খাইতে আসিত। বামুন-ঠাকুররা ডালের বাল্‌তি, তরকারির গাম্‌লা লইয়া ছুটাছুটি করিত। মাঝে মাঝে কেষ্ট-ঠাকুরের গলা শোনা যাইত, "মদন ডাল লইয়া এস" "ভাত আন"। ক্রমে ছেলেরা খাইবার ঘর হইতে বাহিরে

আসিত এবং কলের চারিদিকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া হাত ধুইত—তাহাদের হাস্যকোলাহল সুরেশকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিত। ছেলেরা হাত ধুইয়া কাপড়ের খুঁটে হাত মুছিতে মুছিতে চাকরের নিকট পান সুপারি এবং পানের বোঁটাতে করিয়া চুণ লইয়া কেহ মাঠের উপর দিয়া কেহ পুরাতন দালান দিয়া চলিয়া যাইত। তারপর ঠাকুর সুরেশের ভাত আনিয়া টুলের উপর রাখিয়া যাইত। সুরেশ ভাত খাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িত। এই সময় হোষ্টেলের গোলমাল থামিয়া যাইত। ছেলেরা সব কলেজ চলিয়া যাইত। শুধু বাহিরে থালা বাটির শব্দ এবং ঝিদের কোলাহল শোনা যাইত। ক্রমে তাহাও থামিয়া যাইত। দুপরবেলা শুইয়া শুইয়া সুরেশ উপন্যাস পড়িত, কোন কোন দিন পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া যাইত। কলেজের পর বীরেন ও বিনোদ প্রায়ই সুরেশের নিকট আসিত। ক্রমে বৈকাল হইত। হোষ্টেলের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ছায়াবৃত হইয়া যাইত। ছেলেরা ফুটবল খেলিত। সন্ধ্যার পর সুরেশের বড় একা একা বোধ হইত। সেই দীর্ঘ অল্পান্ধকার হলের একপাশে শুইয়া শুইয়া সুরেশ কত কথাই ভাবিত। ভাবিয়া ভাবিয়া শ্রান্তমনে ঘুমাইয়া পড়িত।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুরেশের কলিকাতা আসিবার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এফ্ এ পরীক্ষা দিয়া সুরেশ বাড়ী গিয়াছে। পরীক্ষার পূর্ব্বে কিছুদিন অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া পড়িতে হইয়াছিল। বাড়ী আসিয়া দিন কতক ঘুমাইয়া বাঁচিল। সকালে বেলা করিয়া উঠিত। গ্রীষ্মকাল—সুতরাং দুপরে আর একপ্রস্থ নিদ্রা দিত। বৈকালে রৌদ্র পড়িলে কোন দিন পুকুরে মাছ ধরিতে যাইত, কোন দিন খালে নৌকা করিয়া বেড়াইত। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় কয়েকটি বাঙ্গলা উপন্যাস কিনিয়া আনিয়াছিল, সকালে বা সন্ধ্যার সময় কোন কোন দিন পড়িত। কিন্তু পড়িবার—এমন কি, নবেল পড়িবারও সময় তাহার বেশী হইত না। এমনই সুখে তাহার দিন কাটিতে লাগিল। তাহার উপর বাড়ার সকলের অপর্য্যাপ্ত স্নেহ। ছেলে এতদিন পরে বাড়ী ফিরিয়াছে। মাতা সস্নেহ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আহা বাছা আমার আধখানা হ'য়ে গেছে।" কলিকাতায় সে কি দিয়া ভাত খাইত, ভাল দুধ পাওয়া যাইত কিনা, তিনি সবিস্তারে জিজ্ঞাসা করিতেন। সুরেশ হোষ্টেলের 'আল্‌গা ঝোলের' বর্ণনা করিত; সেই না মিষ্ট না তিক্ত নির্ব্বিশেষ জলরাশি—তাহার মধ্যে কোথায় ২।১ খণ্ড মাছ থাকিত খোঁজা দুষ্কর। ময়দা বাতাসা ও চৌবাচ্চার জলের মিশ্রণরূপ

কলিকাতার গোয়ালার দুধের বর্ণনা করিত, তাহা শুনিয়া মায়ের মনে দুঃখও হইত, হাসিও পাইত। প্রত্যহই সুরেশের পাতে মাছের মুড়া, দধির সর, ঘন দুগ্ধের বাটীর আবির্ভাব হইত। বলা বাহুল্য, সুরেশ সে সকলের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিত, কেবল মায়ের অনুপস্থিতিতে ছোট বোন যখন করুণভাবে দাদার পাতের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, তখন সুরেশ সদয়-অন্তঃকরণে ডাকিত 'রেণু, এদিকে আয় ত' এবং তাহার পাতে যে পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে সুখাদ্য স্তূপীকৃত থাকিত, তাহার ক্ষুদ্র অংশ ভগ্নীকে নিষ্কামভাবে দান করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিত। সুতরাং কিছু-দিনের মধ্যেই সুরেশ তাহার নষ্ট-স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল।

যথাসময়ে সংবাদ আসিল, সুরেশ তৃতীয়-বিভাগে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুরেশের পিতা সংবাদ শুনিয়া গম্ভীর হইলেন। কলিকাতার ভাল কলেজে পড়িয়া ছেলে লেখাপড়ায় উন্নতি লাভ করিবে, তিনি ইহাই আশা করিয়াছিলেন। সে প্রথম-বিভাগে এফ্ এ পাশ করিবে, ইহা তাঁহার অভীষ্ট ছিল। প্রথম-বিভাগ হয় নাই, দ্বিতীয়-বিভাগও হয় নাই। ছেলে কলিকাতায় লেখা-পড়া কিছুই করে নাই, তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু সুরেশের মাতা অপ্রসন্ন হইবেন বলিয়া তিনি বিশেষ রূঢ় কথা বলিতে পারিলেন না। সুরেশের মাতা বলিলেন, "পাশ হয়েছে এই ঢের। বেশী ভাল পাশে আমার কাজ নাই। এইতেই বাছার শরীর কত খারাপ হয়েছে। আরও ভাল পাশ কর্‌তে হ'লে বাছার শরীর কি আর থাকৃত। এ ত ছেলের লেখাপড়া

শেখান নয়, শরীর পাত করা।" সুরেশের পিতা বলিলেন, "যাহারা ভাল পাশ করেছে, তাদের ত আর শরীর নয়, তারা সব্বাই পরীক্ষা দিয়া বোধ হয় মারা পড়েছে।"

সুরেশের মাতা ইহা মোটেই পছন্দ করিলেন না। বলিলেন, "তাদের বোধ হয় সুরেশের মত কাহিল শরীর নয়। শুধু শুধু ছেলের উপর রাগ করে কি হবে?" এবং পাছে পিতা অপ্রসন্ন হইয়াছেন দেখিয়া ছেলের মনে কষ্ট হয়, এজন্য তিনি সুরেশকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ ও যত্ন করিতেন।

খুব ভাল পাশ করিতে পারিবে এ আশা সুরেশের পরীক্ষা দিয়া কখনও হয় নাই। বরং কখনও কখনও ভয় হইত, যদি 'ফেল্' হইয়া যায়? এজন্য তৃতীয়-বিভাগে পাশের সংবাদে সে খুব বেশী দুঃখিত হয় নাই। তবে পিতার আশানুরূপ ফল মোটেই দেখাইতে পারিল না, এজন্য মনে মনে বড় লজ্জিত হইল। তৃতীয়-বিভাগে পাশ আবার একটা পাশ। তাহার পাশের সংবাদ পাইয়া কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, কোন্ বিভাগে পাশ হইয়াছে, সুরেশ তাহা হইলে লজ্জায় মরিয়া যাইত। কারণ, সে এণ্ট্রান্স প্রথম-বিভাগে পাশ হইয়াছিল বলিয়া সকলে প্রত্যাশা করিত যে, সে এফ্ এ পরীক্ষাও প্রথম-বিভাগে উত্তীর্ণ হইবে। তবে সুরেশের এক সান্ত্বনা ছিল, বীরেন ও বিনোদের পরীক্ষার ফলও ভাল হয় নাই। বীরেনও তৃতীয়-বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। বিনোদ প্রথম-বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার স্থান অতি নিম্নে হইয়াছিল, এজন্য তাহার ফলকে ভাল বলা যায় না,

কারণ সে এন্ট্রান্সে প্রেসিডেন্সি বিভাগ হইতে বৃত্তি পাইয়াছিল।

কলেজ খুলিবার সময় হইল। সুরেশ পিতার নিকট বিদায় লইয়া যখন প্রণাম করিল, পিতা গম্ভীরভাবে শুধু বলিলেন, "সময় নষ্ট করিও না, মন দিয়া লেখাপড়া করিবে।" সুরেশ লজ্জায় মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল, এবং একটী অতি ক্ষুদ্র "আজ্ঞে হাঁ" বলিয়া কোনক্রমে চলিয়া আসিল। কলিকাতা যাইবার পথে সুরেশ মনে মনে বহুবার সংকল্প করিল, এবার সময় নষ্ট করা হইবে না। ফুটবল খেলা, ম্যাচ্ দেখা ও থিয়েটার যাওয়া কিছু কমাইতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছিল। হোষ্টেলের তেতালায় একটী ক্ষুদ্র কক্ষে সুরেশ ও বীরেন কথোপকথন করিতেছিল। বীরেন deck chairএ বসিয়া ছিল, সুরেশ পা ঝুলাইয়া জানালার উপর বসিয়াছিল। বীরেন বলিল,—

"সনৎ-এর সহিত কাল দেখা হইল। first * হইতে পারে নাই বলিয়া বড় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে দেখিলাম।"

সুরেশ কহিল, "বাস্তবিক বড় আশ্চর্য্য। সনৎ first হইবে

---

* প্রথম (পরীক্ষায় প্রথম স্থান পাওয়া)।

ইহা আমাদের সকলের বিশ্বাস ছিল। Professor*রাও তাই বলিতেন। কোথা হতে কৃষ্ণনগর কলেজের একজন first হল। কি নাম? সরল মুখুজ্যে না কি—সে এণ্ট্রান্স-এ কি হয়েছিল?"

বীরেন। কি জানি? compete† করেনি নিশ্চয়। এণ্ট্রান্সে সে যখন compete করেনি, এফ্ এতে compete কর্‌লেই সে নিজেকে যথেষ্ট সৌভাগ্যবান্ মনে করিত, সনৎ বেচারার ত এত মনঃকষ্ট হ'ত না। তা নয়, একেবারে first। বেরালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া। সে নিশ্চয় কখনও আশা করে নি।

সুরেশ। কৃষ্ণনগর-কলেজের ভাগ্যেও বোধ হয় এমন কখনও হয় নি। কোন্ কলেজে বি-এ পড়্‌বে কে জানে?

বীরেন। খুব সম্ভব প্রেসিডেন্সি কলেজেই আসবে first। না হোলে হয় ত আস্‌ত না। যখন first হয়েছে, তখন নিশ্চয় আস্‌বে।

সুরেশ। এখানে আস্‌লে দেখা যায় কি রকম সনৎ-এর চেয়ে ভাল ছেলে।

এই সময় বিনোদ আসিয়া তাহাদের কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ওরে তোরা সরল মুখুয্যেকে দেখেচিস্? এবার আমাদের সঙ্গে যে first হয়েছে।"

সুরেশ ও বীরেন উভয়ে আগ্রহের সহিত একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "না; কোথায় দেখ্‌লে?"

---

* অধ্যাপক।

† প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পাওয়া।

বিনোদ বলিল, "শ্রীরামপুরের একটী ছেলেকে হোষ্টেলে ভর্ত্তি করতে আফিসে গেছলাম। দেখলাম, সে সেখানে নাম লেখাচ্ছে। Application formএ তাহার নাম দেখলাম, আর কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ্ এ পাশ করেছে, লিখেছে দেখলাম, তাতেই বুঝলাম সে এবার first হয়েছে।

বীরেন জিজ্ঞাসা করিল, "কোন wardএ ভর্ত্তি হয়েছে?

বিনোদ কহিল, "তোমাদের wardএ-ই। ৬৫ নম্বর ঘরে।"

সুরেশ বীরেনকে কহিল, "চল না দেখে আসি।" বীরেন সম্মত হইল। তখন সুরেশ ও বীরেন ঘর হইতে বাহির হইল, বিনোদও সঙ্গে চলিল। ৬৫ নম্বর ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। ঘর হইতে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া বীরেন বলিল, "তোমরা দাঁড়াও; আমি দেখে আসি। এই বলিয়া বীরেন পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার নিকটে গেল এবং অতি সাবধানে দরজার খড়খড়ি তুলিয়া ভিতরের দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ দেখিয়া সে সাবধানে খড়খড়ি নামাইয়া ফিরিল। তাহার আকৃতি দেখিয়া বোঝা গেল, সে অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক কোন ব্যাপার দেখিয়াছে। সে নিকটে আসিলে, সুরেশ নিম্নস্বরে বলিল, "কিরে কি দেখলি? অত হাসছিস্ কেন?"

বীরেন সেইরূপ অনুচ্চস্বরে বলিল, "এদিকে আয়" এই বলিয়া সুরেশও বিনোদকে কিছুদূর লইয়া গিয়া বলিল, "একেবারে পাড়াগেঁয়ে ভূত। পট্টবস্ত্র পরে, কোশাকুশী নিয়ে কুশাসনে বসে সন্ধ্যা কর্চ্ছে।"

সুরেশ বলিল, "অ্যাঁ, সত্যি?"

বিনোদ বলিল, "তুই কি ক'রে জান্‌লি যে ঐ সরল মুখুয্যে? ও-ঘরের আর কোন ছেলে হতে পারে ত?"

বীরেন বলিল, "ও-ঘরে একটী seat এখনও খালি আছে। আর একটী ছেলে রয়েছে বটে, কিন্তু তার চেহারা দেখে মনে হ'ল, সে কস্মিন্‌কালেও first হতে পারে না।"

বিনোদ বলিল, "আচ্ছা, আমি দেখে আসি, সে-ই কি না।"

এই বলিয়া বিনোদ দেখিতে গেল, এবং সেইভাবে খড়খড়ি তুলিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, সরলই বটে।"

সুরেশ বলিল, "আমিও একবার দেখে আসি।"

সুরেশ যখন গিয়া খড়খড়ি তুলিল, তখন যে ছেলের সম্বন্ধে এত কৌতূহলোদ্দীপক গবেষণা চলিতেছিল, সেই ছেলেটি সন্ধ্যা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্যাসের আলোকে সুরেশ দেখিতে পাইল, আসন ও কোশাকুশী তখনও তোলা হয় নাই, পরিধানে রেশমের ধুতি, পায়ে খড়ম। সে দরজার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সুরেশ খড়খড়ি তুলিতেই বুঝিতে পারিল, বাহির হইতে কে দেখিতেছে। সে বলিল, "ভিতরে আসুন।"

সুরেশ মহা-মুস্কিলে পড়িল। লুকাইয়া দেখিতেছিল, ধরা পড়িয়া গিয়া তাহার ভয়ানক লজ্জা হইল, ভাবিল, ছুটিয়া পলাইয়া যাইবে। আবার ভাবিল, ভদ্রলোকটি ডাকিলেন, না যাওয়া বড় অন্যায় হইবে। ততক্ষণ 'ভদ্রলোক'টিও দরজার দিকে আরও দুই এক পা আগাইয়াছিলেন, তাহাতে সুরেশের সমস্যা মীমাংসা করাও কিছু সহজ হইল। সে খড়খড়ি নামাইয়া দরজা খুলিয়া

ভিতরে ঢুকিল। বীরেন ও বিনোদ বাহিরে দাঁড়াইয়া বুঝিতেছিল, ব্যাপারটা কোন অপ্রত্যাশিত দিকে গড়াইতেছে, সুরেশকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই তাহারা সরিয়া পড়িল।

সরল, সুরেশকে বসিতে বলিল। সুরেশ একটি টুলের উপর বসিল। সরল বলিল, "আমি এবার কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ্ এ পাশ করেছি। আপনি কোন্ yearএ পড়েন?"

সুরেশ বলিল, আমিও এবার এফ্ এ পাশ করেছি।"

সরল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোন্ কলেজ থেকে পাশ করেছেন?"

সুরেশ বলিল, "প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে।"

সরল বলিল, "বেশ ভাল হয়েছে। আমি এই নূতন কল্‌কাতা এসেছি। কেমন করে কলেজে ভর্ত্তি হ'তে হবে, কোথা ক্লাস কিছুই জানি না। আপনার সঙ্গে গেলে খুব সুবিধা হবে।"

সুরেশ বলিল, "বেশ হবে। আমরা আজ ভর্ত্তি হয়ে এসেছি। আজ ভয়ানক ভীড় ছিল। কাল বোধ হয়, এত ভীড় থাক্‌বে না। কাল আপনাকে নিয়ে যাব।"

সরল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোন্ কোন্ বিষয় নিয়েছেন?"

সুরেশ কহিল, "English, philosophy ও history." *

সরল কহিল, "বেশ হবে। ইংরাজি ও দর্শন আপনার সঙ্গেই পড়্‌তে পাব। আমার ইতিহাস নাই, তাহার বদলে সংস্কৃত।"

---

* ইংরাজি, দর্শন ও ইতিহাস।

সুরেশ কহিল, "আপনার কোন্ কোন্ বিষয়ে অনার্স? তিন বিষয়েই নিয়েছেন কি?"

সরল লজ্জিতভাবে একটু হাসিয়া বলিল, "আপাততঃ তিন বিষয়েই রাখ্‌ব। শেষ পর্য্যন্ত হয় ত ইংরাজি ছেড়ে দিতে হবে।"

সুরেশ বলিল, "তা কেন? Triple honours * ত অনেকেই নিয়ে থাকেন। এবারেও ত আমাদের ওয়ার্ড্ থেকে সত্য মিত্র Triple honours পেয়েছেন। আপনারা Triple honours না নিলে কে নিবে?"

সরল বলিল, "আপনি বোধ হয়, আমার নিকট বড় বেশী প্রত্যাশা কর্‌ছেন। আপনি কোন্ বিষয়ে অনার্স নিয়েছেন?"

সুরেশ বলিল, "আমাদের আবার অনার্স নেওয়া। Historyতে নাম লিখিয়েছি। শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় ছেড়ে দিতে হবে। Pass listএ নাম থাক্‌লেই যথেষ্ট।"

সরল বলিল, "তা কেন? ইতিহাসে অনার্স্ আমার বোধ হয় একটুকু অধ্যবসায়ের সহিত পড়্‌লে নিশ্চয়ই রাখ্‌তে পার্‌বেন। আপনাকে গোড়ার থেকে ঠিক ক'রে রাখ্‌তে হবে, কিছুতেই অনার্স ছাড়্‌বেন না।"

সুরেশ কহিল, "আমার সঙ্গে আর একটু পরিচয় হোলে, আপনি দেখ্‌তে পাবেন, পাশ কর্‌বার জন্য যেটুকু অধ্যবসায় প্রয়োজন, সেটুকু আমার মধ্যে আছে কি না সন্দেহ। অনার্স ত দূরের কথা।"

---

* তিন বিষয়ে অনার্স।

সরল কহিল, "হতে পারে যে পূর্ব্বে আপনি উপযুক্ত অধ্যবসায় দেখান নি। কিন্তু ভবিষ্যতে কিরূপ অধ্যবসায় হবে, তা'ত আপনার হাতে। মাপ কর্‌বেন, আমি বড় বিজ্ঞের মত কথা বল্‌ছি।"

সুরেশ। তা হোক্। আমি নিজে বিজ্ঞ নই সত্য, কিন্তু বিজ্ঞের কথায় রাগ কর্‌ব এতবড় মূর্খও নই।

সরল। আপনি কোন্ ঘরে থাকেন, তাই জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

সুরেশ। এই তেতালাতেই ৬৯।৩ নম্বর ঘরে—Window side cubical.

সরল। চলুন, আপনার ঘর দেখে আসি।

সেদিন সরলের সহিত বীরেন ও বিনোদেরও আলাপ হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সরলের সহিত সুরেশের খুব আলাপ হইল। ক্লাসে দুইজনে পাশা-পাশি বসিত। তাহার ফলে এই হইল যে, সুরেশ পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাপকের দূরে বসিয়া পাশের ছেলের সঙ্গে গল্প করিতে বা উপন্যাস পড়িতে পারিত না। সরল অধ্যাপকের নিকটে বসিত। সেখানে যাহারা বসিত, সবাই পাঠে মনোযোগ করিত, সুরেশকেও তাহাই করিতে হইত। সন্ধ্যার সময় খাইতে যাইবার সময় সুরেশ সরলকে ডাকিয়া লইয়া যাইত—সে সময় বীরেনও

সঙ্গে যাইত। শুক্রবার সন্ধ্যায় হোষ্টেলে মাংস হইত। সরল মাংস খাইত না। যাহারা মাংস খাইত না, তাহাদিগকে রাবড়ি দেওয়া হইত। কিন্তু বিলাতী চিনির তৈয়ারি বলিয়া সরল রাবড়িও খাইত না। সুতরাং সরলের অংশের রাবড়ি সুরেশ ও বীরেন ভাগ করিয়া লইত। এই ভাবে তাহারা মাংস ও রাবড়ি উভয়ই খাইত। বৈকালে অনেকদিন সুরেশ ফুটবল খেলিতে না গিয়া সরলের সহিত বেড়াইতে যাইত। কোন দিন পরেশনাথের মন্দির, কোন দিন লালদীঘি, ইডেন গার্ডেন বা গড়ের মাঠ বেড়াইতে যাইত। ছুটির দিন মিউজিয়ম বা বোট্যানিক্যাল্ গার্ডেন, বেলুড়মঠ বা দক্ষিণেশ্বর মন্দির দেখিতে যাইত। এই সকল ছোটখাট ভ্রমণে বীরেন এবং বিনোদও সঙ্গে যাইত। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের tripটি সকলেরই খুব ভাল লাগিল। সুরেশ, বীরেন প্রভৃতি এতদিন কলিকাতায় ছিল, কখনও দক্ষিণেশ্বর আসে নাই। এজন্য তাহাদের আরো ভাল লাগিল। মন্দপবন-সঞ্চালিত গঙ্গার তরঙ্গমালার উপর দিয়া তর তর শব্দ করিয়া তাহাদের ছোট নৌকাটি চলিত। তাহারা দেখিতে দেখিতে যাইত, ষ্টীমার ও অসংখ্য ক্ষুদ্র নৌকাখচিত গঙ্গার বিশাল প্রবাহ, উভয়তীরে ঘর বাড়ী, স্নানের ঘাট, বাগান, মন্দির। দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তাহারা মন্দির, বিগ্রহ এবং যে মহাপুরুষের আবির্ভাবে বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছিল, তাঁহার পুণ্যময় জীবনের শত ক্ষুদ্র নিদর্শনপরিপূর্ণ মন্দির-সংলগ্ন ক্ষুদ্র কক্ষ ও পঞ্চবটি—এই সকল দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল।

সুরেশ ও সরল যখন একা বেড়াইতে যাইত, তখন তাহাদের বাড়ীর কথা বলিত। সরলের পিতা তিন বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছিলেন, বাড়ীতে সরলের মাতা, দুইটি ছোট বোন্ ও একটি ছোট ভাই আছে। বড় বোন্‌টির শ্রাবণ মাসে বিবাহ হইবে। তাহার মা ছেলেদের লইয়া বিবাহ দিতে কলিকাতায় আসিবেন। তাহাদের ইচ্ছা ছিল, তাহাদের গ্রামেই বিবাহ হয়, কিন্তু সেখানে ম্যালেরিয়া বলিয়া বরপক্ষীয়েরা ম্যালেরিয়ার সময় সেখানে যাইতে অনিচ্ছুক। এজন্য তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় আসিয়া বিবাহ দিতে হইতেছে। সরল এই বন্দোবস্তের একান্ত বিরোধী ছিল। সে সুরেশকে বলিল, "দেখ, পল্লীগ্রামের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য, তাহা আমরা—শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন বাঙ্গালারা—অত্যন্ত অবহেলা করিতেছি। আমরা পল্লীর বাস উঠাইয়া সহরে চলিয়া আসিতেছি। তাহাতে পল্লীর অবনতি হইতেছে, সেই অবনতি হওয়ার ফলে পল্লীতে বাস করা দুরূহ হইতেছে, তাহাতে আরও বেশী লোক পল্লী ছাড়িয়া সহরে যাইতেছেন। সহরে থাকিবার ইচ্ছা এবং পল্লীর অবনতি এই দুইটি কারণ পরস্পরকে সাহায্য করিয়া অতি দ্রুতগতিতে আমাদের জাতীয় অধঃপতন সাধিত করিতেছে। আমাদের দেশে শতকরা নব্বই জন লোক পল্লীগ্রামে বাস করে, সেই পল্লীগ্রামের অবস্থা আজকাল এরূপ হইয়াছে যে, সেখানে জীবনযাপন করা প্রায় অসম্ভব। গ্রামের চারিদিকে পচা পুকুর, খানা, ডোবা,—ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া,—বিদ্যালয় পাঠাগার প্রভৃতি কিছুই নাই—দলাদলি, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা সামাজিক জীবনে

কীটের ন্যায় প্রবেশ করিয়া অন্তঃসারশূন্য করিতেছে। যাঁহারা শিক্ষা পাইতেছেন এবং অবস্থার উন্নতি করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি? তাঁহারা যদি গ্রামে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উচ্চশিক্ষা গ্রামের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে; তাঁহাদের উদার আদর্শে পল্লীসমাজ বিশুদ্ধ এবং উন্নত হয়, দেশের কি অভাব তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন এবং তাঁহাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের সাহায্যে প্রতীকারের উপায়ও স্থির করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা সকলে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসেন। কেবল যাহারা অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য, তাঁহারাই গ্রামে থাকেন এবং দলাদলি ও মিথ্যা মোকদ্দমাতে পল্লীর নৈতিক বায়ু দূষিত করেন। এজন্য যাহারা পল্লীগ্রাম হইতে তফাতে থাকিতে চায়, তাহাদের জন্য আমার কোনরূপ সহানুভূতি থাকে না। আমি মাকে বলিয়াছিলাম, মা, যারা পাড়াগাঁকে এত ভয় করে, বিবাহ উপলক্ষেও একবার আস্‌তে চায় না, তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা কি ক'রে হবে। তুমি জামাই আন্‌তে চাইলে, তারা বল্‌বে পাড়াগাঁয়ে পাঠাব না। মা বল্লেন,—না, তারা ম্যালেরিয়ার সময়ই জামাই পাঠাবে না, গ্রীষ্মকালে শীতকালে পাঠাবে, ম্যালেরিয়ার সময় আমিই বা জামাই আন্‌তে চাইব কেন?"

লালদীঘির চারিদিকে যে ইঁটে গাঁথা রেলিং আছে, তাহার উপর বসিয়া দুইজনে কথা হইতেছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। চারিদিকের রাস্তা এবং পুষ্করিণীর তীর আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। লালদীঘির কৃষ্ণবর্ণ বারিরাশিতে সে আলোকের চঞ্চল

প্রতিবিম্ব শোভা পাইতেছিল। শীতল সান্ধ্যসমীরণ পুষ্করিণী-বক্ষে অসংখ্য বীচিমালার সৃষ্টি করিতেছিল এবং ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া তাহাদের শরীর জুড়াইয়া দিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সরল বলিল, "রাত হয়ে গেছে, এবার যাওয়া যাক্।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৈকালবেলা সুরেশ ও বীরেন পুরাতন দালানের দোতালার বারাণ্ডা দিয়া বিনোদের ঘরে যাইতেছিল, Notice Board-এ এক বিচিত্র বিজ্ঞাপন তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বিজ্ঞাপনে ইংরাজিতে যাহা লেখা ছিল তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

পুরস্কার পুরস্কার পুরস্কার

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুষ্টামির জন্য ১০৲ পুরস্কার।

নিম্নলিখিত সর্ত্তে পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

(১) দুষ্টামির মধ্যে মৌলিকতা থাকা চাই।

(২) হোষ্টেলের কোন ছেলের উপর দুষ্টামি প্রয়োগ করা চাই।

(৩) যাহার দুষ্টামি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবে, সে পুরস্কার পাইবে। শ্রেষ্ঠতা নির্ব্বাচন করিবার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর থাকিবে।

(৪) এই পুরস্কারের নাম হইবে Mayataru mischief Prize. *

---

* মায়াতরু প্রদত্ত দুষ্টামীর পুরস্কার।

সুরেশ ও বীরেন এই অভিনব বিজ্ঞাপন পড়িয়া খুব আমোদ অনুভব করিল। বীরেন বলিল, "দেখ, কনকসেনকে কোনরকমে জব্দ করবার ফন্দি বার করতে হবে। কনক বড় সাহেবিয়ানা করে, তাকে জব্দ করা বড় দরকার হয়ে পড়েচে। বিনোদের সঙ্গে পরামর্শ করে কোন ফান্দি বার করতে হবে।" এই বলিয়া তাহারা বিনোদের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদ তখন ঘরে ছিল না। বীরেন বলিল, "এখন আবার কোথায় গেল। নিশ্চয় এখনই ফিরে আসবে। ততক্ষণ বিনোদের কবিতার খাতাটার খোঁজ করা যাক্।" খাতা বাহির করিয়া বিনোদ যে সকল নূতন প্রেমের কবিতা লিখিয়াছিল তাহা পড়িয়া বীরেন তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। বীরেনের ব্যাখ্যা শুনিয়া সুরেশ হাসিয়া অস্থির। কিছুক্ষণ পরে বিনোদ ঘরে প্রবেশ করিল। বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়াই সুরেশ ও বীরেনের সকল আমোদ মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। বিনোদের মুখ ছাইয়ের মত সাদা। চক্ষু লাল, যেন অনেকক্ষণ কাঁদিয়াছে। সুরেশ ও বীরেনকে দেখিতে পাইয়া বিনোদ সুরেশের দিকে চাহিয়া বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "সুরেশ, শরৎ মারা গেছে।"

সুরেশ ও বীরেন এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ, বল কি ?"

বীরেন বলিল, "কাল শরৎ কলেজ গেছ্‌ল। আর আজকার মধ্যে মারা গেল ? কি অসুখ হয়েছিল ?"

বিনোদ বলিল, "Heart fail করে * মারা গেছে। কিছুক্ষণ

* হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে।

আগে আমি তাদের বাড়ী গেছ্‌লাম। তাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ক'বার ডাক্‌বার পর, দোতালা থেকে উত্তর পেলাম বোধ হ'ল তার ভাইয়ের গলা—শরৎ আজ মারা গেছে। আমার চোখের সামনে পৃথিবী যেন অন্ধকার হয়ে এল। একটু সামলাবার পর আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—কখন মারা গেল। উত্তর শুন্‌লাম—আজ সকালে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—কি হয়েছিল? বল্‌ল—Heart fail করেছিল। আমি আর কিছু বল্‌তে পার্‌লাম না, চলে এলাম। কি ভয়ানক কথা বল দেখি।"

শরৎ বিনোদের বিশেষ বন্ধু ছিল। শিবনারায়ণ দাসের লেনে তাহাদের বাসা ছিল। বিনোদ সেখানে প্রায় বেড়াইতে যাইত। আজ রবিবার বৈকালে তাহাদের বাসা গিয়া হঠাৎ এ সংবাদ শুনিয়া সে যে কতদূর বিচলিত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। ফিরিবার সময় সে অনেকক্ষণ শূন্যমনে গোলদীঘির তীরে বসিয়াছিল। শেষে হোষ্টেলে ফিরিয়া সুরেশ ও বীরেনকে এই দুঃসংবাদ দিল। শরতের সহিত সুরেশ ও বীরেনের আলাপ তত ঘনিষ্ঠ না হইলেও শরৎ তাহাদের সহপাঠী ও বন্ধু। সুতরাং শরতের মৃত্যু-সংবাদে তাহারা অত্যন্ত কাতর হইয়া বিনোদের জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিল।

সুরেশ বলিল, "মানুষের জীবন এমন অনিশ্চিতই বটে। কাল কলেজ এল, আমাদের সঙ্গে কত গল্প হল, কাল কে জানিত যে, একদিনের মধ্যে শরৎ মারা যাবে!"

বীরেন বলিল, "জগৎ যে অন্তঃসারশূন্য তা এইরকম দুর্ঘটনার

সময় বেশ বোঝা যায়। কোন কাজে উৎসাহ থাকে না। জীবনের সকল উদ্দেশ্য ভুল বলে বোধ হয়, সকল চেষ্টা পণ্ডশ্রম মনে হয়। কিসের জন্য মানুষ, অর্থ ও যশঃ লাভের চেষ্টা করিবে, যখন যাদের সুখ ও প্রশংসার জন্য এত চেষ্টা, তারা হঠাৎ এইভাবে চলে যায়।" সুরেশ ও বীরেন শরতের সদ্‌গুণরাশির আলোচনা করিতে লাগিল। বিনোদ কচিৎ দুই একটা কথা বলিতেছিল, তাহার মনে এত আঘাত লাগিয়াছিল, যে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিল না।

পরদিন বৈকালে হোষ্টেলে একটী শোক-সভা আহূত হইল। শরৎ খুব মিশুক্ ছেলে ছিল। হোষ্টেলে তাহার অনেক বন্ধু ছিল। বাহিরের ছেলেও অনেক আসিয়াছিল। হোষ্টেলের Superintendent (অধ্যক্ষ) সভাপতি হইলেন। শরতের কয়েকজন বন্ধু বক্তৃতা করিয়া শোক প্রকাশ করিল। বিনোদ কিছুই বলিতে পারিল না। হোষ্টেলের অধ্যক্ষও বহু দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

তাহার পরদিন সকালবেলা বিনোদ তাহার ঘরে জানালার ধারে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। এ দুইদিন যে তাহার কিরূপ মর্ম্মান্তিক কষ্ট গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। সকালে উঠিয়াই যখন তাহার মনে পড়িয়া যাইত, শরৎ মারা গিয়াছে, তখন যেন নূতন করিয়া শোক অনুভব করিত। মাঝে মাঝে সে গোপনে অশ্রু-বিসর্জ্জনও করিত। কিছুতেই সে পড়িবার বহি লইয়া বসিতে পারিতেছিল না। আজ সকালেও জানালার ধারে বসিয়া তাহার কত কথাই মনে হইতেছিল। শরতের বিবাহ হইলে তাহার

স্ত্রীকে কি কি উপহার দিবে ভাবিয়াছিল, কেমন করিয়া শরতের স্ত্রীর সহিত নিজের স্ত্রীর আলাপ করিবে, বড় হইলে সে প্রায় সস্ত্রীক শরৎদের বাড়ী বেড়াইতে যাইবে, এই সকল যৌবন-সুলভ শত চিন্তা তাহার মনে উদয় হইতেছিল। আর তাহার মনে হইতেছিল, সব ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সকল কল্পিত চিত্রের মধ্যে শরতের সদা হাস্যপ্রফুল্ল মুখটি এত উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিত যে, শরৎকে বাদ দিয়া আজ তাহার জীবন একেবারে অর্থহীন ও নিরানন্দ বলিয়া বোধ হইল। তাহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে উঠিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস শূন্যে মিলাইয়া গেল।

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "কি হচ্চে বিনোদ? হাঃ হাঃ।" বিনোদ চমকাইয়া পশ্চাৎ ফিরিল। একি? এ যে ঠিক শরতের মূর্ত্তি! সে কি ভুল দেখিতেছে? দিন রাত্রি শরতের চিন্তা অত্যধিক ভাবিয়া তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক হইতে ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব হইল,—না, এ প্রেতাত্মা? ভাবিতে ভাবিতে প্রেতাত্মা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "তুই কি পাগল হ'লি না কি, বিনোদ? আমি মরিনি। ঠাট্টা কর্‌ছিলাম।"

বিনোদ ধীরে ধীরে বলিল, "এই রকম ঠাট্টা?"

শরৎ অনুতপ্তভাবে কহিল, "অন্যায় হয়েছিল ভাই, মাপ কর। পরশু আমার পিসতুত ভাইয়ের বিয়ে ছিল, আমি মেদিনীপুর যাবার বন্দোবস্ত কর্‌ছিলাম, এমন সময় শুন্‌লাম তুই ডাক্‌চিস। হঠাৎ আমার মনের মধ্যে কি খেয়াল হ'ল, ভাব্‌লাম একটু মজা

করা যাক্—বাইরের বাড়ীতে তখন আর কেউ ছিল না, আমি গলার স্বরটা একটু বদ্‌লে বল্‌লাম, 'শরৎ মারা গেছে'—ভেবেছিলাম, তুই ধরে ফেল্‌বি। কিন্তু তুই আমার মৃত্যু সংবাদে এতদূর অভিভূত হয়ে পড়্‌লি যে, আমার স্বর চিন্‌তে পার্‌লি না—"

বিনোদ বলিল,—"আমি ভাব্‌লাম, তোর ভাইয়ের গলা।"

শরৎ বলিল, "তুই যখন চিন্‌তে না পেরে জিজ্ঞেস কর্‌লি, কবে, কখন মারা গেলাম, তখন আমি যা খুসী তাই বল্‌লাম, জানালার ফাঁক দিয়ে দেখ্‌লাম, তুই মুখটি চুণ করে চ'লে গেলি। আমার মনে হল বেশ মজা হবে, কাল যখন কলেজ যাব না, তোরা ভাব্‌বি সত্যিই মরে গেছি। কিন্তু ট্রেনে উঠে আমার বড় অনুতাপ হ'ল। ভাব্‌লাম, তোর হয়ত মনে বড় কষ্ট হচ্চে। তখন আর উপায় নাই—অন্ধকারের মধ্যে ট্রেন ভীষণভাবে ছুটে চলেচে। মেদিনীপুর পৌছে মনটা আরও খারাপ হ'য়ে গেল। ভাব্‌লাম বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে। বিয়ে বাড়ীটে আমার পক্ষে একেবারে মাটি হ'য়ে গেল, বিয়ের আমোদে কিছুমাত্র যোগ দিতে পার্‌লাম না। সবাই জিজ্ঞেস্ কর্‌ছিল কেন আমি এত অন্যমনা? আমি শুধু শুষ্কভাবে হাস্‌লাম। রাত্রে বিবাহ হ'য়ে গেল। পরদিন সকালের গাড়ীতে আমার আস্‌বার কথা ছিল। আমি খোঁজ নিয়ে জান্‌লাম, রাত্রি ১॥০ টার সময় রাঁচি এক্‌স্‌প্রেস্ ছাড়্‌বে। সবাইকার অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে আমি তাইতেই রওনা হ'লাম। ষ্টেশন থেকে বরাবর এসেছি—এখনও বাড়ী যাইনি। তোকে

যেমন কষ্ট দিয়েছি, আমার নিজেরও বিলক্ষণ সাজা হয়েছে। আমায় ক্ষমা কর ভাই।"

বিনোদের শুষ্ক ওষ্ঠে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আর কখনো এমন করিস্ না।"

শরৎ তাহার স্বাভাবিক পরিহাসপ্রিয় স্বরে কহিল, "কি করিব না? মর্‌বার মিথ্যা খবর দিব না; না, তোরা মর্‌বার খবর পেলে আর দেখা দিব না?"

বিনোদ কহিল, "যাঃ তুই ভারি বদ।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একদিন সকালে সরল, সুরেশের নিকট আসিয়া বলিল, "শিগ্‌গির জামা গায়ে দিয়ে নাও। ডাক্তার সেনের নিকট যেতে হবে।"

ডাক্তার নির্ম্মলচন্দ্র সেন প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত গণিতের অধ্যাপক। সুরেশ বলিল, "সকালবেলা হঠাৎ ডাক্তার সেনের নিকট কেন হে? তুমি ত গণিতের ছাত্র নও।"

সরল বলিল, "চল, গেলেই জান্‌তে পার্‌বে। শিগ্‌গির নাও।"

এখানে ডাক্তার সেনের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। গণিতশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য ডাক্তার সেনের নাম য়ুরোপেও বিখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তিনি Indian Educational Service এর উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই, কারণ বোধ হয়, তিনি Indian. ডাক্তার সেন বেতন পান ৭০০৲। তাঁহার নিজের

খরচ মাসে ৫০৲। ৬০৲ হয় কি না সন্দেহ। অতএব, কোন অর্থ-নীতিবিদ্ পণ্ডিত হয়ত বলিবেন, ডাক্তার সেনকে বেশী বেতন দেওয়া হয় নাই, ন্যায্যই হইয়াছে, ৭০০৲ বেতনও তাঁহার পক্ষে অতিরিক্ত। কারণ অর্থনীতির সূত্র অনুসারে যাহার অভাব বেশী, তাহারই বেতন বেশী হওয়া উচিত। কি সুন্দর নিয়ম! যাহারা যত বেশী বাবু—এসেন্স, রুমাল, রেশমী-পোষাক যত বেশী ব্যবহার করে—তাহাকে তত বেশী বেতন দিবে। আর যাঁহারা নিজের ব্যক্তিগত অভাবে খুব অল্প ব্যয় করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ দুঃখীর দুঃখ-মোচন এবং দেশের উন্নতিকল্পে ব্যয় করেন,—যেমন ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং যেমন আমাদের ডাক্তার সেন,—তাঁহাদের বেতন তত অল্প হওয়া উচিত। কলেজে ডাক্তার সেনের পরিধান পুরাতন ছিটের পেণ্টেলুন ও কোট—তাহাও স্থানে স্থানে তালি দেওয়া; হ্যাট বা নেকটাইয়ের বালাই তাঁহার ছিল না। আজকালকার ৬০৲ বেতনের কেরাণীও ডাক্তার সেনের ন্যায় বেশ পরিতে লজ্জিত হইবে। কারণ তাহাদের অনেকেই সাহেববাড়ীর তৈয়ারী পরিষ্কার ইস্ত্রি করা পোষাক পরে, রেশমের নেকটাই (necktie), হ্যাট, চকচকে বুট জুতা পরে। আজকাল দেশ যে উন্নত এবং সভ্য হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ কি?

ডাক্তার সেন দোতালার উপর একটী ছোট ঘরে থাকিতেন। এই ঘরটি তাঁহার একাধারে drawing room, dining room, bedroom, study, dressing room—সবই। ঘরে একটী খাটিয়া আছে,—তিনি যখন সেই খাটিয়ার উপর শুইতেন, তখন

ইহা bedroom ; মেজের উপর পীঁড়ি পাতিয়া তিনি যখন শাক চচ্চড়ি ও ভাত খাইতেন, তখন ইহা হইত dining room ; ঘরে খান-চার চেয়ার ছিল, কেহ দেখা করিতে আসিলে, তাহারা ঐ চেয়ারে বসিত (বেশী লোক আসিলে ডাক্তার সেন তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার খাটিয়ার উপর বসাইতেন—ইহাই তাঁহার Sofa)—এইভাবে ঘরটি drawing room হইত। বলা বাহুল্য, ডাক্তার সেনের পরিবার বা সন্তান ছিল না ; অথবা বিদ্যাই তাঁহার স্ত্রী এবং ছাত্রগণই তাঁহার প্রিয়-পুত্র।

সরল ও সুরেশ, ডাক্তার সেনের ঘরে প্রবেশ করিল। তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে, 'বেয়ারার হাতে কার্ড' পাঠাইতে হইত না, সোজা ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেই হইত। টেবিলের উপর, আলমারিতে, রাশি রাশি বহি,—ইংরাজি, বাঙ্গলা, সংস্কৃত—ছোট বড় নানা আকারের বহি ঘরের মধ্যে স্তূপীকৃত—বহিগুলি সুন্দর বিচিত্রবর্ণে বাঁধান, সোনার জলে নাম লেখা—ইহাই ডাক্তার সেনের গৃহসজ্জা, পর্দ্দা, আয়না, আল্‌না, এ সকল গৃহসজ্জা তাঁহার নাই। সুরেশ ও সরল বিস্মিত হইয়া এই পুস্তকরাশি দেখিল, এবং দেখিল, তাহার মধ্যে এক কোণে ডাক্তার সেনের ক্ষীণদেহ খাটিয়ার উপর অর্দ্ধশায়িত, তিনি কুণ্ডলীকৃত বিছানায় ঠেস্ দিয়া, একটি বহি পড়িতেছেন। সরল ও সুরেশ প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে নমস্কার করিল। ডাক্তার সেন তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া, উঠিয়া বসিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, "এস হে, বস, তোমাদের খবর কি ?"

সরল বলিল, "Sir, আমরা ভাব্‌ছি, একটি Night school * আরম্ভ কর্‌ব। সেজন্য আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।"

ডাক্তার সেনের চক্ষু দুইটি উৎসাহে প্রদীপ্ত হইল। তিনি উঠিয়া আসিয়া সরলের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "বেশ বাবা বেশ, বেঁচে থাক। কি আশ্চর্য্য, কাল সন্ধ্যাবেলাই আমি ভাব্‌ছিলাম। অনেকদিন থেকেই নৈশবিদ্যালয় খুল্‌ব ভাব্‌ছি, আজ পর্য্যন্ত কিছু হয়ে উঠ্‌ল না, আর ত দেরী করা উচিত হয় না। কিন্তু আমার নিজের ছাত্রদের মধ্যে এ কার্য্যের উপযুক্ত, ঠিক্‌ মনের মত, কাহাকেও দেখ্‌তে পেলাম না। ভাব্‌ছিলাম, আমি নিজেই পড়াতে আরম্ভ করে দিই, লোক জুটে যাবে। কিন্তু আমার এই শরীর— দীর্ঘকাল অজীর্ণ রোগে ভুগে আর কিছুই নাই, রাত্রে ঘুম হয় না, ভয় হচ্ছিল শরীর একেবারে না ভেঙ্গে পড়ে। কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমি জগদম্বাকে ডাকছিলাম, একটা উপায় করে দাও মা; মা বোধ হয় প্রার্থনা শুন্‌লেন। তোমাকে দেখে এই ভার নেবার উপযুক্ত পাত্র বলেই মনে হচ্ছে।"

সুরেশ বল্‌ল, "Sir, এই এবার এফ্‌ এতে first হয়েছে; এর নাম শ্রীসরলকুমার মুখোপাধ্যায়।"

ডাক্তার সেন বলিলেন, বেশ নাম, কিন্তু তুমি জান না হে, পরীক্ষায় first হওয়া ছেলের উপর আমার বড় বেশী ভক্তি নাই। পরীক্ষায় first হওয়ার দুই ফল,—বিয়ের বাজারে দর

---

* নৈশবিদ্যালয়।

বাড়ান অর্থাৎ বেচারা মেয়ের বাপেদের প্রাণ বধ করা এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হওয়া। আমার কত প্রিয় ছাত্র—যাদের কাছে আমি কত আশা করেছিলাম—তারা এই রকম করে পরের সর্ব্বনাশ এবং নিজের জীবন মাটি করেছে, কি বল্‌ব। ভাব্‌লে আমার মন বড় খারাপ হয়ে যায়, তাই আর সে ভাব্‌না ভাব্‌ব না স্থির করেছি। সবাই বলে 'অমুক পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়েছে,—কিসের পরীক্ষা রে বাবু? তোতা পাখীর মত কতকগুলা মুখস্থ করা এবং আওড়ান—একেই পরীক্ষা বল্‌ছ। পরীক্ষা যে সবই বাকী রইল। কে জ্ঞানের প্রদীপ উজ্জ্বল করে জ্বাল্‌তে পার্‌বে, সংসারে শত প্রলোভনের মধ্যে কে তার আদর্শ ছেড়ে এক পাও নড়্‌বে না, দুঃখ-দারিদ্র্যলাঞ্ছনার মধ্যে কে সত্যের নিশান উচ্চ করে রাখ্‌বে। এই সব হচ্চে প্রকৃত পরীক্ষা। যারা এই সব পারে, তারাই পরীক্ষায় প্রকৃত উত্তীর্ণ হয়েছে। তা নয়, প্রকৃত পরীক্ষা আরম্ভ হবার আগেই তোমরা ছেলেদের উপর ছাপ মার্ত্তে আরম্ভ কর্‌লে,—প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, উৎকৃষ্ট, এই সব (যেন কাপড়ের দোকান) ছেলেরাও মনে করে first হয়েছি, আর ভাব্‌না কি, পুরুষার্থ লাভ হয়েছে, জীবনে আর কিছু কর্‌বার বা পাবার বাকী নেই।

কি বল্‌ব আমি, যারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বা দ্বিতীয় হ'য়ে সরকারী বড় চাকরি করে, বিলাসে জীবন কাটায়, তারা যদি কোন চাকরি না পেত, যদি প্রাচীন কালের অধ্যাপক পণ্ডিতের মত নিজের গ্রামে দীনদরিদ্র ভাবে থাকিয়া বিদ্যাদান

এবং বিদ্যাচর্চ্চা কর্‌বার সুযোগ পেত, তা' হোলে তাদের পক্ষেও ভাল হ'ত, দেশের পক্ষেও ভাল হ'ত।"

স্থির হইল, রোজ সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার সেনের বাসায় নীচের তালাতে স্কুল হইবে। আপাততঃ সরল ও সুরেশ পর্য্যায়ক্রমে পড়াইবে, তাহার পর পড়াবার জন্য অন্য ছেলেদের পাওয়া গেলে, সুরেশ ও সরলকে অত বেশী ঘন ঘন আসিতে হইবে না। বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্য বহি শ্লেট মানচিত্র গ্লোব প্রভৃতি কিনিবার জন্য ডাক্তার সেন সরলের হাতে ১০০৲ দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুরেশ যখন সরলের নিকট তাহার বাড়ীর গল্প শুনিত, তখন সুরেশের মনে কত রকমের কথা মনে হইত। সে ভাবিত, যদি সরলদের গ্রামে তাহার বাড়ী হইত, তাহা হইলে সরলের ছোট ভাইবোনদের সহিত তাহার ভাব হইত, সে সরলদের বাড়ী প্রায় খেলিতে যাইত, সরলের মাও নিশ্চয় তাহার সাম্‌নে বাহির হইতেন। সরলদের বাড়ীর একটী চিত্র সে কল্পনায় মনের মধ্যে আঁকিয়া লইয়াছিল। তাহাদের বাড়ীর ঠাকুরদালান—যেখানে সরলের ভাইবোনরা ছুটাছুটি করিয়া খেলিত এবং পূজার আগে পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সহিত বসিয়া ঠাকুর গড়া দেখিত; বাটীর প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে তুলসীমঞ্চ—যেখানে সুরেশের বোন রোজ সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ দেখাইত; খিড়কীর

পশ্চাতে পুকুর, পুকুরের কালো জল, তাহাতে নীল আকাশ এবং পুষ্করিণী-তীরের বাগানের ছবি পড়িয়াছে.; বাগানে নানা রকম ফল ও ফুলের গাছ; গাছের শাখায় বসিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় পাখীরা বিচিত্র কলরব করে। বার বার এই সকল চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া ইহারা তাহার নিকট অত্যন্ত পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল, সুরেশের ইচ্ছা করিত সে সব দেখিতে; আবার ভয় হইত, যদি তাহারা তাহার কল্পিত চিত্রের সহিত না মেলে, তাহার এতদিনের চিন্তা সব মিথ্যা হইয়া যাইবে। সুরেশ ভাবিত, সরলের ভাইবোনেরা দেখিতে কেমন হইবে। বোধ হয়, তাহারা অনেকটা সরলের মতই দেখিতে হইবে। তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় দেখিতে খুব সুন্দর।

সুরেশের আজকাল লেখাপড়ায় বেশী মনোযোগ হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় ফুটবল খেলা, থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখা এবং হোষ্টেলের শত তুচ্ছ ঘটনা—তাহার আর চিত্তাকর্ষক হয় না। তাহার লেখাপড়ায় উৎসাহ দেখিয়া বীরেন ও বিনোদ প্রথম প্রথম তাহাকে ঠাট্টা করিত—বলিত সুরেশ ভাল ছেলে হইয়াছে, সুরেশ 1st class honours না লইয়া ছাড়িবে না; কখনও বলিত, সুরেশ তুই মোটে এক বিষয়ে honours নিয়াছিস কেন, অন্ততঃ আর একটা অনার্স নে; কখনও বীরেন, সুরেশের সামনে সরলকে বলিত,—সরল, এবার আর তোমায় ঈশান-স্কলার্শিপ পেতে হচ্চে না, সনতের কপালেও নাই,তবে আমাদের Word থেকেই ঈশান-স্কলার্শিপ পাবে। এই সকল বিদ্রূপ বাক্য শুনিয়া সুরেশ নীরবে

হাসিত, কোন উত্তর করিত না। বিদ্রূপে যখন কোন ফল হইল না, তখন তাহারা সুরেশের আর কোন আশা নাই বলিয়া এই আলোচনা ছাড়িয়া দিল।

সুরেশ একদিন সরলকে বলিল, "সরল, তুমি সন্ধ্যা আহ্নিক কর কেন?"

সরল বলিল, "সন্ধ্যা আহ্নিক করা ত ভগবানের উপাসনা ছাড়া আর কিছু নয়।"

সুরেশ বলিল, "উপনয়নের পর আমি কিছুদিন সন্ধ্যা আহ্নিক করেছিলাম। সন্ধ্যার মানে বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম। 'মরুদেশের জল আমাদের মঙ্গল করুন, সমুদ্রের জল আমাদের মঙ্গল করুন, কূপের জল আমাদের মঙ্গল করুন' এই সব আছে দেখ্‌লাম। ওর সঙ্গে ভগবানের পূজার কি সম্বন্ধ?"

সরল বলিল, "দেখ মহাপুরুষদের আচরিত পথ প্রথম প্রথম না বুঝ্‌লেও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ভেবে দেখ দেখি, কত সহস্র বৎসর ধরিয়া কত অসংখ্য মহাপুরুষ নিয়মিতরূপে সন্ধ্যা-বন্দনা করে এসেছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে যে সকল মহাপুরুষ হিন্দুর ধর্ম্ম-জগতে পথপ্রদর্শক তাঁরা ত সন্ধ্যা-বন্দনাকে অতি উচ্চ-স্থান দিয়েচেন। শ্রীচৈতন্যদেবের একটী শিষ্য সন্ধ্যা করে নাই জান্‌তে পেরে তিনি বল্‌লেন—যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা করে না, সে 'শ্মশান-সদৃশ' এই বলে তাকে নিরতিশয় লজ্জিত কর্‌লেন, যেন সে সন্ধ্যা না করে আর তাঁর কাছে পড়্‌তে না আসে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বল্‌তেন ঈশ্বর লাভ কর্‌বার পর সন্ধ্যাদি কর্ম্ম ত্যাগ

হয়, তার আগে ত্যাগ করা উচিত নয়। তারা-পীঠের সিদ্ধপুরুষ বামাক্ষেপা বল্‌তেন, বামুনের ছেলে ত্রিসন্ধ্যা না কর্‌লে সে চণ্ডাল হ'য়ে যায়। আর তুমি যে সব মন্ত্রগুলি অর্থহীন মনে কর্‌ছ—'সমুদ্রের জল, মরুদেশের জল আমাদের মঙ্গল করুন' সেই মন্ত্র উচ্চারণ কর্‌বার সময় বামাক্ষেপার কিরূপ ভাব হ'ত শোন। তিনি বল্‌তেন,—"ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ"—এখানে এলে আমি খেই হারিয়ে ফেলি—সব ভুলে গিয়ে 'মা তুমি যা কর' বলে অচৈতন্য হ'য়ে পড়ি—আর সন্ধ্যা করা হয় না।" বাস্তবিক এই মন্ত্রটির কি সুন্দর ভাব। মায়ের স্নেহ যেমন স্তন্যরূপে বিগলিত হ'য়ে সন্তানের জীবন রক্ষা করে, সেইরূপ জগজ্জননীর স্নেহ নদ-নদীর মধ্যদিয়া সলিলরূপে প্রবাহিত হ'য়ে সন্তানদিগকে বাঁচিয়ে রাখে। নদীর জলকে নদীর জল বলে মনে কর্‌লে তার মধ্যে ভগবদ্ভক্তির কথা কিছু থাকে না বটে; কিন্তু ভগবানের করুণা নদীর জলরূপে প্রকাশিত হয়েছে, এভাবে দেখ্‌লে তার মধ্যে ভগবানকে আরাধনা কর্‌বার একটী উৎকৃষ্ট উপায় পাওয়া যায়।"

সুরেশ বলিল, "আমি ত এ ভাবে কখনও ভেবে দেখিনি। আচ্ছা সন্ধ্যা আহ্নিক করা সম্বন্ধে আমার আর একটা আপত্তি আছে। ভগবানকে ডাক্‌তে হয়ত মনে মনে ডাক্‌লেই হয়, তার জন্যে কোশাকুশি নিয়ে, মন্ত্র আউড়ে একটা বৃহৎ ব্যাপার কর্‌বার আবশ্যক কি? আমার ত তা'তে বড় লজ্জা করে। মনে হয়, এ সব বাহ্য অনুষ্ঠান লোক দেখাবার জন্য।"

সরল বলিল, "বাহ্য অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আজকাল অনেকে এ রকম মনে করেন তাহা জানি। কেহ নিজে যদি বিশ্বাস না করে শুধু লোককে প্রতারিত কর্‌বার জন্য বাহ্য অনুষ্ঠান করে, তাহাই খারাপ, তাহা ভণ্ডামি। যদি তাহা না হয়, তা হ'লে বাহ্য অনুষ্ঠান কেন খারাপ হবে? যাহা ভাল তাহার মানসিক অনুশীলন ও বাহ্য অনুষ্ঠান দুইই ভাল। বাহ্য অনুষ্ঠানের উপযোগিতা এই যে, ইহা মনের মধ্যে ভক্তি জাগ্রত করে এবং সেই জাগ্রত ভক্তিকে ধারণা করিতে সাহায্য করে। এজন্য পূজা উৎসব প্রভৃতির উৎপত্তি। লোকে কি বল্‌বে তুমি তাই মনে কোর্‌ছ। কিন্তু ঈশ্বরের চিন্তা বড়, না, সাধারণ লোকের মত বড়—মনে রেখ সাধারণ লোকের বুদ্ধি অতি কম, এবং তারা তাদের মত গঠন কর্‌বার সময়, সে সামান্য বুদ্ধিটুকুরও ব্যবহার করে না। বাহ্য অনুষ্ঠান কোন্ ধর্ম্মে নাই? মুসলমান মস্‌জিদে যায়, নমাজ পড়ে, জপ করে; খৃষ্টানও গির্জ্জায় যায়, প্রার্থনা করে, জপ করে।"

বলা বাহুল্য, সুরেশ কখনও এ সব কথা এমন ক'রে আলোচনা করে নাই। বেশ-ভূষা, আচার ব্যবহার সকল বিষয়ে সে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিত, শুধু এই ভাবিয়া—অন্য ছেলেরা কি মনে করিবে, কি বলিবে। ইহা ছাড়া জিনিষটা ভাল কি মন্দ ইহাও যে দেখিবার কথা, এবং ইহাই যে প্রকৃত দেখিবার কথা, ইহা তাহার কখনও মনে হইত না। সরলের কথায় তাহার মনের মধ্যে অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হইল। সে তাহার আচরণ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিল যে, সে সর্ব্ববিষয়ে অত্যন্ত কাপুরুষের

ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, ফেরুপালের ন্যায় সকলে যেদিকে যায়, সে-ও সেইদিকে চলিয়াছে। তাই সে. সকালে ও সন্ধ্যায় চা' খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তেল ছাড়িয়া সাবান মাখিতেছে, গামছা ছাড়িয়া তোয়ালে ধরিয়াছে, পেছনে ছোট সামানে বড় রাখিয়া চুল কাটিতেছে, চাদর গায়ে দেয় না, গলা খোলা কোট পরে। এই সকল ব্যবহারের পশ্চাতে যে বিজাতীয় আচার ব্যবহার অনুকরণের প্রবল ইচ্ছা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা সে পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাইল। সে দেখিতে পাইল যে, হোষ্টেলে তাহারা যে সকল আচার ব্যবহার "পাড়াগেঁয়ে" বলিয়া ঠাট্টা করে, বাস্তবিক পক্ষে সেগুলি নৈতিক সাহসের পরিচায়ক। নৈতিক সাহস না থাকিলে বন্ধুগণের প্রবল পরিহাস উপেক্ষা করিয়া, সে সকল আচার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না।

এই অন্ধ অনুকরণ সম্বন্ধে সরল একদিন সুরেশকে বলিল, "দেখ আমরা বিজিত জাতি। বিজিত জাতির পক্ষে বিজেতার অনুকরণ স্বাভাবিক; তাহা কতকটা বিজেতাদের ন্যায় সম্মান পাবার আশায়, কতকটা এই ধারণায় যে, বিজেতা জাতির সবই ভাল, যেহেতু তাহারা বিজেতা। এই অন্ধ অনুকরণ বিজিত জাতির পক্ষে সবচেয়ে ভয়ের কথা, কারণ এইভাবে অনুকরণ ক'রে তারা ক্রমশঃ তাদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া, বিজেতাজাতির এক হাস্যাস্পদ নকলে পরিণত হয়। আমরা কি নিগ্রো না Red Indian যে আমরা এইভাবে য়ুরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ করব? আমাদের নিজেদের এক স্বতন্ত্র সভ্যতা আছে,

এবং তাহা এই ইহলোক সর্ব্বস্ব, বাহ্যাড়ম্বরকালে য়ুরোপীয় সভ্যতা হইতে শ্রেষ্ঠ বলে আমাদের বিশ্বাস।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রাবণ মাস পড়িয়াছে। সরলের ভগিনীর বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। কলিকাতায় একটী বাড়ী ভাড়া করিতে হইবে। এজন্য কয়দিন ধরিয়া সকালে ও বৈকালে সরল ও সুরেশ ঘোরাঘুরি করিতেছে। অনেক চেষ্টার পর নন্দকুমার চৌধুরির লেনে, একটা বাড়ী স্থির হইল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। হোষ্টেলের তেতালার বারাণ্ডায় একটী বেঞ্চের উপর সুরেশ একা বসিয়াছিল। হোষ্টেলের ঘরে ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ছেলেরা কেহ পড়িতেছে, কেহ গল্প করিতেছে। তাহাদের মিলিত শব্দ এবং মাঝে মাঝে উচ্চহাস্য শোনা যাইতেছে। রজনী কুল্‌পি-বরফওয়ালা ঘরে ঘরে নিদাঘক্লিষ্ট ছাত্রদিগকে কুল্‌পি-বরফ বিক্রয় করিয়া ফিরিতেছে। সুরেশ সরলের নিকট শুনিয়াছিল, আজ রাত্রি নয়টার সময়, সরলের মা ও ভাই-বোনেরা কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিবে। সুরেশ বসিয়া ভাবিতেছিল, তাহাদের গাড়ী এতক্ষণ কতদূর আসিয়াছে।

বাস্তবিক আজ সারাদিন সুরেশের এই কথাই কেবল মনে হইতেছিল। সকালে উঠিয়াই সে ভাবিল, এতক্ষণ সরলদের বাড়ীতে জিনিষপত্র বাঁধিবার খুব তাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সরলের

নিকট সে শুনিয়াছিল যে, সরলের বাড়ী ষ্টেশন হইতে তিন চার মাইল দূরে। বেলা দশটার সময় ট্রেণে উঠিতে হইবে। সুতরাং তাহারা নিশ্চয় খুব ভোরে উঠিয়াছিল। বেলা হইলে সুরেশ ভাবিল, এতক্ষণ বোধ হয় জিনিষপত্র গাড়ীতে তোলা হইতেছে। ক্রমে তাহাদের ট্রেণে উঠিবার সময় হইল। সুরেশ মনে মনে কল্পনা করিল, ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফরমের উপর তাহাদের বাক্স বিছানা প্রভৃতি রাখা হইয়াছে, মেয়েদের বসিবার ঘরে, সরলের মা ও বোনেরা বসিয়া রহিয়াছেন, সরলের ভাই তাহার কাকার হাত ধরিয়া, বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। এতক্ষণ বোধ হয়, ট্রেণ আসিয়াছে। ট্রেণ ত বেশীক্ষণ দাঁড়াইবে না। এত জিনিষপত্র লইয়া, তাঁহারা অল্পসময়ের মধ্যে উঠিতে পারিবেন ত? সরলের কাকা সঙ্গে আসিবেন। বাড়ী হইতে অনেক লোকজন তাঁহাদের তুলিয়া দিতে ষ্টেশন অবধি আসিবে। সুতরাং বোধ হয় কোন অসুবিধা হইবে না।

সেদিন কলেজের পড়াতে সুরেশ ভাল মনোযোগ করিতে পারে নাই। সে মানস চক্ষে দেখিতে পাইতেছিল, প্রান্তরের মধ্যদিয়া একটী ট্রেণ পরিপূর্ণ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, ট্রেণের একটি কক্ষে বসিয়া দুইটি বালিকা কৌতূহলপূর্ণ-দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে—ট্রেণ কখনও গ্রামের পাশ দিয়া চলিয়াছে, প্রাঙ্গণের ছায়ায় গৃহকর্ম্মনিরত কৃষকরমণীকে দেখা যাইতেছে, কখনও ট্রেণ উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যদিয়া ছুটিয়া যাইতেছে, অদূরে মাঠের উপর গরু ছাড়িয়া দিয়া রাখাল-বালকগণ তরুচ্ছায়ায় বসিয়া

খেলা করিতেছে, কখনও রেলওয়ে লাইনের নিকটে ক্ষুদ্র পুষ্করিণী দেখা যাইতেছে—তাহার স্বচ্ছজলে নীল আকাশ, শুভ্র মেঘ এবং শ্যামল তরুলতা প্রতিফলিত হইয়াছে, কখনও ট্রেণ হইতে নগরের ঘনবিন্যস্ত গৃহ-দেবালয় ও রাজপথ প্রভৃতি মুহূর্ত্তের জন্য দেখা যাইতেছে। এই সকল দৃশ্য বালিকা দুইটির নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহারা পল্লীর নিবাস ছাড়িয়া ক্বচিৎ বাহিরে গিয়াছিল। সুতরাং বহির্জ্জগতের এই সকল বিচিত্র দৃশ্য যে তাহাদের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইবে তদ্বিষয়ে সুরেশের সন্দেহমাত্র ছিল না।

সন্ধ্যার অল্পান্ধকারে একা বসিয়া হঠাৎ সুরেশের মনে একটা সংকল্প উপস্থিত হইল। কিন্তু মনে হইবামাত্র সে নিজেই লজ্জায় অভিভূত হইল। তাহার এত সঙ্কোচ হইতেছিল যে, সে নিজের মনেও তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে পারিতেছিল না। সে ভাবিতেছিল, এখন সে ষ্টেশন যাইবে কি না। ষ্টেশনে কত লোক আসিতেছে, যাইতেছে। সুরেশ ভিড়ে মিশিয়া দেখিয়া আসিবে, তাহাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। তাহার মনে হইল, ইহা কি উচিত হইবে, কিন্তু কেন যে অন্যায় হইবে তাহাও সে স্থির করিতে পারিল না। যদি সরল দেখিতে পায়—কি ভয়ানক লজ্জার কথা! কিন্তু কেমন করিয়া সরল দেখিতে পাইবে? সে দূরে থাকিবে। আর সরল নিশ্চয় খুব ব্যস্ত থাকিবে, চারিদিকে ভীড়ের মধ্যে কে থাকিবে তাহা দেখিবার অবসর সরলের থাকিবে না। সরলের ছোট ভাইবোনদিগকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা অনেক দিন হইতে তাহার মনে উদিত হইয়াছিল। আজ একটা সুযোগ উপস্থিত

হইয়াছে। এরূপ সুযোগ কি পরিত্যাগ করা উচিত? সে কিছু-তেই স্থির করিতে পারিতেছিল না। সে একবার ভাবিতেছিল যাইবে। একবার মনে হইতেছিল, বড় অন্যায় হইবে। ছিঃ, সরল যদি কোন উপায়ে টের পায়।

যখন রাত্রি প্রায় আটটা তখন সুরেশ হঠাৎ তাহার ঘরে উঠিয়া গিয়া, টুইল সার্ট গায়ে দিয়া, জুতা পরিয়া, দরজায় তালা বন্ধ করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে নামিয়া গেল।

* * * *

পরদিন কলেজ হইয়া যাইবার পর সরল, সুরেশকে বলিল, "সুরেশ, আমাদের বাসায় চল। বিয়ে বাড়ীর খাটুনির ভার তোমাকেও কিছু নিতে হবে।"

সুরেশ হোষ্টেলে বই রাখিয়া সরলের সহিত তাহাদের বাসায় চলিল।

সরলের বোনদের নাম সুষমা ও সুশীলা। বৈকালে সরলের মা সুশীলার চুল বাঁধিয়া দিতেছিলেন, সরল সুরেশকে লইয়া একে-বারে তাঁহার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, "মা সুরেশকে ধ'রে আন্‌লাম। ও যে রকম লাজুক, কিছুতে উপরে আস্‌তে চায় না।"

সরলের মা বলিলেন, "এস বাবা বোস।" সুরেশ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটে খাটের উপর বসিল। সরলের মা তাহাদের বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কয় ভাই বোন, কাহারও বিবাহ হইয়াছে কি না ইত্যাদি।

সরল বলিল, "মা তুমি শীগ্‌গির সুশীর চুল বাঁধা সেরে নাও। আমাদের বড় ক্ষিদে পেয়েচে।"

সরলের মা শীঘ্র মেয়ের চুল বাঁধা সারিয়া লইলেন। সুশীলা সুরেশের দিকে একবার সলজ্জভাবে চাহিয়া পলাইয়া যাইতেছিল। সরল তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "দেখ সুরেশ, এই যে মেয়েটি দেখচ্—এর নাম সুশী—দেখ্‌তে খুব ভাল মানুষের মত, কিন্তু ওর পেটে অনেক দুষ্টু বুদ্ধি আছে।" এই বলিয়া সে সুশীলার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা সুশী, তুই এখন মনে মনে কি ভাব্‌চিস্, বল্‌ব?—তুই ভাব্‌চিস্ দিদির বিয়ে না হোয়ে তোর যদি আগে বিয়ে হোত, তা হোলে বেশ হোত, কেমন নূতন গয়না, কাপড়, জামা হোত,—কেমন আলো জ্বেলে, বাজনা বাজিয়ে বর আস্‌ত।—ঠিক কিনা বল্?"

সরলের মা মেয়ের পক্ষ লইয়া হাসিয়া বলিলেন, "কেন বাবু, তুমি এসেই ওর সঙ্গে লাগ্‌ছো? ও কি তোমাকে বল্‌তে গেছে, ওর মনে কি হচ্চে?"

সরল বলিল, "আমি লোকের মুখ দেখে বল্‌তে পারি, তারা কি ভাবচে।"

সুশীলা বলিল, "দাদা, তোমাদের কলেজে বুঝি ঐ সব বিদ্যে শেখায়।"

সরল ও সরলের মা হাসিয়া উঠিলেন। সরলের মা বলিলেন, "বেশ বলেচে। দাও ত মা সুশী, আসন পেতে দুটো জায়গা করে দাও।" সুশীলা দুইটি জায়গা করিয়া দিল। সরলের মা

গেলাসে করিয়া বেলের সরবৎ এবং দুইটি রেকাবে করিয়া আনারস, পেঁপে, শিঙ্গাড়া, কচুরি, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি লইয়া আসিলেন। সরল ও সুরেশ বসিয়া পড়িল।

সুরেশ লজ্জা করিয়া খাইতেছে, দেখিয়া সরলের মা কহিলেন, "পাতে কিছু ফেলে রেখনা বাবা। অল্পই দিয়েছি। সব কটি খেয়ে নাও।"

সরল বলিল, "তুমি যদি পাতে রাখ্‌বার জন্য আর কিছু এনে দাও, তা হোলে সুরেশ ওগুলি খেয়ে নিতে পারে।"

সরলের মা হাসিলেন। সুরেশ বলিল, "না, আমাকে আব দিতে হবে না। আমি সব খেয়ে নিচ্চি।"

আহারান্তে হাত ধুইয়া তাহারা বসিল। সরলের মা বলিলেন, "যাও ত মা সুশী—ডিবেয় করে পান নিয়ে এস।" সুশীলা চলিয়া গেল। সরল বলিল, "এবার কাজের কথা হোক্। মা তুমি সুরেশকে দিয়ে যত ইচ্ছে কাজ করিয়ে নাও। আমি ত নূতন কল্‌কাতায় এসেছি, এখনও অনেক রাস্তাই ভাল করে চিনি নি। সুরেশ অনেক দিন আছে, কোথায় কি পাওয়া যায়, ও সব জানে। আর ও কাজ কর্ত্তে খুব ভালবাসে। রসুনচৌকি, গোরার বাজনা, শামিয়ানা, দান-সামগ্রী, রসগোল্লা, সন্দেশ—যা কিছু দরকার ফর্দ্দ করে ফেল।"

সরলের মা কহিলেন, "হ্যাঁ, ওর পড়া শুনা করে কাজ নেই—তোর বোনের বিয়েতে বাজার করে বেড়ালেই হবে।"

সরল বলিল, "না মা, তুমি জান না। সুরেশকে কাজ কর্ত্তে

না দিলে, ওর বড় কষ্ট হবে। ও ভাব্‌বে, ওকে পর মনে কর্চ্চ, তাই কিছু কাজ কর্ত্তে দিচ্চ না।”

সরল কাগজ পেন্সিল আনিয়া ফর্দ্দ করিতে বসিল। বলিল, “কাকাবাবু কোথায়? ফর্দ্দ কর্‌বার সময় তিনি থাক্‌লে ভাল হোত।”

সরলের মা কহিলেন, “তিনি জিনিষ পত্র কিন্‌তে গেছেন।”

সরল বলিল, “আচ্ছা তা হোলে তুমিই বলে যাও আমাদের দুজনের উপর কি কি জিনিষের ভার।”

জিনিষের ফর্দ্দ হইল। সেই ফর্দ্দ লইয়া সরল ও সুরেশ রোজ সকালে বৈকালে বাহির হইত এবং বৌবাজার, নূতন-বাজার ধর্ম্ম-তলা প্রভৃতি স্থান হইতে কুলির মাথায় করিয়া নানাবিধ সামগ্রী আনিয়া শ্রান্তভাবে বাসায় ফিরিয়া আসিত। সরলের মা পাখা করিতে করিতে বলিতেন, “ওমা সুশী, দু’গ্লাস ঘোলের সরবত করে নিয়ে এস।” ঘোলের সরবত, ডাব, বরফ, জলখাবার প্রভৃতি খাইয়া সুরেশ হোষ্টেলে ফিরিয়া যাইত।

এই ভাবে বিবাহের আয়োজন অগ্রসর হইতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিবাহ হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, বীরেন, বিনোদ এবং হোষ্টেলের অন্যান্য বন্ধুগণের কন্যাপক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করিয়াও কিন্তু বীরেন মনঃক্ষুন্ন হইয়া ফিরিয়া

আসিল, বলিল, "না বাবা, কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রণ পোষায় না। বর-যাত্রীরা যে আমাদের উপর চাল দিয়ে যাবে সে আমার কিছুতেই সহ্য হয় না।"

যথাসময়ে সরলের মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বাড়ী ফিরিলেন। যাইবার সময় সরলের মা সুরেশকে বলিলেন, "পূজার সময় যদি সরলের সঙ্গে আমাদের বাড়া যাও, তা' হোলে আমরা খুব সুখী হব। সুষমার বিয়েতে তোমাকে শুধু খাটিয়েছি। আদর যত্ন করতে পারিনি। পূজোর সময় গেলে দিন কতক আমোদ আহ্লাদ করবে।"

সরলও সুরেশকে ধরিয়া বসিল, তাহাকে যাইতেই হইবে; সরলদের বাড়ী সুরেশের বাড়ী যাইবার প্রায় পথেই পড়িবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সরলদের বাড়ীতে পূজা হইত।

বলা বাহুল্য, সুরেশেরও যাইবার খুব ইচ্ছা ছিল: সে তাহার পিতাকে পত্র লিখিল। তিনি সুরেশের পত্রে পূর্ব্বেই সরলের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে অমত করিলেন না। তাঁহার আশা ছিল, সরলের মত ভাল ছেলের সহিত মিশিয়া যদি সুরেশেরও লেখাপড়ায় মন হয়। স্থির হইল, পূজার ছুটি হইলে সরল ও সুরেশ সরলদের বাটী যাইবে এবং পূজা হইয়া যাইবার পর সুরেশ তাহার বাটী যাইবে। পত্র পাইয়া সুরেশ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সরলের নিকট গিয়া সুসংবাদ দিল।

ক্রমে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। ছেলেরা মহা উৎসাহে লেখাপড়া বন্ধ করিয়া যাত্রার দিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সুরেশ, সরলের ভাইবোনদের জন্য কয়েকটি সচিত্র গল্পের বহি ও খেলানা সংগ্রহ করিয়া আনিল। যথাসময়ে দুই বন্ধু মিলিয়া গাড়ী করিয়া ষ্টেশন চলিল।

সপ্তমীর দিন সকাল বেলা সুরেশ ট্রেণ হইতে নামিয়া সরলের সহিত গরুর গাড়ী করিয়া সরলদের গ্রাম অভিমুখে চলিতেছিল। দুই পার্শ্বে শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধ্য দিয়া লোহিতবর্ণের পথ, পথের ধারে ধারে খর্জ্জুর বৃক্ষ, বৃক্ষের শিরোদেশে প্রভাতের সোনালি রৌদ্র পড়িয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছে। গ্রামের ছেলেরা নূতন পূজার পোষাক পরিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়াছে। অদূর-বর্ত্তী ঘন-তরুলতা-বেষ্টিত গ্রামের মধ্য হইতে পূজা-বাড়ীর সানাই-য়ের সুমধুর শব্দ প্রভাত-বায়ুতে ভাসিয়া আসিতেছে। সরল আবৃত্তি আরম্ভ করিল।

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে,
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারেনা বহিতে নদী জলধার
মাঠে মাঠে ধান ধরেনা ক' আর।
গ্রাম-পথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননি! তোমার আহ্বান-বাণী
গিয়াছে নিখিল ভুবনে॥

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সরল কহিল, "ঐ মোড়্টি ফির্লেই আমাদের গ্রাম দেখা যাবে।" সরলদের গ্রামের একটি কৃষক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সরলকে দেখিতে পাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "দাদাবাবু, কখন এলেন? ভাল আছেন ত?" সরল বলিল, "হ্যাঁ। তোদের খবর সব ভাল? বিশু কেমন আছে?" কৃষক উত্তর করিল "ভাল আছে দাদাবাবু।"

মোড়টি ফিরিতেই সরল উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, "ঐ শিবালয়ের চূড়া দেখা যাচ্চে। শিবালয়ের পূর্ব্বেই পুষ্করিণী রাণী-সাগর। তার পূর্বদিকেই আমাদের বাড়ী।"

গ্রামের মধ্যে ঢুকিতেই পথের ধারে গ্রামের লোকেরা সরলকে অভ্যর্থনা ও অভিবাদন করিতে লাগিল। সরল তাহাদের যথা-যোগ্য সম্ভাষণ করিল। অবশেষে ভাইবোন্দের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে তাহাদের গাড়ী বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পূজার কয়দিন খুব আনন্দে কাটিয়া গেল। সুরেশদের বাটীতে পূজা হইত না, পূজার বিস্তারিত আয়োজন অনুষ্ঠানগুলি তাহার জানা ছিল না। সেই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে এত সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা দেখিয়া সুরেশ বিস্মিত হইল। পূজা-বাড়ীতে যেন একটা ভক্তি, আনন্দ ও উৎসাহের বন্যা ছুটিয়া চলিয়াছে। বৃদ্ধ-যুবক, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সকলের হৃদয়ে অপূর্ব্ব উৎসাহ। এই ভাবে পূজার কয়দিন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। বিজয়ার দিন প্রতিমা ভাসাইয়া সকলে বিষণ্ণ-হৃদয়ে বাড়ী ফিরিল। মা চলিয়া গিয়াছেন, তাই যেন আজ সকলের গৃহ অন্ধকারময়, সকলের

মন নিরানন্দ। পরদিন সুরেশ, সরল ও সরলের ভাই সুবোধ গ্রাম হইতে অনতিদূরে নদীতীরে বেড়াইতেছিল। নদীর নাম চূর্ণী। নদীটি বেশী প্রশস্ত নহে, কিন্তু গভীর। দুই পাশে উচ্চ তীরভূমি, মধ্যদিয়া নদীর কৃষ্ণবর্ণ বারিরাশি বঙ্কিমগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। তীরে নানাজাতীয় বৃক্ষলতা, বৃক্ষের উপর শারদ-প্রভাতের সুবর্ণ রৌদ্রচ্ছটা পড়িয়াছে, বৃক্ষের মধ্য হইতে নানা-জাতীয় পক্ষী কলরব করিতেছে। নদীর জলে বহুসংখ্যক পান-কৌড়ে, তাহারা কখনও স্থির হইয়া ভাসিতেছে, কখনও দ্রুত-গতিতে সন্তরণ করিতেছে, কখনও আহারের চেষ্টায় তাহাদের দীর্ঘ গ্রীবা জলের নীচে বহুদূর প্রবেশ করাইয়া গ্রীবা উত্তোলন করিয়া পক্ষ ঝাড়া দিতেছে, আবার কখনও ভয় পাইয়া জল হইতে উঠিয়া বহুদূর উড়িয়া গিয়া আবার জলের উপর অবতরণ করিতেছে। সুরেশ ও সরল উভয়েই অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত এই সকল গ্রাম্য-দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে। নদীতীরে স্থানে স্থানে ধীবরদের কুটির।

পরাণ ধীবর মাছ ধরিতেছিল। সরলকে দেখিতে পাইয়া সে সরলের নিকট আসিয়া প্রণাম করিল। সরল জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে পরাণ, তোদের বাড়ীর সব ভাল ত ?"

পরাণ বলিল, "আজ্ঞে দাদাবাবু, কষ্টে স্রষ্টে এক রকম চলে যাচ্চে। ছোট ছেলেটির বড় অসুখ। পুরাণ জ্বরে দাঁড়িয়েচে।"

সরল বলিল, "কতদিন থেকে ভুগ্‌ছে ? কি রকম চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয়েছে ?"

পরাণ কহিল, "আর বছর বর্ষার থেকে জ্বর আরম্ভ হয়েছে। সেবার আমাদের গ্রামে আর কারও বাকী থাকে নাই। বাড়ীতে বাড়ীতে জ্বর। কোন কোন বাড়ীর সবাই অসুখে পড়েছিল, কে কাকে দেখ্‌বে ঠিক নাই। মাস দুই জ্বরে ভোগ্‌বার পর আমার ছেলের সকালে জ্বর ছেড়ে যেত, আবার দু'পরবেলা জ্বর আস্‌ত। এই ভাবে পোষ মাস পর্য্যন্ত চল্‌ল। গ্রীষ্মকালটি ভাল ছিল, আবার বর্ষার থেকেই জ্বর আরম্ভ হয়েছে। প্রথমে অনেক দিন কুনিয়ান খাইয়েছিলাম। তা'তে মাঝে মাঝে জ্বর চাপা দিত, আবার জ্বর ফুটে বেরত। ছেলে মানুষ; বেশী কুনিয়ান সহ্য কর্‌তে পার্‌ল না। আমরা গরীব মানুষ, দুধ টুধ বেশী দিতে পার্‌তাম না ও? শেষকালে কান ভোঁ ভোঁ কর্‌ত, মাথা ঘুরাত। তখন কুনিয়ান বন্ধ কর্‌লাম। মহেন্দ্র কবিরাজের ঔষধ অনেক দিন চল্‌ল, বিশেষ ফল হোল না। এখন ভগবানই ভরসা। যে রকম দিন-কাল পড়েচে, সব দিন পেট-ভরে ছেলেগুলোকে খেতে দিতে পারি না। সাবু, দুধ, ঔষধের খরচ আর কত দিন যোগাতে পারি বলুন। আজকাল নদীতে মাছ বড় কম। আগে একদিনে যে মাছ উঠ্‌ত, আজকাল ১০।১২ দিনেও তা উঠে না। আজ ভোর থেকে জাল ফেল্‌চি ঐ একটি বড় মাছ আর কতক-গুলি পুঁটি মাছ উঠেছে। মাছগুলি বিক্রি হ'লে মহেন্দ্র কবি-রাজকে আর একবার ডাক্‌ব। ছেলেটার ক'দিন থেকে জ্বরটা বেড়েছে।"

তাহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এমন সময় একজন

পেয়াদা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পেয়াদা পরাণকে কহিল, "সকালে কি মাছ ধর্‌লে পরাণ?"

পরাণ একটু শঙ্কিতভাবে তাহাকে মাছগুলি দেখাইয়া দিল। পেয়াদা মাছগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া বড় মাছটি উঠাইয়া বলিল, "আমি এ মাছটা নিয়ে যাচ্ছি।"

পরাণ ভীত-কুণ্ঠিত-স্বরে কহিল, "আজ থাক্‌ আমি আর এক-দিন দিয়ে আস্‌ব। আমার ছেলের অসুখ, হাটে মাছগুলি বিক্রি ক'রে আস্‌লে তার চিকিচ্ছে হবে।"

পেয়াদা বলিল, "তোদের ছেলেমেয়ের অসুখ ত লেগেই আছে। সে হবে না। দারোগাবাবুর সম্বন্ধী কাল এসেছেন। দারোগা-বাবু আমাকে বলেছেন যেখান থেকে পারিস, ভাল মাছ নিয়ে আস্‌তে হবে।"

পরাণ করুণভাবে চাহিয়া রহিল। পেয়াদা মাছ লইয়া চলিয়া যায় দেখিয়া, সরল কহিল, "ওহে মাছটা রেখে যাও।"

পেয়াদা এতক্ষণ সরল ও সুরেশকে ভাল লক্ষ্য করে নাই। একাগ্রচিত্ত অর্জ্জুনের ন্যায় সে এতক্ষণ মৎস্য ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় নাই। সরলের কথা শুনিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া বিরক্তভাবে বলিল, "কি রকম, তোমার মাছ না কি?"

সরল কহিল, "না, আমার নয়। কিন্তু তোমারও নয়। তুমি কেন নিয়ে যাচ্চ?"

পেয়াদা বলিল, "আমার খুসী। তুমি কথা বল্‌বার কে?"

পেয়াদা বারবার "তুমি" "তুমি" বলিয়া কথা কহিতেছিল,

ইহাতে সুরেশ অত্যন্ত চটিয়াছিল। তাহার হাতে একটি লাঠি ছিল, সেটি পেয়াদাকে দেখাইয়া বলিল, "এই লাঠিটি দেখেচ। ভাল চাও ত মাছটি রেখে যাও। নইলে লাঠির মায়া ছেড়ে তোমার পিঠের উপর কয়েক ঘা বসিয়ে দেব।"

পেয়াদা দেখিল, গতিক সুবিধার নয়। সে মাছ ফেলিয়া দিয়া বলিল, "তোমরা আমার হাত থেকে মাছ কেড়ে নিলে। আমি এখুনি গিয়ে দারোগাবাবুকে বলে দিব। দারোগা বাবুর শালার জন্য মাছ নিয়ে যাচ্ছিলাম। বেলা হ'য়ে গেছে আর কোথাও এখন মাছ পাব না।" এই প্রকারের নানাবিধ আক্ষেপ ও তর্জ্জন করিতে করিতে পেয়াদা প্রস্থান করিল। সরলের নিকট ৪৲ ছিল। সে টাকা কয়টি পরাণের হাতে দিয়া বলিল, "দেখো, তোমার ছেলের চিকিৎসার যেন বন্দোবস্ত হয়।" পরাণ বারবার সরলকে প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের ধূলা লইল। সুরেশ, সরল ও সরলের ভাই বাড়ী ফিরিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে সুরেশ তাহার বাটী রওনা হইল। সারাপথ তাহার চিত্ত এই কয়দিনের সুখস্মৃতিতে পরিপূর্ণ ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

হোষ্টেলের সভাগৃহে ছেলেরা সমবেত হইয়াছিল। উদ্দেশ্য—হোষ্টেলে কি থিয়েটার হইবে সে বিষয় স্থির করা। সরল, সুরেশ, বীরেন, বিনোদ, নৃত্যগীত-বিশারদ ডাঃ মণ্ডল, সভ্যতার আলোক-

প্রাপ্ত মিঃ কনকসেন প্রভৃতি সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; মিঃ কনকসেনের ইচ্ছা ছিল, বাঙ্গলা থিয়েটার না হইয়া ইংরাজি থিয়েটার হয়। তিনি দুই একবার ইহা প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু আর কেহ এ প্রস্তাবের পোষকতা করে নাই। অগত্যা তিনি স্থির করিলেন, যতদিন তাঁহার ন্যায় আলোকপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা বেশী না হয়, ততদিন হোষ্টেলে ইংরাজি থিয়েটার হইবার সম্ভাবনা কম।

আলোচনার প্রারম্ভেই সরল বলিল, "এ বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ হইতেছে। সেখানে আমাদের ভাইবোনেরা খাইতে পাইবে না, আর আমরা এখানে থিয়েটার করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিব, ইহা বড় খারাপ দেখাইবে। আমি প্রস্তাব করিতেছি, অন্য বৎসর থিয়েটারের জন্য যেমন চাঁদা সংগ্রহ হয়, সেইরূপ হউক। কিন্তু সেই চাঁদার টাকা থিয়েটারে ব্যয় না করিয়া দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হউক।"

আর একজন ছাত্র এই প্রস্তাবের সমর্থন করিল। কিন্তু অনেকে খুব আপত্তি করিল। থিয়েটারের সময় আমোদ আহ্লাদ করিবে বলিয়া তাহারা বহুদিন হইতে আশা করিয়াছিল, সেই থিয়েটার এক বৎসরের জন্য বন্ধ থাকিবে ইহাতে তাহারা কিছুতেই রাজি হইতে পারিল না। ডাঃ মণ্ডল থিয়েটারের একজন প্রধান পাণ্ডা, তিনি বলিলেন, "সরলবাবু যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা তাঁহার মহৎ হৃদয়ের উপযুক্ত প্রস্তাব সন্দেহ নাই। তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন। তিনি লেখা পড়ায়

যেরূপ কৃতী, দয়া-ধর্ম্ম পরোপকার প্রভৃতি বিষয়েও সেইরূপ আদর্শ। এ ক্ষেত্রে তিনি যে দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য প্রস্তাব করিবেন, তাহা উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি তাঁহার সমগ্র প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে পারিলাম না। আমার মনে হয়, দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টদের দুঃখের সংবাদে তাঁহার কোমল হৃদয় এতদূর বিচলিত হইয়াছে যে, তিনি সব দিক্ ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে পারেন নাই। সরস্বতী পূজার দিন নৃত্যগীতের বিধান শাস্ত্রে আছে। সেদিন নৃত্যগীত না হইলে পূজার অঙ্গহানি হইবে। তাহা কি উচিত হইবে? পরোপকার করা খুব ভাল তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাও দেখিতে হইবে। পরের দুঃখে সহানুভূতি করা স্বাভাবিক এবং উচিত। কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মের অবহেলা করা কি দুর্ব্বল-হৃদয়ের পরিচায়ক নহে?"

"আশা করি, আপনারা আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল বুঝিবেন না। সরলবাবুর প্রস্তাবের আমি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে যাইতেছি না। কিন্তু সরলবাবুর প্রস্তাবের মধ্যে দুইটি অংশ আছে প্রথম, দুর্ভিক্ষের সাহায্য করা; দ্বিতীয়, থিয়েটার বন্ধ করা। প্রথম অংশের আমি সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করি। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ আমি সমর্থন করিতে পারিলাম না। আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, হোষ্টেলে দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হউক। কিন্তু থিয়েটার যেন বন্ধ না হয়। তাহা হইলে পূজার অঙ্গহানি হইবে।"

মিঃ কনকসেন সরলের প্রস্তাবে বড় চটিয়াছিলেন। তিনি আরও জোরের সহিত প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন, "পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ হইতেছে সত্য; কিন্তু সেজন্ত ত আমরা, সকল আমোদ আহ্লাদ ছাড়িয়া দিতে পারি নাই। আমরা এখনও হাসি, গল্প করি, ফুটবল খেলি। শুধু থিয়েটারের কথায় এমন সাধু সাজিলে কি হইবে? এ দুর্ভিক্ষের সময় কি আমরা সকল বিলাস ছাড়িতে পারিয়াছি? ঐ ত সরলবাবু নিজেই সোনার চশমা পরিয়া বসিয়া আছেন। এমন দুর্ভিক্ষের দিনে তাঁহার সোনার চশমা পরিবার দরকার কি? যদি চশমা পরিতে হয়, নিকেলের (Nickel) চশমা পরিলেই হয়, কম দামে হইবে?"

সরলের উপর এরূপ ব্যক্তিগত আক্রমণে অধিকাংশ ছাত্রই বিরক্ত হইয়া প্রতিবাদ করিল। সুরেশ এত রাগিয়া গেল যে, কিছু বলিতে পারিল না। সভাপতিও বলিলেন, মিঃ সেনের এরূপ বলা অনুচিত হইয়াছে, কারণ কাহারও সহিত মতভেদ হইলেও সংযতভাবেই আলোচনা করা উচিত। ভদ্রতা ও মর্য্যাদার সীমা কিছুতেই লঙ্ঘনকরা উচিত নয়। মিঃ সেনের ন্যায় সুসভ্য সুমার্জ্জিত ব্যক্তির নিকট আমরা ইহা কিছুতেই প্রত্যাশা করি নাই।

এইরূপ নানা বাদানুবাদের পর স্থির হইল, এ বিষয়ে হোষ্টেলের সমুদায় ছাত্রের মত জিজ্ঞাসা করা উচিত। সেদিনের মত সভা-ভঙ্গ হইল।

পরদিন প্রাতে সরল, সুরেশ, বিনোদ ও বীরেন বসিয়াছিল।

সুরেশ কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা সভাভঙ্গের পর আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম। থিয়েটার না ক'রে দুর্ভিক্ষে যে চাঁদা দেওয়া উচিত, তা' আমি মনে মনে বুঝেছিলাম। কিন্তু কাল সভায় যে কথা উঠ্‌ল তার মীমাংসা করতে পারিলাম না। থিয়েটার পূজার অঙ্গ নয় বটে কিন্তু পূজা-সংক্রান্ত একটা ব্যাপার আমাদের জীবন-যাত্রায় যেরূপ বিলাস, পূজার সম্বন্ধে থিয়েটারও সেইরূপ। যখন আমরা নিজেদের বিলাস ত্যাগ করতে পারি নাই, তখন মায়ের পূজা-সংক্রান্ত একটা ব্যাপার—হউক তাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যাপার,—বন্ধ করবার আমাদের কি অধিকার আছে? যখন আমরা নিজেদের বিলাস ত্যাগ করতে পারব, তখন মায়ের পূজার আয়োজনও কিছু কমাতে পারব।"

সরল বল্‌ল, "আমারও প্রথমে ঐরূপ মনে হয়েছিল। এবং কাল সভাগৃহে ব'সে চট্ ক'রে এর সমাধান করতে পারি নাই। কিন্তু সভা থেকে আস্‌বার পর মনে হল,—না, আমরা ত পূজার কোন অঙ্গহানি করছি না। যে টাকাটা থিয়েটারে খরচ হোত, সেটা দুর্ভিক্ষে খরচ করছি। দুর্ভিক্ষে খরচ করাটাও মায়ের পূজার অঙ্গরূপে বিবেচনা করা উচিত। প্রতি বৎসর মায়ের পূজা উপলক্ষে আমরা ২৫০৲। ৩০০৲ টাকা খরচ করে আমোদ আহ্লাদ করি। সাধারণ অবস্থায় ইহা অনুচিত নয়। কিন্তু দেশে যখন এত লোক অন্নাভাবে হাহাকার করচে, সে সময় ঐ টাকাটা আমোদে আহ্লাদে খরচ না করে, মায়ের এই সব দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দিলে, মা কি বেশী প্রীত হবেন না?"

বিনোদ বল্ল, "বাঃ, এ ত খুব সুন্দর কথা। এখন আমার মনে কোন সংশয় নাই, অন্য বৎসরের চেয়ে বেশী করে চাঁদা তুল্‌তে হবে। আর এক কাজ কর্‌লে হয় না? এই ছুটির সময় আমরা বাড়ী না গিয়ে, বরিশালে গিয়ে, কিছুদিন দুর্ভিক্ষের সাহায্য করে এলে হয়?"

এ প্রস্তাব সকলেরই পক্ষে খুব ভাল মনে হোল। বাড়ীর থেকে অনুমতি পেলে সবাই বরিশাল যাবে তাও স্থির হোল।

বীরেন বলিল, "কনকসেন কি ছোট লোক!"

সুরেশ বলিল, "কি বল্‌ব, আমার মনে হচ্ছিল, হতভাগার কান ধরে দুই থাপ্পড় বসিয়ে দিই। নেহাৎ সভার মধ্যে কেলেঙ্কারির ভয়ে কিছু কর্‌লাম না।"

সরল বলিল, "কিন্তু কনকের কথার মধ্যে কি কিছুই সত্য নাই? আমাদের নিজের ভাইবোন সব অন্নাভাবে হাহাকার কর্‌ছে। কচি ছেলে উপবাসে শুকিয়ে যাচ্চে, ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে মায়ের অঞ্চল ধরে কাঁদচে, ঘরে কিছু নাই, তার মা তাকে কি দিয়ে সান্ত্বনা দিবে, তাই ভেবে অভাগিনীর বুক যেন ফেটে যাচ্চে। এ সব দৃশ্য দেখ্‌তে না পেরে শিশুর পিতা উপার্জ্জনের আশায় যেদিকে চোখ যায়, সেই দিকে চলেছে, অনাহারে পথে পথে ঘুরে পথের ধারে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে রয়েছে। এ সব কথা কি আমরা মনে করি? এ সব মনে রাখ্‌লে আমাদের যে ভাবে আহার বিহার করা উচিত, আমরা কি সে ভাবে করি? আমরা হাস্‌ছি খেল্‌ছি, প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার কর্‌ছি। দুর্ভিক্ষের কথা সব সময় মনে

করলে এরূপ করা যায় না। তাই আমি ভাবছিলাম শুধু কনককে দোষ দিলে হবে না। তার কথার মধ্যে যেটুকু সত্য আছে, সে-টুকু নিতে হবে। (ঈষৎ হাসিয়া) আমি অবশ্য আজই সোনার চশমা বদলে নিকেলের চশমা নিতে যাচ্চি না—এতে সামান্য সোনা আছে, তা'তে নিকেলের দাম উঠ্‌বে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমার এক 'সেট' সোনার বোতাম আছে, তাহা এবং এই আংটি বিক্রয় করে, দুর্ভিক্ষের সাহায্যে পাঠাব। আর যতদিন দুর্ভিক্ষ থাকে, ততদিন জলখাবার খাব না, ঐ পয়সা দুর্ভিক্ষের সাহায্যে পাঠাব। কনক এমন ভাবে না বল্‌লে, এসব কথা আমার মনে হ'ত না। এজন্য আমি কনকের কাছে কৃতজ্ঞ।"

পাঁচ সাতটি কাগজের উপর লেখা হইল, "আমাদের মতে এ বৎসর থিয়েটার না হইয়া ঐ টাকা দুর্ভিক্ষের সাহায্যে প্রদান করা উচিত।" সরল, সুরেশ প্রভৃতি এক একটী কাগজ লইয়া এক এক ওয়ার্ডে গেল এবং ঐ কাগজে ছেলেদের স্বাক্ষর করাইয়া লইল। প্রায় সকল ছাত্রই কাগজে সহি করিল। বলা বাহুল্য, সে বৎসর হোষ্টেলে থিয়েটার হয় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

সরলের ভগ্নী সুশীলার বড় অসুখ করিয়াছিল, চিকিৎসার জন্য তাহার মা তাহাকে কলিকাতায় আনিয়াছিলেন, টাইফয়েড ফিবার—সাহেব ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল। জ্বর ১০৫।১০৬ পর্য্যন্ত

উঠে, সে সময় সুশীলার ঠিক জ্ঞান থাকিত না, কখনও কখনও ভুল বলিত। সুশীলাকে লইয়া সারা-রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হইত। তাহার মা অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিতেন, সরলও অল্পক্ষণ জাগিয়া থাকিত। একদিন সুরেশ সংবাদ লইতে গিয়া দেখিল, সরলেরও জ্বর হইয়াছে। অগত্যা সেদিন সুরেশকে রোগীর সংবাদ লইয়া ডাক্তারের বাসা যাইতে হইল, ঔষধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত করিতে হইল। সে প্রস্তাব করিল যে, রাত্রে সে সরলের পরিবর্ত্তে জাগিয়া থাকিবে। সরলের মা প্রথমে আপত্তি করিলেন, বলিলেন, রাত্রে জাগিয়া থাকিলে সুরেশের কষ্ট হইবে, কিন্তু যখন দেখিলেন, সুরেশকে নিষেধ করিলে তাহার শারীরিক কষ্ট কিছু কম হইতে পারে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে অনেকখানি মানসিক কষ্ট হইবে, তখন তিনি রাজি হইলেন। অনেক রাত্রে সুরেশ সুশীলার ঘরে আসিল। সুরেশ চাহিয়া দেখিল, সুশীলার ক্ষীণ তনু শয্যার একপার্শ্বে মিলাইয়া রহিয়াছে। প্রদীপের মৃদু আলোকে সুশীলার শীর্ণ রোগ-ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি দেখিয়া সুরেশ শিহরিয়া উঠিল। এই কি সেই হাস্যময়ী, আনন্দময়ী বালিকা—যাহার শুভ্রহাস্যে গৃহ আলোকিত হইত, যাহার কৈশোর-সুলভ সলীল-অঙ্গবিক্ষেপে গৃহ তরঙ্গায়িত হইত? আবার কি একদিন ঐ রোগক্লিষ্ট মুখে স্বাস্থ্য ও লাবণ্যের ছটা ফুটিয়া উঠিবে না? আবার কি একদিন এই রোগশয্যা হইতে উঠিয়া সে সহজ স্বচ্ছন্দ-গতিতে খেলিয়া, ছুটিয়া বেড়াইবে না? সুরেশ মনে মনে প্রার্থনা করিল, ভগবান্, কেন ঐ ক্ষুদ্র কোমল কলিকাকে এই নিদারুণ রোগযন্ত্রণা ভোগ

করাইতেছ? ইহাকে ভাল করিয়া তোল। তুমি ইচ্ছা করিলেই ইহার সকল অসুখ সারিয়া যাইবে।

সুশীলা ঘুমায় নাই। কিন্তু জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন বলিয়া সুরেশ আসিয়াছে তাহা টের পায় নাই। সে বলিল, "উঃ বড তেষ্টা"। নিকটে বেদানার রস ছিল, সুরেশ তাহার ওষ্ঠে ঢালিয়া দিল। সুশীলার কপালে বরফের থলি (Ice bag) ছিল, তাহার বরফ গলিয়া গিয়াছে, দেখিয়া সুরেশ বরফ বদলাইয়া দিল। ঘড়ি দেখিয়া ঔষধ খাওয়াইল। তাহার পর শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

সুরেশের মনে পড়িল, যেদিন প্রথম সুরেশ সুশীলাকে দেখিয়াছিল। সুশীলা তাহার মায়ের ক্রোড়ের নিকট বসিয়াছিলেন, তাহার মা চুল বাঁধিয়া দিতেছিলেন। সুশীলা লাল ডুরে দেওয়া একটি শাড়ী পরিয়াছিল। সে একবার মুখ তুলিয়া সুরেশের দিকে চাহিল, পরক্ষণেই লজ্জায় চক্ষু নামাইয়া লইল। সুরেশ মাঝে মাঝে অন্যের অলক্ষ্যে সুশীলার দিকে চাহিতেছিল, দুই একবার দেখিতে পাইয়াছিল, সুশীলা অতি ধীরে সসঙ্কোচে মাটি হইতে দৃষ্টি তুলিয়া সুরেশের দিকে চাহিতেছে, সুরেশের দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইবামাত্র লজ্জায় তাহার গণ্ডদেশ রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে—কে যেন চম্পকরাশির উপর সিন্দুর ছড়াইয়া দিয়াছে—দ্বিগুণ সঙ্কোচে সুশীলা আবার মাটির দিকে চাহিতেছে। তাহার পর সুরেশ যখন সরলদের গ্রামে গিয়াছিল, তখন সে সুশীলাকে অনেকবার দেখিয়াছিল। প্রথম প্রথম সুশীলা সুরেশকে

দেখিলেই পলাইয়া যাইত। সুরেশও বড় লাজুক, সে অত্যন্ত আগ্রহসত্ত্বেও কিছুতেই সুশীলার সহিত আলাপ জমাইয়া লইতে পারে নাই। এই সময়কার কয়েকটি চিত্র সুরেশের মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। একদিন সুশীলা ঘরে ঢুকিয়া সুরেশকে দেখিয়াই পলাইয়া যাইতেছিল, পথে সরল তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহাকে সুরেশের ঘরে ধরিয়া আনিয়া বলিল, "সুরেশ, দেখ ত তোমার কোন জিনিষ চুরি গেছে কি না?"

সুরেশ কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কৈ, আমার ত কিছু চুরি যায় নাই।"

সরল বলিল, "না, ভাল করিয়া দেখ।—টেবিলের উপর তোমার একটা হাতীর দাঁতের ছুরি ছিল, দেখ্‌তে পাচ্চি না।"

সুরেশ বলিল, "সেটা ত আমি আজ বাক্সে তুলে রেখেছি।"

সরল বলিল, "তবে আর কিছু চুরি গেছে। তুমি ভাল করে দেখ। নিশ্চয় কিছু চুরি গেছে।"

সুরেশ বলিল, "বাঃ, তুমি কি ক'রে জান্‌লে?"

সরল বলিল, "সুশী তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। তার মুখ দেখে আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারলাম, ও কিছু চুরি ক'রে পালাচ্চে।"

সুরেশ বলিল, "তুমি ত ভারি দুষ্ট। মিছামিছি বেচারাকে চোর বল্‌চ।"

সরল বলিল, "না হে, চুরি না কর্‌লে কেউ অমন ক'রে ছুটে

পালায় না। আচ্ছা, সুশী তুই সত্যি ক'রে বল্ কি চুরি করেছিস্, তোকে কোন সাজা দিব না।"

বেচারা সুশীলা আরক্ত-গণ্ডে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে কোনমতে বলিল, "হ্যাঁ, তা বই কি ?"

সরল, সুশীলাকে খাটের উপর বসাইয়া বলিল, "কেমন, আর কখন চোরের মত ছুটে পালাবি ?"

সুশীলাকে অত্যন্ত অপ্রস্তুত দেখিয়া সুরেশ কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল, "সুশীলা তুমি কি পড় ?"

সরল গম্ভীরভাবে বলিল, "স্বরবর্ণ শেষ হয়েচে, এইবার ব্যঞ্জন-বর্ণ আরম্ভ হবে, না সুশী ?"

সুশীলা রাগ করিয়া বলিল, "তা বই কি ? আমি Newton Reader ও বিজ্ঞান-পাঠ পড়্ছি না ?"

সরল আশ্চর্য্যভাবে কহিল, "তুই আবার কবে ইংরাজি পড়্তে শিখ্লি ? আচ্ছা, নিয়ে আয় ত তোর ইংরাজি বই।"

সুশীলা বহি আনিলে সরল, সুরেশের হাতে বই দিয়া বলিল, "আচ্ছা, ওকে পড়া জিজ্ঞাসা কর ত ?"

সুশীলা সলজ্জ সসঙ্কোচভাবে সুরেশের নিকট পড়া দিল।

এইরূপ কত চিত্র আজ সুরেশের মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল। সুরেশ মনে মনে ভাবিয়া দেখিল, সুশীলাকে দেখিয়া অবধি সুশীলার চিন্তাই তাহার জীবনে শ্রেষ্ঠ সুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সুশীলাকে পাইবার কি তাহার কোন আশা ছিল। সরল এত ভাল ছেলে, নিশ্চয়ই একজন ভাল ছেলের সহিত বিবাহ দিবার

জন্য সরল ও সরলের মা উভয়েই চেষ্টা করিবেন। সুশীলা দেখিতে এত সুন্দর, তাহাদের অবস্থাও বেশ ভাল। সুতরাং খুব ভাল ছেলের সহিত সুশীলার বিবাহ দেওয়া কিছুই কঠিন হইবে না। সুরেশ তৃতীয়-বিভাগে এফ্ এ পাশ করিয়াছে, তাহা আবার একটা পাশ! তাহার মনে হইত, সরলের ভগ্নীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, ইহা যে শুনিবে, সেই হাসিবে। আবার কখনও কখনও আশার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া সুরেশ ভাবিত—সুশীলার সহিত তাহার বিবাহ হওয়া বিচিত্র নহে। সরল ও সরলের মা সুরেশকে এত ভাল বাসিতেন, সুরেশ পরীক্ষায় ভাল পাশ করিতে পারে নাই বলিয়া যদি তাঁহারা মনে মনে ঘৃণা করিতেন, তাহা হইলে তাহার প্রতি এরূপ আন্তরিক স্নেহপ্রকাশ করিতেন না। আবার সুরেশের মনে হইত সে কি মূঢ়! সরল তাহাকে বন্ধু মনে করে বলিয়া সে ভাবিতেছে, সুশীলার সহিত তাহার বিবাহ দিতে সরল রাজি হইবে। শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষ্যন্ত যে বলিয়াছিলেন—

"সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো কামী স্বতাং পশ্যতি"

তাহা সত্য। কোথায় সে, আর কোথায় সুশীলা? সুশীলাকে পাইবার আশা করিয়া সে শুধু উপহাসাস্পদ হইবে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় তাহার মনের কথা কেহ টের পায় নাই। সে কখনও কাহাকেও বলে নাই যে, সে সুশীলাকে ভালবাসে। আর কখনও বলিবে না। না জানিতে পারিলে ত কেহ ঠাট্টা করিতে পারিবে না।

সরলদের গ্রাম হইতে বাড়ী যাইবার সময় সুরেশের মনে

হইতেছিল, আর কি সে সুশীলাকে দেখিতে পাইবে। সুশীলা আজ-কাল বড় হইয়াছে। ইহার পর হয়ত আর তাহার সম্মুখে বাহির হইবে না। সুরেশ ভাবিয়াছিল, অন্ততঃ সুশীলার বিবাহের সময় সুশীলাকে আর একবার দেখিতে পাইবে। সে সময় সরল নিশ্চয় সুরেশকে নিমন্ত্রণ করিবে। সুশীলার বিবাহ-সভায় সুরেশ উপস্থিত থাকিতে পারিবে ত? আর একজন আসিয়া সুশীলার হাত ধরিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইয়া যাইবে, সুরেশ তাহা দেখিতে পারিবে ত? সে যতদূর সম্ভব স্থির সংযত হইয়া থাকিবে। তাহার মনের মধ্যে এত কষ্ট এত বেদনা হইবে, কেহই জানিতে পারিবে না। আচ্ছা, কোথায় সুশীলার বিবাহ হইবে? কাহার সহিত বিবাহ হইবে? সে সুশীলাকে যত্ন করিবে ত? নিশ্চয়ই করিবে। সুশীলাকে কেহ অযত্ন করিতে পারিবে না। বিবাহের পর নূতন বেষ্টনার মধ্য দিয়া সুশীলার জীবন-ধারা প্রবাহিত হইবে। নূতন সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না লইয়া সুশীলার বিবাহিত জীবন গড়িয়া উঠিবে। তাহাদের মধ্যে সুশীলার কি কখনও সুরেশের কথা মনে হইবে? হয়ত কখনও সরলের মুখে সুরেশের কথা শুনিয়া সুশীলার মনে পড়িবে। কিন্তু সুরেশ যে দিনরাত সুশীলার কথা ভাবিতেছে, সুশীলার মঙ্গল-কামনা করিতেছে, তাহা সুশীলা জানিতে পারিবে না।

গত এক বৎসরের মধ্যে সুরেশের জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সে শুধু ভাল বাসিত ফুটবল খেলা, ম্যাচ্ দেখা, আড্ডা দেওয়া, চীৎকার করা। আজকাল সে কদাচিৎ

ফুটবল খেলিতে যায় ; ম্যাচ্ দেখা এক রকম ছাড়িয়া দিয়াছে ; যেখানে বেশী ছেলে জমা হয়, সুরেশ সে সকল স্থান এড়াইয়া যায়, কোলাহল তাহার একেবারে ভাল লাগে না। বীরেন ও বিনোদের ঘরে মাঝে মাঝে যায় সত্য ; কিন্তু বেশ বুঝিতে পারে যে তাহাদের সহিত যে হৃদয়ের যোগ ছিল তাহা এখন নাই ; যে সকল বিষয় বীরেন ও বিনোদের সমধিক চিত্তাকর্ষক—কিছুদিন পূর্ব্বে যাহা সুরেশেরও চিত্তাকর্ষক ছিল—এক্ষণে সুরেশ সে সকল বিষয়ে কিছুমাত্র উৎসাহ অনুভব করে না, শুদ্ধ মৌখিকতার খাতিরে সে সকল প্রসঙ্গের আলোচনা করে। সুরেশের লেখাপড়ার উৎসাহের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, বাস্তবিক সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত লেখাপড়া করিতেছিল। সে ইতিহাসে অনার্স্ ছাড়ে নাই এবং অনার্স তালিকায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিবে, কখনও কখনও এরূপ আশাও মনে স্থান পাইত। সম্ভবতঃ তাহার মনের মধ্যে এরূপ ধারণা প্রচ্ছন্ন ছিল যে, পরীক্ষায় খুব ভাল ফল হইলে তাহার পক্ষে সুশীলাকে পাওয়া এত অসম্ভব হইবে না। বৈকালে সে কখনও একা কখনও সরলের সহিত বেড়াইতে যাইত—ইডেন-গার্ডেনের নিকট হইতে গঙ্গার তীরের রাস্তা ধরিয়া খিদিরপুর অভিমুখে চলিত—প্রিন্সেপ-ঘাটের নিকট জেটিতে বসিয়া সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিত—গঙ্গার পরপারে, মেঘের পশ্চাতে সূর্য্য অস্ত যাইত—মেঘগুলি কোথাও নীল সমুদ্রে দ্বীপের ন্যায়, কোথাও আগ্নেয়গিরির প্রজ্বলন্ত মুখের ন্যায়, কোথাও সোপান-মালার ন্যায় নানা আকারে শোভা পাইত—লাল, গোলাপী,

সোনালি নানাবর্ণ ফুটিয়া উঠিত, সে বর্ণবিন্যাস কখনও মৃদু কখনও উজ্জ্বল হইত, ক্ষণে ক্ষণে মেঘগুলির আকার ও বর্ণের পরিবর্ত্তন হইত। নীচে গঙ্গার বিশাল প্রবাহ। অপরাহ্নের মৃদু পবনে গঙ্গাবক্ষ অসংখ্য ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালায় তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত, মানব-জীবনের ঘটনাবলির ন্যায় ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি প্রতি মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া যাইত—পরমুহূর্ত্তে আবার নূতন তরঙ্গের সৃজন হইত, শুভ্রবর্ণের জল-বিহঙ্গগুলি সেই তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কোথায় ভাসিয়া যাইত। গঙ্গাবক্ষে সূর্য্যাস্তের প্রতিচ্ছবি পড়িয়া ঝলমল করিত। ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের নৌকা ষ্টীমার জাহাজে গঙ্গাপ্রবাহ সমাকীর্ণ। নৌকা-গুলি তীরে বাঁধা আছে; জাহাজগুলি নোঙ্গর ফেলিয়া রহিয়াছে। কখনও কোনও ক্ষুদ্র ষ্টীমার বংশীধ্বনি করিতে করিতে দুই পাশে বৃহৎ তরঙ্গমালা সৃজন করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে চলিয়া যাইতেছিল। সুরেশ কখনও গঙ্গাবক্ষের দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া থাকিত; কখনও সূর্য্যাস্তের সৌন্দর্য্য দেখিত; দেখিতে দেখিতে অনুভব করিত, প্রকৃতির :এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে সুশীলার ক্ষুদ্র কোমল সুন্দর মুখখানি কেমন করিয়া মিশাইয়া গিয়াছে।

কখনও বর্ষার গভীর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সুরেশ শয্যা ছাড়িয়া বাহিরে আসিত। আকাশ ও পৃথিবী এক অস্পষ্ট অন্ধ-কারে সমাবৃত, রাস্তার আলোকে বৃষ্টির শুভ্র ফোঁটাগুলি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, বিশাল নগরের সকল কোলাহল নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—শুধু বারি-প্রপাত-ধ্বনি শোনা যাইতেছে—ঝম্ ঝম্

ঝম্। ছাদের উপর বৃষ্টির শব্দ হইতেছে, ঝম্ ঝম্ ঝম্;—চারি-দিকে দূর হইতে, নিকট হইতে শব্দ আসিতেছে, ঝম্ ঝম ঝম্;—নীচে মাঠের উপর হইতে মৃদু শব্দ হইতেছে, ঝম্ ঝম্ ঝম্। কখনও বিদ্যুৎ চমকাইতেছে এবং তাহার পরেই মেঘের গুরু-গম্ভীর ধ্বনি শোনা যাইতেছে। সুরেশ সেই দীর্ঘ অন্ধকার-বারাণ্ডার এককোণে একা দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিত। তাহার হৃদয়ের যে নিভৃত কথা সে কখনও কাহাকেও বলে নাই, সেই সময় যেন তাহা হৃদয় ছাপাইয়া উঠিত এবং এই বর্ষানিশীথের নিবিড় সঙ্গীতের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাইত।

আজ সুশীলার রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া এই সকল কথা সুরেশের মনে হইতে লাগিল। অতি প্রত্যূষে সরলের মা কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি সুরেশকে বলিলেন, "তুমি এইবার একটু ঘুমাও বাবা, অনেকক্ষণ জাগিয়া আছ।" পাশে একটী ঘরে সুরেশের শয্যা প্রস্তুত ছিল, শুইবামাত্র সুরেশ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বি, এ পরীক্ষা দিয়া সরল বাটি আসিয়াছে। কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া তাহার পরীক্ষা-নিপীড়িত মন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। একদিন দুপর-বেলা সে নিদ্রান্তে খালি-গায়ে বসিয়া ডাবের জল খাইতেছিল। নিকটে তাহার মা বসিয়াছিলেন। ডাবের জল শেষ করিয়া সরল, চৌকাঠের উপর ডাবটি দ্বিখণ্ড করিয়া তাহার শস্য ভক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার মা এক-বাটি তরমুজের

সরবত এবং রেকাবে করিয়া কয়েকটা আম ও কাঁটালের কোষ আনিলেন। অতঃপর সরল ভাবের শস্য শেষ করিয়া তরমুজ প্রভৃতিতে মনোযোগ করিল। সরলের মা কহিলেন, "সুরেশ পরীক্ষা দিয়েছে ?"

সরল। দিয়েছে।

মা। কি রকম পরীক্ষা দিল ?

সরল। খুব ভাল। সুরেশের পরীক্ষার ফল দেখে সবাই খুব আশ্চর্য্য হবে। এফ্ এ পরীক্ষাতে ভাল ফল হয় নি বলে সে ত প্রথমে অনার্স-ই নিতে চায় নি। প্রথম কয়েকমাস কেবলি বল্‌ত অনার্স ছেড়ে দিবে, আমি জোর করে ছাড়্‌তে দিই নি। সুরেশের ত বুদ্ধি কিছু কম নয়—এফ্ এ পড়্‌বার সময় দু'বছর একেবারে কিছু করে নি, তাই থার্ড ডিভিজনে * পাশ হয়েছিল। কিন্তু এ দুই বছর সুরেশ বেশ লেখাপড়া করেছে। অনার্স ত সুরেশ নিশ্চয়ই পাবে। প্রথম-বিভাগে অনার্স পেলে আমি কিছু-মাত্র আশ্চর্য্য হব না।

মা। হ্যাঁরে, সুরেশের বিয়ের সম্বন্ধ কোথাও স্থির হয়েছে কিছু শুনেছিস্।

সরল। আমি যতদূর জানি, কিছু স্থির হয়নি ; আমার বোধ হয়, হবে-ও না।

মা। কেন ?

---

* তৃতীয়-বিভাগে।

সরল। ও-রকম ভূতের সঙ্গে কে মেয়ের বিয়ে দিবে?

মা। (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কিরে?

সরল। অনেক ভদ্রলোক সুরেশের বাপের সঙ্গে পত্রে কথা-বার্ত্তা স্থির ক'রে হোষ্টেলে সুরেশকে দেখ্‌তে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সুরেশ মোটেই ভাল ব্যবহার করেনি। এদিকে এত ভদ্র, বিনয়ী, কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধ শুন্‌লেই তার যেন মাথা খারাপ হয়ে যেত। "ওঃ আপনারা বুঝি বিয়ের সম্বন্ধ কর্ত্তে এসেছেন? এখানে সুবিধা হবে না মশাই।" কিম্বা "দেখুন, আপনারা যদি পাত্র খোঁজেন ত আমার সন্ধানে খুব ভাল একজন পাত্র আছে—দেখ্‌তে কার্ত্তিকের মত, আর বেদব্যাসের মত বিদ্বান, আর আপনারা স্বেচ্ছায় যা দেবেন, তার চেয়ে এক পয়সা বেশী খরচ কর্ত্তে হবে না।" এই বলে একজনের নাম করে দিত, যার অনেককাল বিয়ে হ'য়ে গেছে। সতীশ ঘটক আমাদের হোষ্টেলে প্রায় আস্‌ত। তাকে দেখ্‌লে ত সুরেশ তাড়া ক'রে যেত। সতীশ ঘটক অবশ্য অপ্রস্তুত হবার লোক নয়। সে বল্‌ত, "সুরেশবাবু, আমি আপনার কটা বিয়ে দিয়েছি যে, আপনি এর মধ্যে এত খাপ্পা হচ্চেন।" আমি সুরেশকে কতবার বলেছি, "দেখ সুরেশ, তুমি সতীশ ঘটকের সঙ্গে যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার কোরো। কিন্তু ভদ্রলোকদিকে এভাবে অপ্রস্তুত কর কেন বল দেখি। তাঁদের দোষ কি?"

মা। আহা ছেলেটির উপর আমার বড় মায়া পড়ে গেছে। সুশীর অসুখের সময় কেমন করে সেবা কর্লে বল্ দেখি। লোকে নিজের বোনের জন্যও তত পরিশ্রম করে না। তোরও সে

সময় অসুখ হয়ে পড়্‌ল, যদি সুরেশ না থাকৃত, তা' হোলে কি যে হ'ত ভাব্‌লে আমি শিউরে উঠি।

সরল। বাস্তবিক খুবই সেবা যত্ন করেছিল।

মা। দেখ, একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল। সুশী বড হয়েছে, এবার তার সম্বন্ধ স্থির কর্‌তে হবে। সুরেশের সঙ্গে সম্বন্ধ করে তাঁর বাপের কাছে কাউকে পাঠালে হয় না ?

সরল। (আশ্চর্য্য হইয়া) সুশীর সঙ্গে সুরেশের বিয়ে ? অসম্ভব ; কিছুতেই হতে পারে না।

মা। কেন হতে পারে না সরল ?

সরল। কোন রকমেই হতে পারে না ; একেবারেই মানাবে না, দুজনের মধ্যে কিছুতেই মিল হবে না।

মা। কি করে জান্‌লি ?

সরল। এই দেখনা সুরেশ আর সুশী কতদিন ধরে দেখা শোনা হচ্চে, এপর্য্যন্ত একটুও আলাপ হোল না। আমার ইচ্ছে ছিল দুজনের ভাব হবে, গল্প কর্‌বে, তার জন্যে যতদুর সম্ভব চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু কোন ফল হোল না। হঠাৎ সুরেশকে দেখ্‌লে সুশী ভয় পেয়ে ছুটে পালায়, যেন বাঘের সামনে পড়েছে। সুরেশও হোষ্টেলে এত আড্ডা দেয়, ২।৩ ঘণ্টা ধরে অনর্গল তুচ্ছ বিষয়ে বক্তৃতা কর্‌তে পারে, কিন্তু সুশীর সামনে যেন বোবা হয়ে যায়, দুটো কথা গুছিয়ে বল্‌তে পারে না। (হাসিয়া) সুশীর সঙ্গে সুরেশের বিয়ে—দুজনে কি রকম ঘর কর্‌বে মনে কর্‌লেও হাসি পায়। সুরেশের যদি এক গ্লাস জল দরকার হয়, সুশীর কাছে

কি বলে জল চাইবে সুরেশ ভেবে উঠ্‌তে পার্‌বে না। যদি বা কি বল্‌বে মনে মনে স্থির করে সুশীর কাছে জল চাইতে যায়, সুশী ত সুরেশকে দেখেই চম্পট দিবে।

সরলের মা হাসিয়া বলিলেন, "আমি সবই লক্ষ্য করে দেখেছি, সেই জন্যই ওদের বিয়ে দেবার জন্য আমি উৎসুক হয়েছি।

স্থির হইল, সরলের কাকাকে সুরেশের পিতার নিকট পাঠান হইবে, তিনি গিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিবেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে সুরেশচন্দ্র ঢাকা গিয়াছিল। বাড়ী ফিরিতেই সুরেশের ভগ্নী আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিল, "দাদা, তোমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। কুসুমপুরের জমিদারের মেয়ে—খুব সুন্দর মেয়ে, পিসীমা নিজে দেখে সম্বন্ধ স্থির করেছেন।"

সুরেশ অত্যন্ত বিরক্তভাবে সংক্ষেপে বলিল, "ভারি উপকার করেছেন!" এই বলিয়া সেখান থেকে চলিয়া গেল। সুরেশের ভগ্নী বেচারা অতিশয় ক্ষুন্ন-মনে প্রস্থান করিল। এই শুভসংবাদে তাহার দাদা কেন যে এত রাগ করিবেন, তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সুরেশ বুঝিতে পারিল, ভগ্নীর কথা সম্পূর্ণ সত্য। বিবাহের সম্বন্ধ একেবারে স্থির হইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই

কন্যাপক্ষ হইতে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবে। সুরেশের ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সংসারে সকলের উপরই তাহার রাগ হইল। তাহার মায়ের উপর রাগ হইল,—সুন্দর বৌ আসিবে, অনেকদিন হইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নিশ্চয় মাতার আগ্রহাতিশয্যেই তাহার পিতা এত শীঘ্র বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। পিতার উপরেও রাগ হইল, কেন তিনি রাজী হইলেন। ভাই বোন্‌দের উপর রাগ হইল, কেন তাহারা এত আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে। ভাবী শ্বশুরের উপর রাগ হইল, কেন আর কোথাও পাত্র জুটাইতে পারিলেন না, ভাবী বধূর উপর রাগ হইল, সেই ত যত অনর্থের মূল। কি করিয়া বিবাহ বন্ধ করা যায়, সে কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে নানারূপ সংকল্পের উদয় হইল। অবশেষে সে তাহার মাতার নিকট গিয়া বলিল, "মা, আমি বিয়ে কর্‌ব না। তুমি বাবাকে বল, ওদের আস্‌তে বারণ করে দিন।"

মাতা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সে কি রে? ভদ্রলোকদের কথা দেওয়া হয়েছে। সব স্থির। পাঁচ দিন পরে তাঁরা আশীর্ব্বাদ করতে আস্‌ছেন। এখন কি তাদের বারণ করা যায়?"

সুরেশ কহিল,"কেন মা তোমরা আমাকে কিছু না জিজ্ঞেস্ করে সব ঠিক কোরে ফেল্‌লে। এ বিয়েতে আমার কিছুতেই মত নাই।"

মাতা কহিলেন, "কেন মত নেই বাবা? ভদ্রবংশ, সুন্দর মেয়ে, ঠাকুরঝি ছেলেবেলা থেকে দেখেচেন, তিনি লিখেছেন, খুব ঠাণ্ডা স্বভাব।"

সুরেশ কহিল, "এখন বিয়ে হোলে আমার লেখাপড়ার ক্ষতি হবে।"

মাতা কহিলেন, "ঐ তোমরা আজ কাল কি শিখেছ ; আজকালই ত বড় হোয়ে বিয়ে হয়, আগে ত সব ছেলেবেলাতেই বিয়ে হোত, তাঁরা লেখা-পড়াও কোর্‌তেন। যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা ও বুড়া বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়া করেন, তাঁরা কি বুড়া বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে করবেন না ?"

অনুরোধ করিয়া যখন কোন ফল হইল না, তখন সুরেশ Passive resistance আরম্ভ করিল। রাত্রে খাইতে ডাকিলে কোন দিন বলিত মাথা ধরিয়াছে, কোন দিন বলিত অম্বল হইয়াছে, কিছু খাইবে না। ক্রমে কথা সুরেশের পিতার কাণে উঠিল। সুরেশের পিতা সুরেশকে ডাকিয়া বলিলেন, "এ বিবাহে কেন তুমি এত আপত্তি করিতেছ, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমার নিজের ইচ্ছা ছিল না, এম্ এ পাশ করিবার পূর্ব্বে তোমার বিবাহ হয়, কিন্তু যে সম্বন্ধটি আসিল, সেটি সর্ব্বদিকে ভাল মনে হওয়ায় আমি মত দিয়াছি। তোমার এত অমত হইবে জানিলে মত দিতাম না। কিন্তু যখন মত দিয়া ফেলিয়াছি, তখন আর কোন কথা নাই। সুতরাং কোন গোলযোগ করিয়া ফল নাই। তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।"

সুরেশ মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার পিতার বক্তব্য শেষ হইলে সে ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল—অন্যায়, ভয়ানক অন্যায়।

কিন্তু পিতার মুখের উপর কথা বলিবে, তাহার এরূপ সাহস ছিল না।

দিন কয়েক পরে সুরেশের ভাবী শ্বশুর আসিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল। খুব ধূমধাম হইল। অতিশয় বিষণ্ণ-মুখে সুরেশ আশীর্ব্বাদ-সভায় আসিয়া বসিয়াছিল। তাহার ভাবী শ্বশুর বাড়ী গিয়া বলিলেন, "জামাই দেখ্‌তে বেশ ভাল, কিন্তু বড় বিষণ্ণ দেখ্‌লাম। আশীর্ব্বাদের সময় বাবাজী এমন মুখ ক'রে বসেছিলেন, যেন তাঁর মাথার উপর মস্ত বিপদ।"

ইহারই দুই তিন দিন পরে একদিন প্রাতে সরলের কাকা সুরেশ-দের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথারীতি আদর অভ্যর্থনার পর মধ্যাহ্ন-আহার সমাপন করিয়া তিনি সুরেশের পিতার নিকট সুরেশের সহিত সরলের ভগ্নীর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

সুরেশের পিতা কহিলেন, "বড় দুঃখের বিষয়, সুরেশের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। আপনি যদি আর ১০।১২ দিন পূর্ব্বে আসিতেন, তাহা হইলে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত নিশ্চয়ই সুরেশের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতাম। সরলের সহিত সুরেশের যেরূপ ভাব, তাহাতে সুরেশও এসম্বন্ধে খুব সুখী হইত, সন্দেহ নাই।"

যথাসময়ে সরলের কাকা বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার নিকট সুরেশের বিবাহের কথা শুনিয়া সরলের মা বড় দুঃখ করিতে লাগিলেন। আর কিছুদিন পূর্ব্বে সম্বন্ধ করিয়া পাঠাইলেই হইত। অতঃপর সুশীলার অন্য সম্বন্ধের তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে সুরেশও ভাবিতে লাগিল, তাহার বিবাহের সম্বন্ধ কোন রকমে ভাঙ্গিয়া গেলে সে বাঁচে। কি উপায়ে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, সে দিবারাত্র তাহাই ভাবিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বৈকালবেলা সুশীলা তাহাদের পুকুর-ঘাটের ধারে বসিয়াছিল। পুকুরে পরিষ্কার জল তক্ তক্ করিতেছে। বৈকালের মৃদু স্নিগ্ধ পবনে জলের উপর ক্ষুদ্র বীচিমালা উত্থিত হইতেছে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ জলের উপর ছুটিয়া আসিয়া তর্ তর্ শব্দ করিয়া ঘাটের উপর আঘাত করিতেছে। জলের উপর কুমুদ-ফুলগুলি সেই তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হইতেছে। পুকুরের চারিদিকে নানা প্রকার ফল ও ফুলের গাছ, পুকুরের জলে সেই সকল গাছের এবং কোমল নীল আকাশের ছবি পড়িয়াছে। সানবাঁধান ঘাট, ঘাটের দুই ধার দিয়া ক্ষুদ্র প্রাচীর জলের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে। প্রাচীরের ধারেই যুঁই-ফুলের গাছ। শীতল সুরভি সমীর ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া সুশীলার বসনের অঞ্চল এবং বন্ধনমুক্ত কেশগুচ্ছ সঞ্চালিত করিতেছিল।

সুশীলার সমবয়স্কা একটী বালিকা আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল। বালিকার নাম মৃণালিনী, সে সুশীলার বাল্য-সখী, একপাড়াতেই বাড়ী। সুশীলা মাথা হেঁট করিয়া জলের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। সখীর আগমন টের পাইল না। মৃণালিনী আস্তে আস্তে পা টিপিয়া আসিয়া পশ্চাৎ হইতে সুশীলার চক্ষু টিপিয়া ধরিল।

সুশীলা বলিল, "কে ভাই,—সই, গঙ্গাজল ?"

মৃণালিনী চক্ষু ছাড়িয়া হাসিয়া সুশীলার পাশে বসিল। বলিল, "অত একমনে কার ধ্যান হচ্ছিল ভাই।"

সুশীলা বলিল, "ধ্যান আর কার হবে ভাই। আমার ধ্যান করবার লোক এখনও হয় নাই।"

মৃণালিনী বলিল, "ভাই আমাকে একটা কথা বল্‌বে ?"

সুশীলা ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল, "কি কথা না শুনে কেমন করে বলি ভাই ?"

মৃণালিনী বলিল, "আমাকে কেন বল্‌বে না ভাই ? আমি ত তোমার কাছে কোন কথাই লুকিয়ে রাখি না।"

সুশীলা কহিল, "আচ্ছা ভাই, বল কি কথা জান্‌তে চাও।"

মৃণালিনী কহিল, "সুরেশবাবুকে তুমি মনে মনে ভালবাস না ভাই ?"

সুশীলা মৌন হইয়া রহিল।

মৃণালিনী কহিল, "তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে বলে, তোমার বড় মন খারাপ হয়েছে না ভাই ? তাই আজকাল তোমাকে এত অন্যমনস্ক দেখি। উমার বিয়ে হবে বলে কদ্দিন থেকে তুমি আহ্লাদ কর্‌ছিলে, বিয়ের রাত্রে তুমি একবার দেখা দিয়েই কখন্ চলে এলে, বাসরঘরে সবাই সুশী সুশী বলে কত খুঁজ্‌লে, কোথাও পাওয়া গেল না। আমাদের সঙ্গে আর তুমি খেল্‌তে বোস না, যদি বা বোস, অল্পক্ষণেই কোন কাজের অছিলা করে উঠে যাও। চুল কোন দিন বাঁধ, কোন দিন বাঁধ না। আর যখন তখন পুকুর-

ঘাটে একা বসে কি যে তন্ময় হয়ে ভাব, কেউ ডাক্‌লে চম্‌কে উঠ। সুরেশবাবুর সঙ্গে বিয়ে হবে না, তাই তোমার মন এত খারাপ হয়েচে না ভাই ?

তথাপি সুশীলা কিছু কহিল না।

মৃণালিনী আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া সুশীলার গলা জড়াইয়া বলিল, "কেন ভাই আমায় বল্‌বে না, তোমার মুখখানি ম্লান দেখ্‌লে আমার যে কত কষ্ট হয়, তোমাকে কি ক'রে বুঝিয়ে বলব। আমার মনে হয়, তোমার এমন দুঃখ না হোয়ে আমার কেন হোল না ? আমরা ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে খেলা করেছি, একসঙ্গে লেখাপড়া শিখেচি, একসঙ্গে বকুনি খেয়েচি। আমাদের দুটি মন যেন এক হয়ে গেছে, না ভাই ? নতুন কিছু কথা শুনলে ছুটে এসে যতক্ষণ তোমাকে না বলি, ততক্ষণ আমার মনের স্বস্তি হয় না। তোমার মনের কথা যে আমি আর কাউকে বল্‌ব না, তা' কি অঙ্গীকার কর্‌বার দরকার আছে ?—বল ভাই, এই জন্যই কি তোমার মনঃকষ্ট ? ছেলেবেলা থেকে দেখেচি, তোমার মুখে সর্ব্বদাই হাসি লেগে আছে ; সে মুখখানি আজ এ কয়দিন মলিন দেখে আমার আর কিছুতেই সুখ নাই।

সুশীলা ঈষৎ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কেন ভাই, আমার কথা ভেবে তুমি এত কষ্ট পাচ্চ ? আমি এতদিন অসম্ভবের আশায় আমার মনকে ভুলিয়ে রেখেছিলাম। এ যে অসম্ভব! তিনি কি কখনও আমার হতে পারেন ? এত সুখ কি এ জগতে সম্ভব হতে পারে ? তা হলে পৃথিবী ত স্বর্গ হয়ে যেত। কিন্তু

পৃথিবী যে দুঃখেই পরিপূর্ণ। কিন্তু ভাই একজনের সঙ্গে ত তাঁর বিয়ে হবে। না জানি সে কত ভাল, কত পুণ্যবতী যে তাঁকে পাবে। আমার বড় ইচ্ছা যে তাকে একবার দেখি। তাকে আমি কত আদর করব, যত্ন করব,—তার ছেলেবেলাকার গল্প শুনব। আর তাকে একবার বলে আসবো, ভাই, যে অমূল্য হার তুমি গলায় পরবে, তার তুলনা নাই, দেখ ভাই, কোন দিন অনবধানে তার যেন অনাদর না হয়।”

পশ্চিম-গগনে মেঘের পশ্চাতে খুব ঘটা করিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছিলেন। বিচিত্রবর্ণে অনুরঞ্জিত মেঘগুলি এবং আকাশের নীলিমা পুকুরের জলে প্রতিফলিত হইয়াছিল। সন্ধ্যাগমে পাখীগুলি গাছের শাখায় একত্র হইয়া প্রবলভাবে কোলাহল করিতেছিল। অদূরবর্ত্তী মন্দিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মৃণালিনী সুশীলার অশ্রুপরিপ্লুত মুখখানি তুলিয়া সহানুভূতিপূর্ণ ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, “ভাই—!”

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কুসুমপুরের জমিদার হরবল্লভবাবুর বাটিতে আসন্ন বিবাহের আয়োজন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল। নিকট ও দূর হইতে কুটুম্ববর্গ আসাতে বাড়ী সর্ব্বদা গম্ গম্ করিত। মেয়েরা কেহ ভাঁড়ার লইয়া ব্যস্ত, কেহ রাশি রাশি সুপারি কাটিতেছেন, কিন্তু অধিকাংশ মহিলাই হাসি ও গল্পে সময় কাটাইতেছেন। ছোট ছোট ছেলে-

মেয়েরা ছুটাছুটি করিতেছে, খেলা করিতেছে, অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকেরা ছাতের নিভৃত অংশে বসিয়া তাস খেলিতেছে। কিশোরী বালিকার দল ক'নেকে ঘিরিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে। প্রাঙ্গণে ছাওনাতলা তৈয়ার হইতেছে; বাহিরে ভূমি পরিষ্কার করিয়া প্রকাণ্ড শামিয়ানা খাটান হইতেছে। গোয়ালাকে দধি, ক্ষীর প্রভৃতি ফরমাইস দেওয়া হইতেছে; এইরূপ নানা গোলযোগে বাড়ীখান মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

অপরাহ্ন কাল। দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া হরবল্লভবাবু ভৃত্যকে ডাকিলেন, "ওরে রামা, এদিকে আয়।" ভৃত্য জল আনিতে, হরবল্লভবাবু মুখ ধুইয়া, ভৃত্যকে তামাক সাজিয়া দিতে বলিলেন। হরবল্লভবাবু ডিবা হইতে দুইটা পান মুখে দিয়া সুদীর্ঘ নলের সাহায্যে দীর্ঘ হ্রস্ব বিবিধ ছন্দে, মনোরম শব্দ করিয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন, এবং মুখনিঃসৃত ধূমের দ্বারা কক্ষবায়ু অন্ধকারময় ও সুবাসিত করিয়া তুলিলেন। মেজাজ কিছু প্রসন্ন হইল, হরবল্লভবাবু ভৃত্যকে বলিলেন, "হরিশকে ডেকে দে ত।" হরিশ হরবল্লভবাবুর ভাগিনেয়; কলিকাতায় পড়ে; সম্প্রতি বিবাহবাড়ী উপলক্ষে কুসুমপুর আসিয়াছে। ভৃত্য চলিয়া গেল। হরবল্লভবাবুর কয়দিন হইতে একটা চিন্তা প্রবল হইয়াছিল, এখন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। চিন্তাটা এই; কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে তিনি জেলার সদরের সাহেবদিগকে একটা ভোজ দিবেন ঠিক করিয়াছিলেন; কেমন করিয়া তাহার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিবেন? কুসুমপুর পল্লীগ্রাম মাত্র। সাহেবদিগকে ভোজ

দিবার জন্য যাহা যাহা দরকার, তাহার কিছুই এখানে পাওয়া যাইবে না। Dining table, chair হইতে আরম্ভ করিয়া, খানসামা, বাবুর্চ্চি, খাদ্যদ্রব্য সকলি কলিকাতা হইতে আনাইতে হইবে। বস্তুতঃ সাহেবদিগকে হরবল্লভবাবু এই প্রথম ভোজ দিতেছেন। পাছে কোন ক্রটি হয়, এই ভয়ে তিনি বড় সশঙ্কিত হইয়াছেন। সাহেবদের সহিত তাঁহার আলাপ অনেক দিন হইতেই। তিনি সদরে যাইলেই ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব, পুলিশ সাহেব ও জজ সাহেবকে সেলাম করিয়া আসিতেন, এবং প্রত্যেকের চাপ্‌রাশিকে ১৲ করিয়া বখ্‌শিশ দিয়া আসিতেন। তাহা ছাড়া প্রতি বৎসর দুই তিনবার করিয়া আম, লিচু, কপি, কড়াইস্থঁটি প্রভৃতির ডালি পাঠাইতেন, ডালির সহিত কার্ড পাঠাই-তেন, তাহার উপর লেখা থাকিত,—

With the complements of
Babu Haraballav Rai
Jamindar, Kusumpur.

মূল্যবান্ কাগজের উপর উজ্জ্বল সুবর্ণাক্ষরে তিনি এই কার্ডগুলি ছাপাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি সর্ব্বদা সংবাদ লইতেন, উক্ত সাহেবেরা কখন কুসুমপুরের নিকট দিয়া বা তাঁহার জমিদারীর মধ্য দিয়া যাইবেন ; এবং ঐ সময় তিনি ময়দা ঘৃত শাক সব্জি নানাবিধ ফল, মুরগী মেষবৎস প্রভৃতি বিবিধ উপহার প্রেরণ করিয়া প্রাচ্য আতিথেয়তার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। এজন্য বলিয়াছি যে, উচ্চপদস্থ সাহেবদের সহিত হরবল্লভ বাবুর ঘনিষ্ঠতা

বহুদিন হইতেই। কিন্তু দেবতাদিগকে বাড়ীতে আনিবার উদ্যোগ তাঁহার এই প্রথম।

মস্তকে বিপুল তেড়ি, পরিধানে আগুল্‌ফলম্বিত মেরজাই, হরিশচন্দ্র লপেটা-সুশোভিত পদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পরিধেয়ের সযত্নকুঞ্চিত প্রান্তদেশ ভূমির উপর লুটাইতে লাগিল। "এস বাবা, বোস" বলিয়া হরবল্লভবাবু পার্শ্বস্থ চেয়ার নির্দ্দেশ করিলেন, হরিশ সেখানে বসিলে, হরবল্লভবাবু বলিলেন, "তোমাদের পরীক্ষার ফল ত এখনও বেরোয় নি, এবার বোধ হয়, ভাল ফল হবে।"

হরিশ গত বৎসর ফেল্ হইয়াছিল

হরিশ বলিল, "আজ্ঞে, আজকাল কলিকাতায় পড়ার তেমন সুবিধা হয় না।"

হরবল্লভবাবু বলিলেন, "কেন ?"

হরিশ বলিল, "আজকাল ভাল প্রফেসর নাই। আগে সব প্রফেসর ছিলেন, তাঁরা ক্লাসে যে সব "নোট" দিতেন, তার বাইরে কোন প্রশ্ন পড়্‌ত না। আজকাল প্রফেসরদের নোট পড়্‌লে কিছুতেই চলে না।"

হরবল্লভবাবু বলিলেন, নোট পড়্‌লে না চলে ত বইগুলো পড়্‌লেই হয়।

হরিশ বলিল, 'ইম্‌পসিব্‌ল্' * —আজকাল কত বেশী বই হয়েচে, তা'ত জানেন না।

---

* Impossible—অসম্ভব।

হরবল্লভবাবু বলিলেন, "তা' হবে।—আচ্ছা, তুমি ত প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়্‌ছ। সুরেশকে চেন কি ?"

হরিশ কহিল, "সুরেশবাবুকে কলেজের কে না চেনে ? সুরেশবাবু ও সরলবাবু দুইজনে অত্যন্ত বন্ধুত্ব। তাঁরা একসঙ্গে কলেজে আসেন, একসঙ্গে বেড়াতে যান, সব সময় একসঙ্গে থাকেন।"

হরবল্লভবাবু কহিলেন, "সরলবাবু কে ?"

হরিশ বলিল, "সরলবাবু আমাদের কলেজের একজন বিখ্যাত ভাল ছেলে, এফ্‌ এ-তে ফার্ষ্ট হয়েছিলেন। আর স্বদেশীর একজন পাণ্ডা।"

স্বদেশীর নাম শুনিয়া হরবল্লভবাবু চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "সে কি রকম ?"

হরিশ কহিল, "সরলবাবু প্রত্যেক স্বদেশী সভাতে যান, গান গাহিয়া procession এর সহিত যান, বক্তৃতা দেন, হোষ্টেলে কোন ছেলে বিলাতী জিনিষ কিনেছে শুন্‌লে, তখনই তার ঘরে উপস্থিত হন, আর যতক্ষণ সে বিলাতী জিনিষ না পোড়াইয়া ফেলে, ততক্ষণ কিছুতেই ছাড়েন না।"

হরবল্লভ আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন, "ভাল ছেলে—স্বদেশী করে ? সুরেশ এই স্বদেশী টদেশীর ভেতরে নাই ত ?"

হরিশ হাসিয়া বলিল, ও বাবা, সুরেশ আরও বেশী। Boycott, picketting এ সুরেশ একজন প্রধান দলপতি। কেউ বিলাতী জিনিষ কিনেছে শুন্‌লে সরলবাবু তাকে বুঝিয়ে, সে

জিনিষ ফেলে দিতে অনুরোধ করেন, সুরেশ তৎক্ষণ বিলাতী জিনিষ হয় ভেঙ্গে ফেলেন, নয় আগুন লাগিয়ে মাঠের মাঝখানে ছুড়ে ফেলেন।”

ভীতত্রস্ত হইয়া হরবল্লভবাবু দাঁড়িয়ে উঠিলেন, বলিলেন এঁ্যা, সুরেশ বিলাতী কাপড় পুড়িয়ে ফেলে, তা হোলে তাকে ত পুলিশে ধরে নিয়ে যেতে পারে। যার কাপড় পুড়িয়ে ফেলে, সে কিছু বলে না?

হরিশ হাসিয়া বলিল, হোষ্টেলের মধ্যে বিলাতী কাপড় পুড়িয়ে ফেল্‌লে তার প্রতিবাদ কর্‌বে, এমন আস্পর্দ্ধা কারো নাই। যারা বিলাতী কাপড় কিনে আনে, তারাই ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে আনে, ধরা পড়লেই মহা লজ্জিত হয়ে ওঠে। তার উপর সুরেশ কোন বিলাতী জিনিষ নষ্ট কর্‌লেই সরলবাবু সেই রকম একটি দেশী জিনিষ কিনে এনে দেন, সুরেশকে জান্‌তে দেন না, সুরেশ জান্‌তে পার্‌লে কিছুতেই দিতে দেয় না,—বলে, বিলাতী জিনিষ পোড়ান হয়েছে, তার জন্য আবার ক্ষতিপূরণ? উত্তম মধ্যম দেওয়া হয় নাই এই তার সৌভাগ্য। সুরেশ রীতিমত কুস্তি করে, লাঠি খেলতে জানে—স্বদেশী আখড়া'তে যায়, তাকে সকলেই ভয় করে।”

হরিশ মনে করিতেছিল, সে মামাকে খুব আশ্চর্য্য করিয়া দিতেছে, এজন্য সুরেশের স্বদেশীসম্বন্ধে সত্য মিথ্যা মিশাইয়া, অতি-রঞ্জিত করিয়া বলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এই সকল কথা শুনিয়া হরবল্লভবাবু রীতিমত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। স্বদেশী আন্দোলন তিনি কখনও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন না। সরকার চাহেন,

বিলাতী জিনিষের বিক্রয় হউক, সেই বিলাতী জিনিষ পোড়াইয়া ফেলা, জোর করিয়া স্বদেশী জিনিষ চালান, ইহা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার বাজারে যাহাতে স্বদেশীরা গিয়া উৎপাত না করে, এজন্য তিনি লাঠিয়ালের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার জমিদারীতে একটী স্কুল ছিল, স্কুলের ছেলেরা একদিন কি একটা স্বদেশী হুজুক উপলক্ষে খালি পায়ে আসিয়াছিল, ইহা জানিয়া তিনি ছেলেদিগকে রৌদ্রে দাঁড়-করাইয়া রাখিয়াছিলেন,—আদেশ দিয়াছিলেন, পুনরায় কেহ এইরূপ করিলে তাহাকে স্কুল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। এ হেন হরবল্লভবাবুর জামাই হইবে একজন স্বদেশীর পাণ্ডা, যে বিলাতী জিনিষ পোড়াইয়া দেয়, স্বদেশী আখড়ায় যায়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হরবল্লভবাবু কক্ষমধ্যে উত্তেজিতভাবে পদ-চারণা করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি এক বেনামী পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে লেখা ছিল যে, সুরেশ বোমার দলে আছে, তাহার সহিত হরবল্লভবাবু যেন কন্যার বিবাহ না দেন। এই পত্র পাইবার সময় হরবল্লভবাবু ভাবিয়া-ছিলেন, ইহা হয়ত কোন শত্রুর চক্রান্ত। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, পত্রে যাহা লেখা ছিল, তাহা সত্য। পার্ব্বত্যপথে দ্রুতগামী অশ্বারোহী হঠাৎ সম্মুখে গভীর খাদ দেখিয়া যেমন ভীত-ত্রস্ত হইয়া উঠে, হরবল্লভবাবুর মনের অবস্থা তখন সেইরূপ হইল। তিনি কেবল ভাবিতে লাগিলেন, এখনও সময় আছে, এখনও ইচ্ছা করিলে এই ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। সত্য বটে,

উভয় পক্ষের আশীর্ব্বাদ হইয়া গিয়াছে, আত্মীয়-কুটুম্ব অনেককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, এক্ষণে এ বিবাহ না দেওয়া দোষের বিষয়। কিন্তু ডাকাত বোম্বেটে জামাই করা তার চেয়ে বেশী দোষ। আত্মীয়-স্বজনের নিন্দা সহিতে পারা যায়, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেব এ-কথা শুনিলে কি বলিবেন। না, না, এ বিবাহ শুধু অন্যায় অনুচিত নহে, ইহা অসহ্য, অসম্ভব। এ রকম ব্যাপার তিনি কিছুতেই হইতে দিতে পারেন না। তাঁহার সেটুকু মনের জোর আছে।

হরবল্লভবাবু সুরেশের পিতার নিকট তার পাঠাইলেন, এ বিবাহ হইতে পারে না; ইহা অসম্ভব।

ক্ষণকালমধ্যে কুসুমপুরের জমিদারের বৃহৎ বাটীর উপর একটা নিরানন্দের ম্লান ছায়া পড়িল। বাদ্যধ্বনি নীরব হইল; বাড়ীর মেয়েরা উদ্বিগ্নভাবে নিম্নস্বরে কথা বলিতে লাগিলেন; ছোট ছোট মেয়েরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া প্রবীণাদের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিয়া ধমক খাইতে লাগিল। এমন কি, বালকদের তাসের আড্ডাও ভাল করিয়া জমিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

একমাস পরের কথা বলিতেছি। সুরেশের পিতা স্বয়ং সরলদের বাটী গিয়া সুশীলাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার ঠিক বার দিন পরে সুরেশচন্দ্র, বীরেন, বিনোদ প্রভৃতি বন্ধু এবং

বহুসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন সমভিব্যাহারে সরলদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং যথারীতি আদর অভ্যর্থনার পর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

অনেক রাত্রি হইয়াছিল। সুরেশ ও সুশীলা গল্প করিতেছিল। সরল যদি জানিতে পারিত, তাহা হইলে বুঝিত সে কত বড় ভুল করিয়া বলিয়াছিল যে, সুরেশ ও সুশীলা গল্প করিবার কথা পাইবে না।

সুশীলা কহিল, "আচ্ছা, কুসুমপুরের সম্বন্ধ তোমার কেমন করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল ?"

সুরেশ কহিল, "সবাই এজন্যে হরবল্লভবাবুরই দোষ দিচ্চে ; কিন্তু ইহাতে আমারও যে কিছু হাত ছিল, তাহা কেহ জানে না।"

সুশীলা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "তোমার হাত ছিল ?"

সুরেশ কহিল, "হ্যাঁ গো আমাকে তুমি যেমন ভালমানুষ ভাব, আমি সে রকম নই। আমি লোকের মুখে শুনলাম, হরবল্লভ-বাবু অত্যন্ত সাহেবভক্ত, এমন কি, সাহেবের চাপরাশি-ভক্ত। আমি তাই শুনে এক বেনামী পত্র পাঠালাম যে আমি স্বদেশী হাঙ্গামার মধ্যে আছি, আমার সঙ্গে যেন তাঁর মেয়ের বিয়ে না দেন।"

সুশীলা কহিল, "এ কিন্তু তোমার বড় অন্যায়। হরবল্লভ-বাবুর মেয়ের কথা ভাব দেখি। সে বেচারার বিয়ের সব ঠিক, বিয়ের ৩।৪ দিন আগে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল। আমি হ'লে ত লজ্জায় মুখ দেখাতে পারতাম না।"

সুরেশ কহিল, "জমিদারের মেয়ের মনে এত কষ্ট হয় না; কত বড ঘর থেকে তার সম্বন্ধ আস্‌বে।"

সুশীলা কহিল, তা বই কি? জমিদারের মেয়ে ত আর মানুষ নয়, তার মনঃকষ্ট হবার জো নাই। তোমার সঙ্গে তার যখন সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল, তখন নিশ্চয় তার মনের মধ্যে তোমার উপর টান হয়েছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার কথা ভাব্‌তো। যেদিন শুন্‌লো সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে, সেদিন হয়ত অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে তোমার কথা ভাব্‌ছিল। তার মনের মধ্যে কি গভীর দুঃখ ও লজ্জা হয়েছিল, তা ত অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জান্‌তে পার্‌লেন না।"

সুরেশ কহিল, "সে বিয়ের সম্বন্ধ না ভেঙ্গে গিয়ে যদি সেখানে বিয়ে হোত, তা'হলে কি তুমি সুখী হতে সুশী?"

সুশীলা কহিল, "আমি কি তাই বল্‌চি? তোমাকে পেয়ে আমার যে কত বেশী সুখ হয়েছে তা' ভগবানই জানেন। কিন্তু তাই বলে সে বেচারার যে মনঃকষ্ট হয়েছে, তাও ত সত্য। আজ আমাদের এত সুখের দিনে তার জন্য কি একটু দুঃখ করা উচিত নয়? আমাদের সুখের জন্যে আর একজনকে দুঃখ পেতে হল, তাই ভেবে আমার বড় কষ্ট হচ্চে। এমন কেন হোল না, আমাদের যেমন সুখ হচ্চে, তারও সে রকম সুখ হল।"

সুশীলার মনে কষ্ট হইতেছে দেখিয়া সুরেশ একটু চুপ করিয়া কথা ঘুরাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা সুশী, বল দেখি আমি তোমাকে কখন প্রথম দেখেছিলাম।"

সুশীলা কহিল, "দিদির বিয়ের সময় আমরা যখন কল্‌কাতা গেছ্‌লাম, তুমি দাদার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে এলে, সেই তখন, না ?"

সুরেশ কহিল, "তার আগে তোমাকে দেখেছি।"

সুশীলা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আরও আগে, কখন ?"

সুরেশ কহিল, "ভেবে দেখ।"

সুশীলা কহিল, "আমি ত ভেবে পাচ্চি না। তুমি বল।"

সুরেশ কহিল, "তার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা যখন তোমাদের রেলগাড়ী কল্‌কাতায় এসে পৌছল, সেই সময়।"

সুশীলা কহিল, "ওঃ, তোমার কেউ আস্‌ছিল বলে তুমি বুঝি ষ্টেশনে গিয়েছিলে।"

সুরেশ গম্ভীরভাবে বলিল, "হাঁ, আমার স্ত্রী আস্‌ছিলেন।"

সুশীলা হাসিয়া কহিল, "যাও, তুমি বড় দুষ্ট।" একটু থামিয়া আবার বলিল, "তুমি ত আচ্ছা মজার লোক, ভদ্রলোকদের মেয়ে-ছেলেদের লুকিয়ে লুকিয়ে দেখ্‌তে ষ্টেশনে যাও।"

সুরেশ কহিল, "ভারি অন্যায়। আরও অন্যায় এত রাত্রে, নির্জ্জন ঘরে, ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে আলাপ কর্‌ছি।"

পরিশিষ্ট

ইডেন হিন্দু-হোষ্টেলের সমগ্র ত্রিতলটি আজ অতি সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে। স্তম্ভগুলি লাল, নীল, পীত, সবুজ নানাবর্ণের বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে। তাহার উপর দেবদারু পাতার শ্যামল বলয় পরিয়া স্তম্ভগুলি আরও সুন্দর দেখাইতেছে। ছোট ছোট পতাকা, লেসের পরদা, পত্রপুষ্পশোভিত ছোট বড় নানা আকারের বাঁধান ছবি, দেয়ালের উপর অঙ্কিত চিত্র, সকলেই মিলিয়া এমন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সম্পাদন করিয়াছিল যে, সেই হোষ্টেল বলিয়া চেনা যায় না। আজ "ওয়ার্ড্ ফাইণ্ডের" 'Anniversary (বাৎসরিক সম্মিলন)।

সুরেশ ও সরল কিছুদিন হইল এম্ এ পাশ করিয়া হোষ্টেল পরিত্যাগ করিয়াছে। বি এ ও এম্ এ উভয় পরীক্ষাতেই সুরেশ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সে এক্ষণে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক। সরল বি এ ও এম্ এ পরীক্ষা সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সে ইচ্ছা করিলেই সরকারী বৃত্তি লইয়া বিলাত যাইতে পারিত। কিন্তু সে তাহার চেষ্টা করে নাই। ভারতবর্ষে থাকিয়াও কোন উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হইবার চেষ্টা করে নাই। ওকালতি বা প্রোফেসারিও তাহার মনঃপূত হয় নাই। সে তাহাদের গ্রামে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার পরিচালন করিতেছিল। সকালে ও বৈকালে স্কুল হইত।

গাছের তলায় খালি গায়ে, খালি পায়ে বসিয়া ছেলেরা শিক্ষকদের নিকট পাঠ গ্রহণ করিত। বর্ষার সময় আশ্রয়ের জন্য একটী ঘর ছিল। যতক্ষণ বৃষ্টি থাকিত, ততক্ষণ পড়া বন্ধ থাকিত। এই স্কুলে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা শিক্ষার উপর খুব বেশী জোর দেওয়া হইত। কৃষিবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। ছেলেরা স্বহস্তে উদ্যান রচনা করিত ও গোসেবা করিত। এই বিদ্যালয় ছাড়া, সরলের উদ্যোগে গ্রামে নানা শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল। গ্রামের প্রয়োজনীয় কার্পাস যাহাতে গ্রামেই উৎপন্ন হয়, সরল তাহার বন্দোবস্ত করিল। তাহার চেষ্টায় গ্রামের কি ধনী, কি দরিদ্র সকল ঘরের মেয়েরা চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করিলেন। এ বিষয়ে সরলের মা খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। গ্রামের তাঁতীরা কেহ চাষ আরম্ভ করিয়াছিল, কেহ চাকুরির চেষ্টায় প্রবাসী হইয়াছিল। এক্ষণে গ্রামেই যথেষ্ট সূতা পাওয়া যাওয়াতে এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে তাঁতের কাপড়ের আদর হওয়াতে, তাঁতীরা ঘরে বসিয়া তাহাদের ব্যবসায় আরম্ভ করিল। গ্রামে কয়েক ঘর কাঁসারি ছিল, তাহাদের ব্যবসা একরকম বন্ধ হইয়াছিল। সরলের উৎসাহে তাহারা আবার কাঁসার ভাল বাসন তৈয়ার করিতে লাগিল। গ্রামে কাঁচের বাসন আমদানি বন্ধ হইল। এই সকল বস্ত্র, বাসন প্রভৃতি গ্রামে যাহারা মূল্য বা ধান্য দিয়া ক্রয় করিত প্রথমতঃ তাহারা লইত। তাহার পর গ্রামের অক্ষম, বিধবা, দরিদ্র প্রভৃতিদের প্রয়োজন কত হইতে পারে তাহার একটা তালিকা করিয়া অবস্থাপন্ন লোকদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া সরল

প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও বাসন কিনিয়া তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিত। সরল, গ্রামের লোকদিগকে বলিত, "তোমরা মনে করিও না, তোমরা এই সকল দরিদ্রদিগকে কেবল দান করিতেছ, তাহাদের নিকট কোন প্রতিদান পাও নাই। তোমাদের গৃহে যখন কঠিন পীড়া হয়, তখন ঐ দরিদ্র বিধবারা আসিয়া রোগীর সেবা করে না কি? গ্রামে ডাকাত পড়িলে ঐ সকল দরিদ্র মজুর তাহাদের প্রাণ বিপন্ন করিয়া ডাকাত তাড়াইতে চেষ্টা করে না কি? কাহারও ঘরে আগুন লাগিলে উহাদের সাহায্য ব্যতীত কি আগুন নিবাইতে পার? এই সকল আরও সহস্র তুচ্ছ উপায়ে ইহারা তোমাদের যে উপকার করে, তাহার কি কিছুই মূল্য নাই? একজন মানুষ, যাহার হাত পা আছে, হৃদয় আছে, হউক সে কতই নিঃস্ব, সে যে কত মূল্যবান্ এবং তাহার সহিত প্রীতি থাকিলে যে কত উপকার পাওয়া যাইতে পারে, তাহা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারিবে।" সরল বলিত, যতক্ষণ গ্রামের একটী লোকেরও অভাব থাকিবে, ততক্ষণ গ্রামের জিনিস বাহিরে যাইতে দেওয়া উচিত নয়; এবং যে সামগ্রী গ্রামের লোক প্রস্তুত করিতে পারে, গ্রামের বাহির হইতে সেই সামগ্রী আনা উচিত নয়। গ্রামের কয়েকজন প্রবীণ, বুদ্ধিমান ও ধর্ম্ম-ভীরু লোক লইয়া সে একটী সভা গঠন করিল; গ্রামে যত কিছু বিবাদ হইবে, তাঁহারা সকলই মীমাংসা করিয়া দিবেন, যে লোক তাঁহাদের মীমাংসা অগ্রাহ্য করিয়া আদালত যাইবে, তাহাকে একঘরে করা হইবে। গ্রামের পুকুরগুলির পঙ্কোদ্ধার করা হইল। পানীয়ের জন্য স্বতন্ত্র পুষ্করিণী, স্নান প্রভৃতির

জন্য স্বতন্ত্র পুষ্করিণী রাখা হইত, পানীয় জলের পুষ্করিণীর পার্শ্বে একজন চৌকিদার রাখা হইল, যাহাতে দুষ্ট ছেলেরা ঐ পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া সাঁতার দিতে না পারে। গ্রামের দেবালয়গুলির জীর্ণ সংস্কার হইল; পটুয়াগণ, শৈব ও বৈষ্ণব পুরাণ হইতে উৎকৃষ্ট দৃশ্যগুলি মন্দিরের দেয়ালে চিত্রিত করিল। পুরোহিত ও অধ্যাপক ব্রাহ্মণদের শিক্ষার জন্য একটী টোল স্থাপন করিল। গ্রামে একটি হরি-সভা হইল, সেখানে প্রত্যহ সঙ্কীর্ত্তন হইত এবং কথা হইত। ধর্ম্ম-সম্বন্ধায় পর্ব্ব ও উৎসবগুলি যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, সরল তাহার বন্দোবস্ত করিল। সরল বলিত, এই সকল উৎসব অনুষ্ঠান শুধু মূর্খ নিরক্ষর লোকদের জন্য নহে। বাহ্য-অনুষ্ঠান না থাকিলে আমাদের অন্তরের ধর্ম্মভাবগুলি কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে।

সরল কোন কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিল। সুরেশ কলিকাতাতেই থাকিত। হোষ্টেলের ছেলেরা সন্ধান পাইয়া তাহাদের Anniversary'র জন্য সরল ও সুরেশকে নিমন্ত্রণ করিল। সুরেশ ধুতি, পাঞ্জাবী ও রেশমের চাদর গায়ে দিয়াছিল। সরল প্রাচীন কালের অধ্যাপকের ন্যায় চটি জুতা পরিয়াছিল, গায়ে একটী উত্তরীয় মাত্র ছিল, কোন জামা ছিল না। সিঁড়িতে উঠিবার সময় ছেলেরা নমস্কার করিয়া গলায় মালা পরাইয়া দিল। সরলের অদ্ভুত বেশের জন্য সমবেত অধ্যাপকেরা প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। চিনিতে পারিয়া সকলে এক একবার নিকটে আসিয়া সরলের সহিত আলাপ করিয়া গেলেন এবং তাহার বর্ত্তমান জীবন

ও কার্য্যপ্রণালীর কথা শুনিয়া কেহ শুধু আশ্চর্য্য হইলেন, কাহারও হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তি উদয় হইল।

সভাতে যথারীতি আবৃত্তি, কার্য্যবিবরণী পাঠ, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতি হইতে লাগিল। সমাগত ভদ্রলোকদিগকে সুচারুরূপে জলযোগ করান হইল। কলা, পেঁপে, আনারস, আঙ্গুর, বেদানা প্রভৃতি নানারূপ ফল, সন্দেশ, রসগোল্লা, দরবেশ প্রভৃতি কলিকাতায় যে সকল মিষ্টান্ন পাওয়া যাইত, তাহা ব্যতীত বর্দ্ধমান হইতে আনীত সীতাভোগ ও মিহিদানা এবং সিঙ্গাড়া কচুরি প্রভৃতির পর্য্যাপ্ত আয়োজন হইয়াছিল। ইহা ছাড়া সাহেব এবং বিকৃত-রুচি বাঙ্গালীদের জন্য পেলিটির হোটেল হইতে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর সমাগত অধ্যাপকদের মধ্যে কেহ বাঙ্গালায় কেহ ইংরাজিতে বক্তৃতা করিলেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় সরলকে বক্তৃতা করিতে বলিয়া সরলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন এবং কি মহৎ উদ্দেশ্যে সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। সরলের বক্তৃতা হইতে আমরা নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিব। বলা বাহুল্য, সরল বাঙ্গালাতেই বক্তৃতা করিয়াছিল।

কয়েকদিন পূর্ব্বেই আমি তোমাদের মত একজন ছাত্র ছিলাম। সেদিনকার মধুর স্মৃতি এখনও আমার মনে সুস্পষ্টভাবে জাগিয়া আছে। তোমরা আমাকে তোমাদের নিজের একজন বলিয়া ভাবিও। তোমাদিগকে যে দুই চারিটী কথা বলিব, তাহা তোমরা বন্ধুর কথা বলিয়াই গ্রহণ করিও।

দুইটি জিনিষ তোমাদিগকে ছাড়িতে হইবে—বিলাস ও বিলাতীয় অনুকরণ। এই দুইটি জিনিষের মধ্যে সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। আমার ভয় হয়, আজকাল ছাত্রদের আহারে বিহারে, পোষাক পরিচ্ছদে, বিলাস ও বিলাতীর অনুকরণ উভয়ই অধিক মাত্রায় প্রবেশ করিয়াছে। ছেলেরা আজকাল চাদর গায়ে দেয় না, গলা খোলা কোট পরে, দেশীয় মিষ্টান্ন অপেক্ষা হোটেলের চপ্ কাট্‌লেটের বেশী আদর করে, ইংরাজি ফ্যাশনে চুল কাটে, কথার মধ্যে অনেক ইংরাজী কথা ব্যবহার করে।

কোন জাতি যখন নিজের আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া আর এক জাতির আচার ব্যবহার অনুকরণ করে, তার চেয়ে লজ্জাকর আর কিছুই নাই। সার্কাসের বানর যখন ইংরাজি পোষাক পরিয়া চেয়ারে বসিয়া টেবিল হইতে খাদ্য খায়, সে দৃশ্য যতদূর হাস্যাস্পদ, আমাদের অতিমাত্র অন্ধভাবে বিদেশীয় অনুকরণ তদপেক্ষা কম হাস্যাস্পদ নহে। প্রভেদের মধ্যে এই যে, বানর বুদ্ধিহীন, তাহাকে তাড়না করিয়া ঐ সব শেখান হয়, আর আমরা বুদ্ধি থাকিতেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইংরেজের অনুকরণ করিয়া থাকি।

নিজের আচার ব্যবহার উৎকৃষ্ট না হইলেও পরের আচার ব্যবহার অনুকরন করা উচিত নহে। কিন্তু আমাদের আচার ব্যবহারের মধ্যে অতি উচ্চ-আদর্শ নিহিত রহিয়াছে। সে উচ্চ আদর্শ হইতেছে—বিলাস-বিহীনতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। এত সাদাসিদে অথচ এত সুন্দর বেশ ভারতবাসীর মত আর কাহার আছে। দেশে একটা জাতীয়তার ভাব জাগাইতে আজকাল

অনেকে সচেষ্ট। আমরা সকলেই যদি ধুতি চাদর পরি, তাহা হইলে দেশের লোকদের সহিত আমাদের ঐক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, দেশের লোকেরাও বোঝে যে আমরা তাহাদেরই একজন। আমরা আজকাল যে অদ্ভুত বেশ পরিয়া থাকি, তাহাতে তাহারা মনে করে, আমরা সাহেবও নহি, অথচ দেশের লোকও নাই। বাস্তবিক আমরা অনেকেই এরূপ কৃত্রিম জীবন-যাপন করি যে, আমাদের কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট দেশ আছে, তাহা বোধ হয় না। কারণ, দেশের সকল জিনিষই যদি ছাড়িয়া দিলাম, তাহা হইলে দেশকে আপনার বলিব কি করিয়া?

খৃষ্ট-ধর্ম্মের আদর্শ যাই হোক্‌, পাশ্চাত্য জগতে বাস্তবিক পক্ষে আজকাল বিলাস ও ঐশ্বর্য্যই জীবনের আদর্শ করা হইয়াছে। অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিব, ভাল খাইব, পরিব, বায়স্কোপ দেখিব, থিয়েটার দেখিব, মোটরকার, রেলগাড়ী করিয়া নানা স্থানে বেড়াইব, পৃথিবীময় প্রভুত্ব করিয়া বেড়াইব, ইহাই তাহাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা। তাহাদের পণ্ডিতগণ প্রচার করিয়াছেন, জীবনের অভাব যত বাড়াইবে, তত বেশী সভ্য হইবে। কিন্তু আমাদের আদর্শ ছিল, তাহার ঠিক বিপরীত। অভাব—পার্থিব-অভাব—যত কমাইবে, ততই ভাল। অসংখ্য রকমের অভাব সৃষ্টি করিয়া যদি সারাজীবন সেই সকল অভাব মিটাইবার চেষ্টাতেই কাটিয়া যায়, তাহা হইলে পারমার্থিক চিন্তা করিবে কখন? পাশ্চাত্য-জগতে এবং আজকাল ভারতবর্ষেরও কোন কোন বড় সহরে এত বেশী ব্যস্ততা, এত কোলাহল, এত কৃত্রিমতা যে, মানব

দুই দণ্ড স্থির হইয়া বসিয়া কোন উচ্চবিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না। ক্রমাগত বাহ্য উত্তেজনার ফলে তাহাদের চিত্ত এরূপ বিকৃত হইয়া যায় যে, অনবরত সেইরূপ বাহ্য উত্তেজনা না হইলে তাহাদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়ে।

এই কোলাহলময় কৃত্রিম জীবন ছাড়িয়া ভারতের তপোবনে ঋষিগণ কিরূপ জীবন যাপন করিতেন, মনে করুন. প্রকৃতির ঠিক মধ্যস্থলে নদী বহিয়া যাইতেছে, তীরে ফুল-ফলে সুশোভিত বৃক্ষলতা, আচার্য্য ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন, স্নানান্তে স্নিগ্ধ শুচি হইয়া শিষ্যগণ পাঠ গ্রহণ করিতেছে। অভাব তাহাদের অতি সামান্য— আহার—বৃক্ষের ফলমূল এবং দুগ্ধ, পরিধান—বৃক্ষের বল্কল; কিন্তু তাহাদের চিন্তার বিষয়গুলি অতি উচ্চ রকমের—পরমেশ্বরের অনন্ত-লীলা ও অসীম করুণা; নিখিল মানব-জাতির এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীর কল্যাণ-কামনা,—কাহার জীবন বেশী সার্থক? কোন্ আদর্শ বেশী উচ্চ? Plain living and high thinking * আমাদের দেশে যেমন পাওয়া গিয়াছে, তেমন আর কোথায়?

পার্থিব ঐশ্বর্য্যই পাশ্চাত্য-জগতে উদ্দেশ্য করিয়াছিল, পার্থিব ঐশ্বর্য্য তাহারা পাইয়াছেও অনেক—রেল, ষ্টীমার, এয়ারোপ্লেন, মোটরকার, সুবৃহৎ কলকারখানা, বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তির শত সহস্র উপায়, অপর জাতির উপর প্রভুত্ব, পাশ্চাত্য-জগতের সব

---

* সরলভাবে জীবন যাপন এবং উচ্চ বিষয়ের চিন্তা করা।

হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সভ্যতা কি সার্থক হইয়াছে। তাহাদের ঐশ্বর্য্য যত বাড়িয়াছে, তাহাদের মন কি তত বড় হইয়াছে? উচ্চ-ভাব, ধর্ম্মভাব কোথায়? নাই তাহা বলিতেছি না, কিন্তু লোভ ও অহঙ্কারে চাপা পড়িয়া আছে! আর তাহারাই কি সুখ পাইয়াছে? এক জাতি বড় হইলে আর এক জাতির হিংসা হইতেছে, স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ হইয়া লক্ষ লক্ষ লোক বিনষ্ট হইতেছে। এক জাতির মধ্যেই এক শ্রেণীর উন্নতিতে অন্য শ্রেণীর হিংসা হইতেছে, "আমাদের পার্থিব সুখ কেন আরও বেশী হইবে না, আর এক শ্রেণীর লোক কেন আরও বেশী সুখ পাইবে," একটা জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যদি এইরূপ ভাব ক্রমাগত বাড়াতে থাকে, তাহা হইলে সে জাতির সুখ কোথায়? অল্পব্যয়ে বহুপরিমাণে দ্রব্য প্রস্তুত করা অপেক্ষা, কিসে মানব সরল শান্তিময় জীবন যাপন করিতে পারে, কিসে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রীতি থাকে, ইহা যে বড় আদর্শ, য়ুরোপ তাহা বুঝিতে পারে নাই।

এক মানুষের সহিত আর এক মানুষের সম্বন্ধ, এক জাতির সহিত আর এক জাতির সম্বন্ধ—যদি প্রীতির সম্বন্ধ না হয়, যদি ঐ সম্বন্ধে হৃদয়ের যোগ না থাকে, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে কোন পক্ষের উপকার হয় না। য়ুরোপ আজ সমগ্র বিশ্বের সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে হৃদয়ের যোগ কতটুকু? এ সম্বন্ধে কোন পক্ষেরই বিশেষ উপকার হয় নাই। যেখানে য়ুরোপ পরোপকার করিতে চাহিয়াছেন, সেখানেও বিশেষ সফল হন নাই। কারণ যাহাদের উপকার করিতে গিয়াছেন, তাহা-

দিগকে প্রীতির চক্ষে না দেখিয়া শুধু সংশোধনের যোগ্য ও কৃপার পাত্র ভাবিয়াছেন।

পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও পশ্চাত্য-আদর্শ সম্বন্ধে এত কথা বলিতে হইল, কারণ আমাদের দেশের অনেক লোক জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ঐ সভ্যতার অনুসরণ করিতেছেন এবং আমাদের দেশে ঐ সভ্যতা প্রচারে যত্নবান হইয়াছেন। পরের নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, আমাদের সম্মুখে যে বিপদ তাহা দেখানই আমার উদ্দেশ্য। টলষ্টয়, কার্লাইল, রস্কিন প্রভৃতি মনীষিগণ পাশ্চাত্য-সভ্যতার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য-জগতে তাঁহাদের উপদেশ গ্রাহ্য হয় নাই। আমাদের প্রাচীন সভ্যতারূপ অমূল্য রত্ন পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা বাহ্য চাকচিক্যপূর্ণ পাশ্চাত্য-সভ্যতারূপ কাচ দেখিয়া প্রলুব্ধ হইব, তাহা হইলে আর পরিতাপের সীমা থাকিবে না।

ছাত্রগণ যে পাশ্চাত্য-রীতি-নীতির অনুসরণ করিতেছেন, ইহার জন্য ছাত্রগণকে সম্পূর্ণ দোষ দিলে চলিবে না। উচ্চশিক্ষা বলিতে আজ কাল আমাদের দেশে যাহা পরিচিত, ইহার ন্যায় বিজাতীয় অস্বাভাবিক শিক্ষা কল্পনা করা যায় না। আমাদের সাহিত্য, আমাদের দর্শন, এই উচ্চশিক্ষা হইতে সযত্নে বাদ দেওয়া হইয়াছে। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া আমাদের দেশে চিন্তার স্রোত যে ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, যে সকল উচ্চভাব ও সংস্কার আমাদের মজ্জাগত হইয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষার কোন যোগ নাই। মাতৃস্তন্যবঞ্চিত শিশুর ন্যায় আমাদের

আধুনিক শিক্ষিত যুবকের মন চঞ্চল ও নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজী-সাহিত্য, ইংরাজী-ইতিহাস, ইংরাজী-দর্শন, এই সকলই তাহারা পাঠ করিতেছে। সংস্কৃত সামান্যই পড়ান হইয়া থাকে, এবং তাহা এরূপ অস্বাভাবিকভাবে পড়ান হয় যে, এই সুমধুর সরল ভাষা ছেলেদের নিকট অত্যন্ত নীরস ও কর্কশ বলিয়া প্রতীতি হয়। পরীক্ষায় পাশ করা, পরীক্ষায় ভাল ফল দেখান, ইহাই জীবনের সার মনে করিয়া আমাদের ছেলেরা পাঠ্য পুস্তক ছাড়া আর কিছু বড় একটা পড়ে না। কেহ বা একটু আধটু পড়ে তাহাও ইংরেজী উপন্যাস। এইরূপ শিক্ষার ফলে যে বিলাতী আদর্শ আমাদের ছাত্রদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই।

আমাদের তথাকথিত উচ্চশিক্ষা যে কতদূর ত্রুটিপূর্ণ তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। বাঙ্গলার ধর্মজীবনে শ্রীচৈতন্যদেব যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ। তাঁহার জীবনী অবলম্বন করিয়া যে প্রাচীন গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছে, সেগুলি কি সাহিত্য হিসাবে, কি দর্শন হিসাবে, কি ইতিহাস হিসাবে, কি সমাজতত্ত্ব হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান্। কিন্তু শিক্ষার প্রথম সোপান হইতে এম্ এ ক্লাশ পর্য্যন্ত চৈতন্যদেব বা এই বৈষ্ণবসাহিত্য সম্বন্ধে কোথাও কিছু পাঠ্য পাই নাই, কেবল Indian Historyর একটী ছোট Paragraphএ মাত্র এইটুকু পাইয়াছিলাম—চৈতন্যদেব অমুক সময়ে আবির্ভাব হইয়াছিলেন। এমন যে হিন্দুর অমূল্য সম্পত্তি রামায়ণ ও মহাভারত কয়জন ছাত্র বাঙ্গলাতে তাহা আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছে। অথচ বিদেশীয় এবং বহু নিকৃষ্ট আদর্শের গ্রন্থ—Iliad ও Odysseyর আখ্যানভাগ তাহাদের সুপরিচিত। তাহারা গীতা কখনও পাঠ করে নাই, কিন্তু বাইবেল হইতে রাশি রাশি বচন উদ্ধৃত করিতে পারে।

মোট কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে আমরা দেশ হইতে ক্রমে দূরে গিয়া পড়ি।

আমাদের রাজপুরুষগণ স্থির করিয়াছেন, আমাদের শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব থাকিবে না। আমরা কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে পারি না, ধর্ম্মের সহিত যোগ না থাকিলে শিক্ষা কিরূপে সফল হইতে পারে। আমাদের সমাজ, আমাদের রীতি নীতি, সকলই ধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ধর্ম্ম বাদ দিলে আমাদের চরিত্রের মূলবন্ধন শিথিল হইয়া যায়। আজ আমাদের ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই। ইহা এক দিকে যেমন তাহাদের হৃদয়ের বল অপহরণ করিতেছে, সেইরূপ অপরদিকে তাহাদিগকে দায়িত্বহীন উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে টানিয়া লইতেছে। অনেকের বিশ্বাস, ধর্ম্ম বার্দ্ধক্যের জন্য; কিন্তু তাহা ভুল। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য সকল বয়সেই ধর্ম্ম-চর্চ্চা করা উচিত। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, যে কাজ সব কাজের চেয়ে বড়, তা' কি কখনও বুড়া বয়সের জন্য রাখিতে হয়?

বন্ধুগণ, বিলাস ত্যাগ কর, বিলাতী আচার ব্যবহারের অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ কর, আমাদের সাহিত্য আমাদের দর্শনের সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হও, দেশের লোকদের সহিত মিলিবার সুযোগ খুঁজিও, তাহাদের ভাব, তাহাদের ভাষা, তাহাদের সুখ-দুঃখ, তাহাদের আশা আশঙ্কা জানিতে চেষ্টা কর,—আর সকল কাজের চেয়ে বড় কাজ ধর্ম্ম ভুলিও না, যে সকল মহাপুরুষগণ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পূত-চরিত্রে দেশ পবিত্র করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন আলোচনা করিও এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত ধর্ম্মপথে চলিতে চেষ্টা করিও। তোমরা ধন্য হইবে, তোমাদের দেশ ধন্য হইবে।

সমাপ্ত

২০। হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনমোহন রায় বি-এল।
২৩। সুখের ঘর (২য় সংস্করণ)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ।
২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
২৫। রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯। নব্য-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ।
৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।
৩১। নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।
৩২। হিসাব নিকাশ—কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্।
৩৩। মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৩৪। ইংরাজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ।
৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
৩৬। শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৩৭। ব্রাহ্মণ-পরিবার—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
৩৮। পথে-বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, আই, ই।
৩৯। হরিশ ভাণ্ডারী—শ্রীজলধর সেন।
৪০। কোন্ পথে—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ।
৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার এম, এ।
৪২। পল্লীরাণী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৪৩। ভবানী—নিত্যকৃষ্ণ বসু।
৪৪। অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৪৫। অপরিচিতা—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।
৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
৪৭। দ্বিতীয় পক্ষ—ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম এ, ডি-এল।
৪৮। ছবি—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪৯। মনোরমা—শ্রীসরসীবালা বসু।
৫০। সুরেশের শিক্ষা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৫১। নাচ্‌ওয়ালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ (যন্ত্রস্থ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্